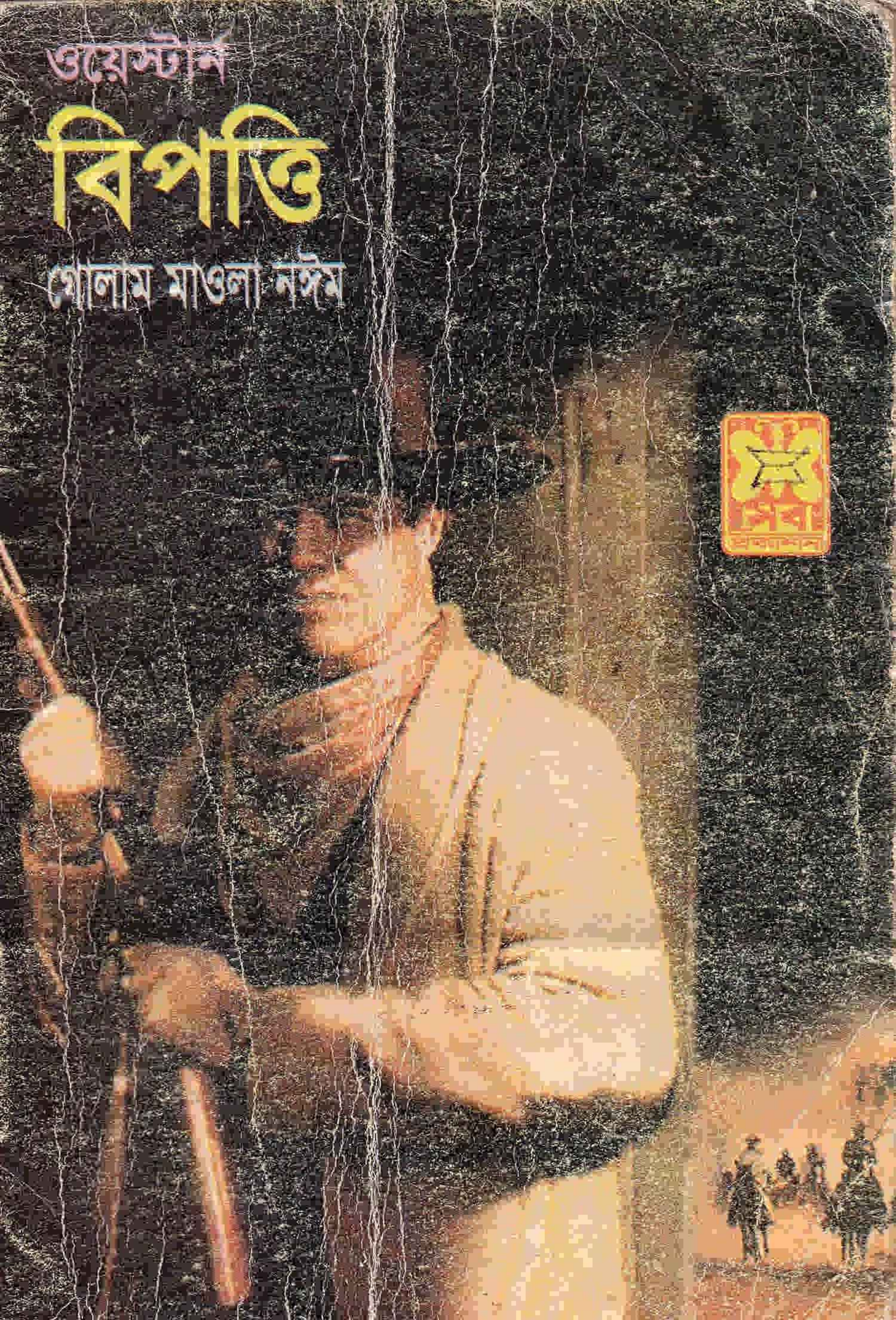

ওয়েস্টার্ন
বিপত্তি
গোলাম মাওলা নঈম
সেবা

এক

রেলরোড সেতুর কাছে যখন পৌঁছল ওরা, ততক্ষণে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে প্রায়, চারপাশে আঁধার নেমে এসেছে। ঝড়ো বাতাস গায়ে কাঁপ ধরিয়ে দিচ্ছে।

সেতুর নীচে একটুখানি শুকনো জায়গা দেখে সেখানে আশ্রয় নিতে মনস্থ করল ওরা, স্যাডল ছেড়ে আগুন জ্বালাল, তারপর আগুনকে ঘিরে জড়সড় হয়ে বসল তিনজন।

তিনজন মানুষ এখন সহযাত্রী। কয়েক ঘণ্টা আগেও পরস্পরের কাছে অপরিচিত ছিল, পশ্চিমে যাওয়ার অভিন্ন বাসনা থেকে একত্র হয়েছে।

জিম বেনবোর কাছে ব্যাপারটা বাড়ি ফিরে যাওয়ার মত, তবে সত্যিকার অর্থে বাড়ি বলতে কিছু নেই ওর; বহুদিন ধরে ভবঘুরের মত এখানে-সেখানে কেটে গেছে, কোথাও বেশিদিন থাকেনি। অন্য দু'জনের ক্ষেত্রে এমন কোন ব্যাপার আছে কি-না, জানা নেই ওর।

আগুনের সরু শিখার প্রতিবিম্ব নাচানাচি করছে ওদের মুখে, মাঝে মধ্যে ম্লান হয়ে যাচ্ছে বাতাসের দাপটে। সেতুর কিনারা ধরে নেমে আসা বৃষ্টির পানির ছাঁট ওদের গায়ে পড়ছে; পানির ফোঁটার স্পর্শ যেন তুষারকণা, হিমেল অনুভূতি এনে দিচ্ছে শরীরে।

শুকনো কাঠ খুঁজতে গিয়ে মন্টানায় কাটানো এক শীতের কথা

মনে পড়ল জিমের···হার্টম্যান অ্যান্ড লিগেট ব্র্যান্ডের ঘোড়ার ক্যাম্পে ছিল সেবার। তুষার পড়েনি বলতে গেলে, মাঝে মধ্যে দু'এক ঘণ্টার জন্য পড়েছিল, কিন্তু ঠাণ্ডার কমতি ছিল না। ক্রীকের পানি জমে গিয়ে পাথরের মত কঠিন বরফে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল, একেবারে বসন্তের শেষদিকে সেই বরফ গলেছে।

তারপরও সেবারের শীতটা মন্দ কাটেনি। শক্তপোক্ত কেবিনে ছিল পেটমোটা স্টোভের উষ্ণতা, পুরানো কিছু ম্যাগাজিন আর কয়েকটা বই ছিল বাড়তি আকর্ষণ।

যখন পড়ার ইচ্ছে থাকে না, অলস সময় ভেবে কাটাতে পছন্দ করে জিম। ছেলেবেলা থেকে সংস্কারে বিশ্বাসী ও, চেনা-জানা জায়গার স্মৃতিচারণ করে, ওর ভাবতে ভাল লাগে কোন্ জিনিসটা কী হলে ভাল হত; পরিচিত সব মানুষ সম্পর্কে ভাবে—কাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে বা কী কথা হয়েছে—প্রতিটি মুহূর্ত মনে করার চেষ্টা করে; খুঁটিনাটি কোন জিনিস বাদ যায় না। সময় কাটানোর জন্য অভ্যাসটা মন্দ নয়, কিন্তু বাস্তবে লাভ তেমন হয় না বললেই চলে।

পুরানো ঘটনা মনে করা আদপে সহজ নয়, এমনকী কায়িক পরিশ্রমের চেয়েও কঠিন। কেউ যখন একটা জিনিস দেখে, কখনও ভাবে না পরে মনে করতে পারবে কি-না কিংবা কতটুকু মনে করতে পারবে। নিজের কৃতকর্মের বিশ্লেষণও করা যায় এভাবে, তবে কখনও কখনও এর ফলাফলটা সুখকর হয় না।

দেখার মত চোখ না-থাকলে ভাল কাউহ্যান্ড হওয়া যায় না। কাউপাঞ্চিং করতে গেলে বিস্তর এলাকা রাইড করতে হয়, কাজের ফাঁকে দেখা হয়ে যায় মাইলকে মাইল, এবং কিছুদিনের মধ্যে নির্দিষ্ট এলাকার প্রতিটি পাহাড়, ড্র, ঝোপঝাড় বা অন্যান্য খুঁটিনাটি চেনা হয়ে যায়। বুনো ট্রেইল, ঝর্নার অবস্থান, গরুর আশ্রয় নেওয়ার জায়গা, এরকম অনেক তথ্য নখদর্পণে চলে আসে। এসব খেয়াল না-করলে পাঞ্চার হিসাবে সফল হওয়া যায় না।

হার্টম্যান অ্যান্ড লিগেটদের ক্যাম্পে সীমের সাপ্লাই যথেষ্ট ছিল, তবে জিনিসটা কখনোই তেমন পছন্দ করে না জিম। সেতুর নীচে আগুনের পাশে বসে অতীতে ফিরে গেল ও, ঘোড়ার ক্যাম্পের কথা ভাবছে আনমনে, তখন পছন্দ না-করলেও এখন সীম পেলে সত্যি খুশি হত জিম, কারণ পেটে ছুঁচো নাচছে।

বিশালদেহী নিগ্রো আগ্রহ নিয়ে তাকাল ওর দিকে, বলল: 'দেখে মনে হচ্ছে জীবনে বহু মারামারি করেছ।'

'মাঝে মধ্যে।'

'দস্তানা দিয়ে লড়াই করেছ কখনও?'

'না। ওভাবে তো শিখিনি। যা জানি, সেটুকু কাজে লাগানোর চেষ্টা করি আমি।'

'আমি মুষ্টিযুদ্ধে লড়েছি,' বলল সে।

বড়জোর জিমের চেয়ে দুই-তিন বছরের বড় হবে নিগ্রো যুবক, প্রায় ছয় ফুট লম্বা, মেদহীন শরীর। চওড়া কাঁধ, হাতের পাঞ্জা দুটো বেশ বড়। দেখেই বোঝা যাচ্ছে মিথ্যে বলেনি, মুষ্টিযোদ্ধাদের মত বিশাল হাত।

'তোমার মুঠিও মন্দ নয়,' জিমের ব্যাপারে এই প্রথম মন্তব্য করল সে। জিমের হাত দুটো মেলে খুঁটিয়ে দেখল। 'গাঁটের কাছে একটু চ্যাপ্টা, আঘাত ঠেকানোর জন্য জুতসই। আমার তো মনে হয় মুষ্টিযুদ্ধেও ভাল করবে তুমি।'

চারপাশে ঢুঁ মেরে কয়েকটা কাঠি খুঁজে পেয়ে আগুনে যোগ করল জিম, গাছের ডাল, বাকল বা ওরকম কিছু—আগুনে জ্বললেই হলো।

'ফ্রেইট ট্রেনটা যেন কখন আসবে?' জানতে চাইল ভ্যান ফেনট্রেস।

'দেরি না-করলে দশটা বারো মিনিটে।'

ভ্যান ফেনট্রেস বিশালদেহী ব্লন্ড। দোহারা গড়ন। রুক্ষ মুখটাকে সুদর্শনই বলা চলে; উস্কখুস্ক চুল; তুলনায় বিসদৃশ ছোট

ছোট নীল চোখ, নীল দুটো পাথর যেন, ভাবের প্রকাশ দেখা যায় না। বেপরোয়া পোড়খাওয়া কঠিন মানুষ। শক্তপাল্লা।

বারো ঘণ্টা আগে ওদের পরিচয়। মাতালদের জন্য নির্দিষ্ট জেলে দেখা হয়েছিল। তবে জিমের অপরাধ ছিল মারপিট, এবং সেটাও প্রথমবার নয়। শুধু হাতাহাতির কারণে বেশ কয়েকবার গ্রেফতার হয়েছে ও। এমন নয় যে মারপিটের ব্যাপারে খুব দক্ষতা বা জ্ঞান রয়েছে ওর, স্রেফ পছন্দ করে বলেই লড়ে, আগু-পিছু কিংবা পরিণাম ভাবার ঝামেলায় যায় না।

হিমেল বাতাস বইছে। বৃষ্টির ছাঁটে ভিজে যাচ্ছে ওরা। সুতির কোটের কলার কান পর্যন্ত তুলে দিল জিম, আগুনের শিখার আরও কাছে মেলে ধরল দুই হাত।

একপাশে বালির ঢিবি বৃষ্টি বা বাতাস থেকে রক্ষা করছে ওদের, হাতের বামে ছোট্ট একটা ঝর্না বইছে। বৃষ্টির তোড় বেড়ে গেছে এখন, ঝড়ো হাওয়া শক্তিশালী হয়ে উঠেছে আরও।

'বাড়ি আছে তোমার?' জানতে চাইল আইজি কাস্টার, নিগ্রো যুবক। 'জানতে চাইছি পশ্চিমে গিয়ে থাকা যাবে, এমন কোন জায়গা আছে?'

'নাহ্, বাড়ি বলতে কিছু নেই আমার। আর ঠিকানা একটাই—পশ্চিম।' মাথা দুলিয়ে স্যাডল ব্যাগ দেখাল জিম। 'আমার বাড়ি ওগুলোর মধ্যে।'

'ঘোড়া ছাড়া অতদূর যাবে কীভাবে?'

'ঘোড়া না-হলেও চলবে। জীবনে যতটা সময় ঘোড়ার পিঠে কেটেছে, স্যাডলহীন অবস্থায় তারচেয়ে কম কাটেনি আমার।'

'পায়ে হাঁটতে একটুও ভাল লাগে না আমার,' নিজের মতামত জানিয়ে দিল ভ্যান ফেনট্রেস। 'দরকার হলে একটা ঘোড়া চুরি করব, তবু জিনিসপত্র ঘাড়ে নিয়ে হাঁটতে রাজি নই।'

'বেশ, তোমার যা-খুশি কোরো,' নিস্পৃহ স্বরে জবাব দিল জিম, নীতির প্রশ্ন তুলে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ আর আগুনের নৈকট্যে

একজন আগন্তুকের সঙ্গে তর্কে যেতে নারাজ।

মনোযোগ দিয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনছে ওরা, আশায় আছে ট্রেনের দূরাগত হুইসেল শুনতে পাবে। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে যাওয়ার পরও জিমের আশা পূরণ হলো না। সঙ্গে খাবার নেই, অথচ খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে।

শেষপর্যন্ত ট্রেন যখন এল, ততক্ষণে প্রায় অধৈর্য হয়ে পড়েছে ওরা। শীতনিদ্রায় কাটানো ভালুক বসন্তের শুরুতে গুহা থেকে বেরিয়ে আসার সময় যতটা ক্ষুধার্ত থাকে, নিজেকে ততটাই ভুখা মনে হচ্ছে জিমের।

'চেষ্টা করলে হয়তো রাইডিঙের কাজ জুটে যাবে,' প্রস্তাবের সুরে বলল আইজি।

'নিউ মেক্সিকোর একটা র‍্যাঞ্চে এক নিগ্রোর সঙ্গে কাজ করেছি কিছুদিন। কাউহ্যান্ড হিসাবে দারুণ ছিল সে। তুমি কেমন?'

'উঁহু, গরুর কোন আউটফিটে কাজ করিনি, তবে বাফেলো বিল শো-তে রাইড করেছি,' সবক'টা ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল আইজি। 'ওখানে ইন্ডিয়ানের রোল করতাম আমি।'

'এ-কাজটা তুমিই প্রথম করোনি,' অনুমোদনের সুরে মন্তব্য করল জিম।

'রাইডিং জানি না বললে ভুল হবে। ল্যাসোও অল্পসল্প চালাতে জানি। তবে কখনোই গরুর র‍্যাঞ্চে কাজ করিনি।'

'কাজ ছাড়া একমাত্র বোকারাই বেঁচে থাকে,' দার্শনিক-সুরে বলল ভ্যান ফেনট্রেস। 'কিন্তু দুনিয়ায় আর কোন কাজ না-থাকলেও গরুর পিছনে পিছনে ছুটে ধুলো খেতে রাজি নই আমি।'

কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল জিম। আসলে কীই-বা বলার আছে? সারা জীবন গরুর পিছনে কাটিয়ে দিয়েছে ও, অর্জন সামান্যই, সেটা বলতে গেলে নিশ্চই মুখের উপর হাসবে ফেনট্রেস। সদ্য পরিচিত এই লোকটিকে খুব একটা

সুবিধার মনে হচ্ছে না ওর, তাই নিজের কথা বলে হাস্যাস্পদ হওয়ার ইচ্ছে নেই। তবে এও ঠিক, গরুর পিছনে না-ছুটে ফেনট্রেসও যে বড় কোন অর্জন করেছে, তাও মনে হচ্ছে না ওর।

আইজি কাস্টারও চুপ করে আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, তাই তো...এ-ধরনের কোন শব্দ খরচ করল না। এটাই বোধহয় ভাল উপায়। ব্লন্ড লোকটা জিমের চেয়ে ঢের গাট্টাগোট্টা, শক্তিশালীও; তা ছাড়া, শেষ লড়াইয়ের ধকল এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি ও, শরীরের পেশিতে ব্যথা আর আড়ষ্টতা।

'যা ইচ্ছে কোরো তুমি,' একটু পর বলল জিম। 'আমি গরু দাবড়াব।'

'মাসে চল্লিশ ডলারের জন্য?' তাচ্ছিল্য ঝরে পড়ল ফেনট্রেসের কণ্ঠে। 'বন্ধুরা, আমার সঙ্গে এসো, দেখবে কীভাবে ভাগ্য বদলে যায়। সিল্কের শার্ট আর দামী কাপড়ের কোট পরার সুযোগ পাবে। তোমাদের কাজে লাগাতে পারব আমি।'

সেতুর পাশে নিচু জায়গায় জমে যাওয়া পানিতে কারও হাঁটার শব্দ শুনতে পেল জিম। 'কেউ আসছে,' বলে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। ফের যখন দুই সঙ্গীর মুখোমুখি হলো, দেখল উধাও হয়ে গেছে ভ্যান ফেনট্রেস।

'চুপচাপ বসে থাকো,' নিচু স্বরে ওকে সতর্ক করল আইজি। 'এরা আইনের লোক।'

সত্যি তাই। স্লিকার পরা চারজন দীর্ঘদেহী মানুষ, প্রত্যেকের হাতে শটগান। আগুনের কাছে আসার আগেই ছড়িয়ে পড়ল ওরা, পালাক্রমে জিম আর আইজিকে খুঁটিয়ে দেখল।

'তুমি!' শটগান নাচিয়ে ডাকল শেরিফ, লোকটাকে আগে থেকে চেনে জিম। 'উঠে দাঁড়াও!' কয়েক পা এগিয়ে জিমের সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'অস্ত্র আছে সঙ্গে?'

'একটা উইনচেস্টার আছে আমার,' বলল জিম। 'পিস্তল রাখার দরকার হয়নি কখনও।'

দক্ষ হাতে জিম আর আইজির শরীর তালাশ করল শেরিফ।

'ছুরিও নেই তোমার কাছে? কিংবা একটা রেজর?'

ভারী শক্তিশালী হাত দুটো তুলল আইজি। 'এমন হাত থাকলে অন্য কিছু দরকার হয় কারও?'

সরু মুখো লাল-চুলো একজনের দিকে ফিরল শেরিফ। 'তুমি না বলেছ ওরা তিনজন? আরেকজন গেল কোথায়?'

'ঠিকই বলেছি। আলাদা আলাদা এলেও একসঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল ওরা। নিগ্রোটা চালচুলোহীন, অযথা ঘোরাঘুরি করছিল বলে ওকে শিকের ভিতর ঢুকিয়েছিলাম। চওড়া হ্যাটঅলা,' জিমকে দেখিয়ে বলল সে। 'রায়ান'স কর্নারে শেড পভির সঙ্গে মারামারি করেছে। দু'জনে মিলে ওর সেলুনের বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে।'

এবার সমীহের দৃষ্টিতে জিমের দিকে তাকাল শেরিফ। 'শেডের সঙ্গে? শেডকে তো দেখেছি, আমার ধারণা ছিল ওকে পেটাবে আরও তাগড়া কোন লোক। তোমার ওজন কত, পার্ডনার?'

'একশো সত্তর,' জিমের জবাব। 'গায়ে-গতরে বড় হলেই যে শক্তিশালী হবে এমন কোন কথা নেই, ওরকম কাউকে অন্তত আমি দেখিনি।' একটু থেমে কিছুটা অনিচ্ছার সুরে যোগ করল: 'তবে ওই শেড পভি লোকটা মন্দ নয়...শরীরে জোর তো আছেই, কৌশলও জানে।'

শব্দ করে হাসল শেরিফ। 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। এর আগে ওকে পেটাতে পারেনি কেউ।'

জিমের গিয়ার-রাখা থলেয় লাথি চালাল সে। 'এটায় কী আছে?'

'স্যাডল। পশ্চিমে যাচ্ছি আমি।'

'পুবে এলে কীভাবে? গরুর ট্রেনে করে?'

'হ্যাঁ।'

ধূসর চোখের এক লোক তখন পর্যন্ত কিছু বলেনি, নীরবতা ভাঙল সে। চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালিয়ে বলল, 'অন্যজন

কোথায়? বিশালদেহী ব্লন্ড লোকটা?'

'জেল থেকে বেরোনোর পর দেখলাম রায়ান'স কর্নারে ঢুকছে,' জবাব দিল জিম। 'ওটাই শেষ, আর দেখিনি ওকে। ওর সঙ্গে যেতে ইচ্ছে করছিল আমারও। কিন্তু ভেবে দেখলাম ওখানে যেয়ে কাজ নেই, হয়তো নতুন কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ব।'

স্থির দৃষ্টিতে জিমের দিকে তাকিয়ে থাকল চারজন। 'ওকে আড়াল করার চেষ্টা কোরো না, বয়েজ,' পরামর্শ দিল মিতভাষী মানুষটি। 'সেই যোগ্যতা নেই ওর। মহা বদ লোক।'

'সেটা আমার জানার কথা?' নিস্পৃহ স্বরে বলল জিম। 'তুমি নিজেই তো ওকে জেলে পুরেছ, অত খারাপ হলে রেখে দিলে না কেন?'

থোক করে থুথু ফেলল শেরিফ। 'জেলে থাকার সময় ওর আসল পরিচয় জানতাম না আমরা। বোকার মত ছেড়ে দিয়েছি। ফার্গো আসার পর জানলাম, পুরানো একটা ওয়ান্টেড পোস্টারের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল ওর। মৃত বা জীবিত, খুনের দায়ে ব্লন্ড লোকটাকে খুঁজছে আইন।'

ভুলেও জিমের দিকে তাকাচ্ছে না আইজি, মুখ পাথরের মত নির্লিপ্ত।

'কত?' জিমের কৌতূহলী প্রশ্ন।

'পাঁচ হাজার।'

এত টাকা একসঙ্গে সারা জীবনেও দেখেনি জিম। ত্রিশ ডলারের মজুরি পাওয়া কাউহ্যান্ডের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। বছর শেষে যদি চল্লিশ ডলার জমাতে পারে, নিজেকে ধন্য মনে করবে যে-কোন পাঞ্চার।

জিমের দিকে ফিরল ফার্গো নামের লোকটা। 'তোমার নাম কী, পাঞ্চার?'

'বেনবো, জিম বেনবো। অবশ্য অন্য একটা নামও আছে আমার। প্রন্তো।'

'প্রন্তো? পিস্তলে তুমি ফাস্ট বলে?'

এবার স্মিত হাসল জিম। 'খুব দ্রুত ঘুসি হাঁকাতে পারি বলে। কোণঠাসা হলে অল্পতে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় আমার, এটাও একটা কারণ। আসলে মারপিট ছাড়া জীবনে খুব কমই আনন্দ পেয়েছি আমি।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি,' বলল শেরিফ। 'মারামারির পর শেড পভির অবস্থা দেখেছি আমি।'

চারপাশে ঘোরাঘুরি করল ওরা, ঝর্নার উজান ধরে চলে গেল কিছুদূর, শেষে ব্যর্থতা মেনে নিয়ে ঘোড়ায় চাপল। শুধু ফার্গো নামের লোকটা গড়িমসি করছে। ভ্যান ফেনট্রেস যেখানে বসে ছিল, বুট দিয়ে ওখানকার মাটি খুঁচিয়ে দেখল সে। 'পাঁচ হাজার,' মৃদু স্বরে বলল ফার্গো। 'বিস্তর টাকা।'

'মিস্টার,' বলল জিম। 'টাকার বিনিময়ে কাউকে ধরিয়ে দেই না আমি।'

'আমিও তাই ভেবেছি,' মৃদু স্বরে বলল ফার্গো। 'তবে যাই হোক, ভুলেও ওর সঙ্গে লাগতে যেয়ো না। সাবধানে থেকো, কাউপাঞ্চার। এমন সেয়ানা আর বদ লোক বোধহয় দেখোনি তুমি।'

'পশ্চিমে ছিলে তুমি?'

'দু'একবার গেছি। হয়তো আবারও যাব।'

ঘুরে চলে গেল ফার্গো, ঘোড়ায় চড়ে অন্যদের অনুসরণ করল। নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল জিম আর আইজি, কেউ কিছু বলছে না, চার ল-ম্যানকে চলে যেতে দেখল।

শেষে, কয়েকটা কাঠি যোগাড় করে আগুনে যোগ করল আইজি। 'খুন-খারাবি খুব ভয়ঙ্কর ব্যাপার,' মন্তব্যের সুরে বলল সে। 'ভাবছি কাকে খুন করেছে ও।'

'ওকে দেখেই বুঝেছি নীচ মনের লোক,' সায় জানাল জিম. পাশ ফিরে নিগ্রোর মুখোমুখি হলো। 'নির্দিষ্ট কোথাও যাচ্ছ তুমি? যাওয়ার মত জায়গা না-থাকলে আমার সঙ্গে আসতে পারো।'

উপোস করতে হলে দু'জনে ভুখা থাকব, আর রাইডিঙের কাজ পেলে তোমার জন্য সুপারিশ করব আমি।'

'ধন্যবাদ।'

বাতাসের বেগ কমে গেছে, বৃষ্টি প্রায় ধরে এসেছে এখন। আগুনের উষ্ণতা আরামদায়ক লাগছে। তবে কাঠের সেতুর ফ্রেম থেকে পড়া পানির বড়সড় ফোঁটা পড়ছে এখনও।

দীর্ঘক্ষণ নীরবে কাটিয়ে দিল ওরা। চোখ দুটো কিছুক্ষণের জন্য বুজতে পারলে স্বস্তি পেত জিম। শরীরে ক্লান্তি, কিন্তু সময় বা ফুরসত কোনটাই নেই। সময় থাকতে রওনা দিতে হবে। ট্রেন মিস্ করা যাবে না। গোড়ালির উপর বসে জিম কেবলই ভাবছে ট্রেনে একটা শূন্য বগি পেলে যাত্রাটা স্বস্তিকর হবে। ফ্রেইট-কোচে যেতে একটুও ভাল লাগে না ওর।

'আমরা তা হলে পার্টনার হলাম, প্রন্তো?' জানতে চাইল আইজি।

'নিশ্চই!'

তখনই ট্রেনের দূরাগত হুইসেলের শব্দ শোনা গেল।

ঝটপট তৈরি হয়ে নিল ওরা। বুট দিয়ে পিষে আগুন নিভিয়ে ফেলল আইজি, পরিত্যক্ত একটা টিনের কৌটায় পানি নিয়ে এল ক্রীক থেকে, ছাইয়ের উপর পানি ঢেলে নিশ্চিন্ত মনে প্ল্যাটফর্মে উঠে এল।

ট্রেনের গতি শ্লথ হয়ে এসেছে।

'পিঠে বোঝা নিয়ে উঠতে পারবে তো?'

'দেখো শুধু!'

ঝম-ঝমাঝম শব্দে পেরিয়ে যাচ্ছে ট্রেন। কয়েকটা বগি সেতু পেরিয়ে গেল, এক বগির আলোকিত খোলা দরজা দেখতে পেয়ে চড়া স্বরে জিমকে ডাকল আইজি। ছুটতে শুরু করল সে, যথেষ্ট ক্ষিপ্র, অনায়াসে লাফ দিয়ে ট্রেনে চড়তে সক্ষম হলো। স্যাডলটা বগির খোলা দরজা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দৌড় শুরু করল জিম, লাফ

দিয়ে পড়ল বগির মেঝেয়। দুই গড়ান খেয়ে সিধে হলো ও।

বগির একেবারে শেষ প্রান্তে পড়ে থাকা কাগজের স্তূপের উপর শুয়ে পড়ল আইজি। দরজার কাছে থাকল জিম, বাইরের দৃশ্য দেখছে। মাঝে মধ্যে দু'একটা বাড়ির আলোকিত জানালা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। এক জায়গায় লণ্ঠন আর দোহনভাণ্ড হাতে বাড়ির দিকে এগোতে দেখল এক লোককে, পিছু পিছু আসা কুকুরটা ট্রেনের উদ্দেশে সমানে চেঁচাতে থাকল।

'ক্ষুদ্র চাষী,' কিছুটা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল জিম, তবে মনে মনে মোটেও তাচ্ছিল্য বোধ করছে না। 'কিন্তু সুখী মানুষ!'

লোকটিকে ঈর্ষা হচ্ছে ওর, কারণ নিজের বাড়ি ফিরছে সে, একটু পর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে টেবিলে বসে আহার করবে নিশ্চিন্ত মনে।

তুলনায় কী আছে ওর? কিচ্ছু না। যা আছে—বাঁক নেওয়ার সময় ট্রেনের নিঃসঙ্গ করুণ হুইসেল, দূরে ফায়ারবক্সের জ্বলজ্বলে কোমল আভা...আরও দূরে, ছারপোকার অত্যাচারে জর্জরিত বাঙ্কর এবং "বাড়ি" নামে একটা চাক-ওয়্যাগন।

দুই

ঘুম থেকে যখন জাগল জিম, ততক্ষণে দিনের আলো ফুটে উঠেছে। দ্রুত গতিতে ছুটছে ট্রেন। উঠে দরজার কাছে এল ও, একটু দূরে সবুজ বনানী, একটা ঝর্না আর মাইলকে মাইল বিস্তৃত গমের খেত দেখতে পেল।

উঠে বসল আইজি। 'মনে আছে, আমাদের পার্টনার হওয়ার কথা? ঠিক বলেছ তো?'

'নিশ্চই।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'পশ্চিমে...ঠিক কোথায়, তা অবশ্য বলতে পারছি না। হয়তো মাইলস সিটিতে, কিংবা মেডোরায়। সম্ভবত মেডোরায় যাব আগে।'

'যা খিদে পেয়েছে, এখন আস্ত একটা বগি খেয়ে ফেলতে পারব!'

'যাই খাই, একসঙ্গে খাব দু'জন।'

'অনেকদিন ধরে গরু দাবড়েছ?' ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল আইজি।

'হ্যাঁ। বারো বছর বয়স থেকে শুরু। দুই ভাই একসঙ্গে বি-বি র‍্যাঞ্চে কাজ করতাম আমরা। তারপর একদিন খুন হয়ে গেল ভাইটা। পিস্তলে চালু ছিল না ও, কিন্তু নিজেকে তাই মনে করত। টাউন মার্শালকে চ্যালেঞ্জ করে নিজের বিপদ ডেকে আনল।'

চড়াই ধরে উঠছে বলে ট্রেনের গতি কমে গেছে। দরজার চৌকাঠের সঙ্গে হেলান দিল জিম। বাঁক নিতে থাকা ট্রেনের বেশ কয়েকটা বগি চোখে পড়ছে।

'নিজেকে ফাস্ট প্রমাণ করার জন্য আমার ভাই, অ্যালেক্সই মুখিয়ে ছিল। মার্শাল ওকে বাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে বলল, ঘুমালে মেজাজ পড়ে যেত ওর; কিন্তু পাত্তা দেয়নি অ্যালেক্স, উল্টো খেপে গিয়ে পিস্তল তুলে নিয়েছিল।'

'নিজের চোখে দেখেছ লড়াইটা?'

'হ্যাঁ। গোলাগুলির পর এগিয়ে গিয়ে অ্যালেক্সের পড়ে থাকা দেহ দেখল মার্শাল, তারপর মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে, বলল: "দেখলে তো, বয়, কোন উপায় ছিল না আমার? আশা করি তুমিও একই ভুল করবে না।"

"তোমাকে একহাত নেওয়ার জন্য অধীর হয়ে পড়েছিল অ্যালেক্স," মার্শালকে বললাম আমি। "অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু কাজ হয়নি। সবসময়ই মাথা গরম আর গোঁয়ার ছিল আমার ভাই, ধরেই নিয়েছিল তোমাকে হারাতে সমস্যা হবে না।"

"মোটেই ফাস্ট ছিল না ও, সান। এমনকী আমার কাছাকাছিও নয়। পিস্তল চালিয়ে পেট চালাতে হয় আমার, এটা ওর বোঝা উচিত ছিল।"'

বাইরে পা ঝুলিয়ে দরজায় বসল ওরা। সূর্যের আলো উষ্ণ আরামদায়ক স্বস্তি বুলিয়ে দিচ্ছে শরীরে। এঞ্জিনের কয়লার গন্ধ স্পষ্ট টের পাচ্ছে, ট্রেন-লাইনের দু'পাশের মাঠে ফসলের শুকনো ভাপ লাগছে নাকে। শিগ্‌গিরই ঘুম কাটা হবে, চাইলে কাজ জুটবে এখানে। কিন্তু এই কাজটা অনেক করেছে জিম, আর করার ইচ্ছে নেই, এমনকী গরু দাবড়ানোর চেয়ে মজুরি বেশি হলেও। স্যাডলে বসে করা যায় না, এমন কাজ অপছন্দ ওর।

'সামনে একটা শহর দেখা যাচ্ছে,' বলল আইজি।

'হ্যাঁ।'

'চাইলে হয়তো একটা পাসও পেয়ে যেতে পারতে তুমি। রেলরোডের কথা বলছি। শুনেছি যারা গরুর সঙ্গে যায় বা গরু কেনাবেচা করে, বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য তাদের সবাইকে একটা করে পাস দেয় রেলরোড কর্তৃপক্ষ।'

'ঠিকই শুনেছ। কিন্তু শিকাগোর কেরানিকে কথাটা বলতে ইচ্ছে হয়নি। আমি যাকে চিনি, সে থাকলে সমস্যা ছিল না, গিয়ে দেখি অন্য একজন। দেখেই মনে হলো ব্যাটা নাক সিটকাবে। নিজেকে ছোট করতে ইচ্ছে হলো না। যত অসুবিধায় থাকি না কেন, জীবনে এ-কাজটা কখনও করিনি আমি।'

বগির ছাদে ছুটন্ত পদশব্দ শুনতে পেল ওরা, একটু পর কিনারা দিয়ে নীচের দিকে উঁকি দিল ভ্যান ফেনট্রেস, সবক'টা দাঁত বের করে হাসছে। ঘুরে দাঁড়াল সে, বগির কিনারা ধরে পা

নামিয়ে দিল, পুরো শরীর ছেড়ে দিয়ে ঝুলে থাকল কয়েক সেকেন্ড, তারপর পাশের বগির মেঝেয় নামল।

'এভাবে মারাও পড়তে পারতে,' বলল জিম। 'হঠাৎ হাত ছুটে গেলে কী হত?'

'উঁহুঁ, আমার পালা এখনও আসেনি।'

দু'কান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে ফেনট্রেসের হাসি, চোখে বেপরোয়া দৃষ্টি, যা একটুও পছন্দ হচ্ছে না জিমের; হয়তো চাহনিতে কিছুটা অবজ্ঞাও রয়েছে। জিমের মতে, কোন লোক বা জিনিসের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করার অধিকার নেই কারও...বিশেষ করে যেখানে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। বেপরোয়া এই স্বভাবের কারণে কয়েকজনকে খুন হতে দেখেছে জিম, এভাবে ঝুঁকি নেওয়ার সার্থকতা বা যৌক্তিকতা কখনোই খুঁজে পায়নি ও।

মানুষের নিয়তি বহু ঘটনা, দুর্ঘটনা আর খেয়ালের উপর নির্ভর করে। যাদের অসময়ে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছে জিম, আসলে এরা ছিল পরিস্থিতির শিকার—ভুল সময়ে ভুল জায়গায় উপস্থিত ছিল; ব্যক্তি জীবনে তারা কেমন মানুষ, সেটা মোটেই বিবেচ্য বিষয় ছিল না। এ-ক্ষেত্রে ভাল-মন্দ বা সাহসী-ভীতুতে কোন ভেদাভেদ থাকে না। পরিণামটা সবার জন্য একই হয়।

জিম সাবধানী মানুষ। অযথা ঝুঁকি নিতে পছন্দ করে না। যা করা উচিত বা কর্তব্য বলে মনে করে, বাড়তি কোন ঝুঁকি না-নিয়ে তাই করে। বীরত্ব বা নিজের সামর্থ্য দেখাতে গিয়ে একাধিক মানুষকে খুন হয়ে যেতে দেখেছে ও, কিন্তু আদপে এদের কারোই ততটা হিম্মত ছিল না। যে-দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা হোক না কেন, সবই প্রাণের অনাবশ্যক অপচয়।

'টিকটিকিগুলো কি আমার কথা জিজ্ঞেস করেছিল?' জানতে চাইল ভ্যান ফেনট্রেস।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল জিম।

'কী বলেছ তুমি?'

'তেমন কিছু না। ওদের দেখে মনে হলো তোমার ঘাড় চেপে ধরার জন্য মুখিয়ে আছে। তোমার জায়গায় থাকলে একটু রয়ে-সয়ে চলতাম আমি, যেখানে-সেখানে লড়াই করতাম না। সামনে একটা শহর পড়বে, সাবধানে থেকো।'

'ওটাকে শহর বলছ?' তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল ফেনট্রেসের কণ্ঠে। 'রাস্তার মাঝখানে মামুলি একটা স্পট বলা যায়। ওখানকার মার্শাল মানে তো শহুরে জোকার, তাকে নিয়ে অত চিন্তার কিছু নেই।'

শহুরে জোকার...শব্দটা আগেও শুনেছে জিম। তুচ্ছার্থে ছোট শহরের পীস অফিসারদের এ-নামেই ডাকে আউটলরা। সাধারণত এ-ধরনের শহরে কনস্টেবল বা মার্শাল লোকটা নিরীহ ও ভীতু গোছের হয়, ঝামেলায় জড়াতে চায় না নিজেকে; কিন্তু কখনও কখনও কোণঠাসা হলে একই লোক দারুণ বিপজ্জনক ও আপসহীন হয়ে উঠে।

ভ্যান ফেনট্রেস নিতান্ত বেপরোয়া লোক, উপলব্ধি করল জিম, মূর্তিমান বিপদ। সিদ্ধান্ত নিল তাকে এড়িয়ে চলাই মঙ্গলজনক হবে। ফেনট্রেসের মত বহু ঝামেলাবাজ বুট হিলে শুয়ে আছে।

'শহরের কেউ আমাকে ঘাঁটানোর সাহস পাবে না,' গম্ভীর স্বরে জাহির করল ফেনট্রেস। 'এটার জন্য।' কোমরে ঝুলন্ত গানবেল্টের উপর চাপড় মারল সে।

ভ্যান ফেনট্রেসের মত মানুষ সবসময়ই বড়বড় বুলি কপচায়, শৈশব থেকে শুনে আসছে জিম, যেন একজনের কথার প্রতিধ্বনি করে আরেকজন। অদ্ভুত হলেও, এরা প্রত্যেকে মনে করে ভাগ্য আর বুদ্ধি, দুটোর উপরই একচেটিয়া দখল রয়েছে ওদের। বুনো পশুর মত হাইডআউটে দিন কাটায় ওরা, মাঝে মধ্যে বেরিয়ে আসে, বাকি সময় আইনের লোকের ধাওয়া খেয়ে আর বড়বড় পরিকল্পনা করে কাটিয়ে দেয়। শেষে, জেমস-ইয়োঙ্গার ভাইদের মত, একদল চাষী বা ছোট শহরের সাধারণ মানুষের তোপের

মুখে পড়ে চূড়ান্ত হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

'তোমার সাধের ওই পিস্তল আসলে একটা হাতল,' নিস্পৃহ স্বরে বলল জিম। 'কোদালের হাতল, যেটা দিয়ে বুট হিলে তোমার কবর খোঁড়া হবে।'

উঠে দাঁড়াল আইজি। 'প্রস্তো, চলো নেমে পড়ি। খাবার যোগাড় করতে হবে।'

নিঃশব্দে হাসল ফেনট্রেস। 'ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছ? বোকামি কোরো না। দোস্তরা, আমার সঙ্গে থাকো, দেখবে টাকার উপর গড়াগড়ি খাচ্ছ।'

'কিন্তু বাস্তবে দেখছি আমাদের সঙ্গে লেগে আছ তুমি। আমাদের ট্রেনে উঠেছ,' বলল জিম।

কুৎসিত চাহনি ফুটল ফেনট্রেসের চোখে। 'কোন্ ট্রেনে উঠব বা কী করব, সেটা আমার ব্যাপার। আমার ব্যাপার আমি ভাল বুঝি। এবং এভাবে বেশ চলছে আমার।' পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করে দেখাল সে। 'এগুলো দেখে কী মনে হয়?'

'আইজি, কাছাকাছি একটা বাড়ি আছে,' বলল জিম। 'ওদের কাঠ কেটে দিলে হয়তো খাবার পাওয়া যাবে।'

লাফ দিয়ে ট্রেন থেকে মাটিতে নামল আইজি, ছুটতে ছুটতে কয়েক পা এগোল, তারপর ফিরে এসে মিলিত হলো জিমের সঙ্গে। রাস্তার পাশে ঝোপের দিকে স্যাডল ছুঁড়ে দিয়ে আগেই নেমে পড়েছে জিম।

'বোকার হদ্দ!' ভ্যান ফেনট্রেসের শেষ কথাগুলো কানে এল ওদের। 'দুটো ভাঁড়! ভবঘুরে ভাঁড়!'

'ব্যাটাকে একটুও পছন্দ হয়নি আমার,' মন্তব্য করল আইজি। 'সঙ্গে ঝামেলা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ও।'

বাড়ির কাছে কাঠের গাদা। স্তূপীকৃত কাঠের পাশে অপেক্ষায় থাকল আইজি, এদিকে এগিয়ে গিয়ে সদর দরজায় করাঘাত করল জিম। গাট্টাগোট্টা শরীরের এক আইরিশ মহিলা দরজা খুলল,

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখল আইজিকে, শেষে জিমের স্যাকের দিকে তাকাল। 'কী আছে ওটায়?'

'আমার স্যাডল, ম্যা'ম। রেঞ্জের কাজ করি, কিন্তু এখন দু'দিন ধরে ভুখায় আছি। এক জোড়া কুড়ালও আছে, ভাবলাম তোমার কাজ করে দিলে হয়তো খাওয়ার বন্দোবস্ত হয়ে যাবে আমাদের।'

'দেখে তাগড়া জোয়ানই মনে হচ্ছে তোমাদের। বেশ, কাজ শুরু করো। আমি দেখছি তোমাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করা যায় কি-না।'

কাজে নেমে পড়ল ওরা। মিনিট কয়েক পর দরজায় এসে উপস্থিত হলো মহিলা, হেঁকে ডাকল ওদের। 'এই, জলদি এসো! সাপারের জন্য কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ি ফিরবে আমার স্বামী। এসে যদি দেখে খাবারের বিনিময়ে তোমাদের কাজ করিয়েছি, আচ্ছামত আমাকে বেতাবে ও!'

বারান্দার টুলের উপর বিশাল দুটো থালায় মাংস, সিদ্ধ আলু আর ভুট্টার রুটি পরিবেশন করা হয়েছে। 'এতে যদি না হয়,' স্মিত হেসে বলল মহিলা। 'দরজায় টোকা দিয়ো। আমার স্বামী মহা খাদক, এরচেয়ে দ্বিগুণ দিব্যি হজম করে ফেলতে পারে।'

বারান্দায় বসে খেতে শুরু করল ওরা। বড়সড় এক পাত্র ঠাণ্ডা দুধ পাশে রেখে ভিতরে চলে গেল মহিলা।

'দুনিয়ার সব জায়গায়ই ভালমানুষ আছে,' দার্শনিক সুরে বলল আইজি। 'আমি যে নিগ্রো, এ-নিয়ে একটা কথাও বলেনি মহিলা।'

'হয়তো খেয়াল করেনি।'

মহিলার স্বামী যদি মহা খাদক হয়ে থাকে, তাকে লজ্জা দেওয়ার ইচ্ছে নেই ওদের, তাই একটু পর দরজায় টোকা দিল আইজি। থালা দুটো ভরে দিল আইরিশ মহিলা, কাপড়ের একটা থলে রাখল দরজার কাছে। দশ সেরী থলে, পুরো ভরা। 'বাড়তি

কিছু খাবার দিয়েছি যাতে পরে খেতে পারো,' জানাল সহৃদয় মহিলা। 'কফিও আছে। সুযোগ পেলে বানিয়ে নিয়ো।'

'ধন্যবাদ, ম্যা'ম। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম,' বলল আইজি।

'ভবঘুরেরা যে-বাড়িতে খাবার পায়, সেই বাড়ির গেটে নাকি দাগ কেটে রাখে, কথাটা ঠিক নাকি?'

'জানি না, ম্যা'ম। শুধু এটা জানি যে আয়ারল্যান্ডের সবচেয়ে সুন্দর ফুলের মত এই বাড়ির কথা মনে রাখব আমি। তুমি হচ্ছ সৌন্দর্যের প্রতীক, ম্যা'ম।'

'তোমার সঙ্গে কথায় পারা যাবে না! অনেক হয়েছে, এবার চাপাবাজি বন্ধ করো!'

শহরে এসে ট্রেনে চড়ল ওরা। আধ-ঘণ্টার বিরতি দিয়েছিল ট্রেন। ভ্যান ফেনট্রেসের টিকিটিও আর দেখতে পায়নি, সম্ভবত ওদের আগেই শহর ছেড়ে চলে গেছে সে। এতে খুশিই হয়েছে জিম।

শূন্য একটা বক্সকারে ঘুমাল ওরা। বাঁক ঘোরার সময় বগির ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ, কিংবা ট্র্যাক পাড়ি দেওয়ার খটাখট শব্দ মনোযোগ দিয়ে শুনল।

'এরপর কোথায় থামব আমরা?' জানতে চাইল আইজি। 'আজকের আগে কখনও ইউনিয়ন প্যাসিফিকে চড়িনি।'

'সম্ভবত জিমটাউনে। ওখানে যদি খাবারের ব্যবস্থা করতে পারি, তা হলে কোমরের বেল্ট এঁটে মাইলস সিটিতে চলে যেতে পারব।'

'সে-তো অনেক দূরের পথ,' প্রতিবাদ করল আইজি। 'উঁহুঁ, অতক্ষণ না-খেয়ে থাকতে পারব না আমি।'

ঢিমেতালে চলছে ট্রেন, মাঝে মধ্যে ক্রসিঙের কাছাকাছি এলে হুইসেল বাজাচ্ছে। চারপাশে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, মাইলকে মাইল জুড়ে জমিতে গমের খেত, মাঝে মধ্যে চারণভূমি চোখে পড়ছে; ঢেউ

খেলানো জমির বুকে নিচু পাহাড়, হ্রদ বা পুকুর, কিনারাগুলো ক্যাটটেইল ঝোপে ভরা। শুধু ঝর্নার পাড়ে গাছ রয়েছে, কিংবা ফার্মহাউস বা বাড়ির আশপাশে।

জিমটাউন স্টেশনে পৌঁছানোর আগে ট্রেনের গতি শ্লথ হয়ে আসতে নেমে পড়ল ওরা, মূল রাস্তার দিকে এগোল। জিম এখানে আগেও একবার এসেছে, খেয়াল করল কিছুটা হলেও বদলে গেছে জিমটাউন।

'চোদ্দ হবে তখন আমার বয়স,' আইজিকে জানাল ও। 'এই লাইনে চলা প্রথম ট্রেনে চড়ে এসেছিলাম। গরু নিয়ে টেক্সাস থেকে অ্যাবিলিনে এসেছিল বি-বি আউটফিট, শিকাগোয় গরু চালান করে দিয়ে ভবঘুরের মত ঘুরতে শুরু করলাম।

'ডাকোটা ঘাস দেখার খায়েশ হলো বসের, কয়েকটা ঘোড়া নিয়ে ট্রেনে চড়ে বসল সে। পশ্চিমে ওটাই ছিল প্রথম ট্রেন। আমাদের সঙ্গে কয়েকজন হ্যান্ডও ছিল। ঘোড়াগুলোকে খাওয়ানোর জন্য আমাকে সঙ্গে নিল সে।'

'তখন নিশ্চই এতকিছু ছিল না এখানে? তবে এখনও যে অনেক কিছু আছে, তাও নয়।'

'কয়েকটা শ্যাক আর তাঁবুই ছিল বেশি,' জানাল জিম। 'এখন অবশ্য অবস্থা পাল্টেছে। ব্যাংক, হোটেল, রেস্তরাঁ---সবই আছে।'

ফার্গো-ইন-দ্য-টিম্বারে পরিচিত এক লোকের খোঁজ জানার ইচ্ছে রয়েছে জিমের, ছেলেবেলা থেকে চেনে তাকে। সেই দিনগুলিতে, মন্টানার সবচেয়ে বিপজ্জনক, অস্থির এবং বুনো অঞ্চল ছিল এটা, চৌহদ্দিতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল জ্যাক ও'নেইল ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা। মেজর এড সোয়ান আসার আগ পর্যন্ত, পুরো তিন বছর ও'নেইলের টিকিটিও ছুঁতে পারেনি কোন ল-ম্যান। মেজরের সৈন্যদের বিরুদ্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়ল আউটলরা, ধরা পড়ার আগে ত্রিশজন সৈন্যকে মেরে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল।

জিমের সঙ্গে পশ্চিমে এসেছিল এই বন্ধুটি, কাজ শেষে ডাকোটায় থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ফার্গো-ইন-দ্য-টিম্বারে থাকত দু'জন। ফার্গো-ইন-দ্য-প্রেয়ারি নামে আরও একটা শহর রয়েছে, সেটা সমাজের অভিজাতদের জন্য, কিন্তু জিমের কাছে ফার্গো-ইন-দ্য-টিম্বারের মত ততটা আকর্ষণীয় মনে হয় না।

জিমের এই বন্ধুটি দারুণ বিচক্ষণ, কীভাবে যেন আগে থেকে বিপদ আঁচ করে ফেলে: জ্যাক ও'নেইলের হাতে তিনজন সৈন্য খুন হওয়ার পরপরই বুঝতে পারে ফার্গো-ইন-দ্য-টিম্বার ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। ক্যাম্পাসে থাকতে সেভেন্থ ক্যাভালরি সম্পর্কে জানত সে, এও জানত যে সহযোদ্ধাদের এমন মৃত্যু কোনভাবে মেনে নেবে না সৈনিকরা।

ও'নেইল বা সৈন্যদের সঙ্গে শত্রুতা ছিল না ওদের, কিন্তু সেদিন দারুণ একটা পরামর্শ জিমকে দিয়েছিল ওর বন্ধু। 'ঝামেলা থেকে দূরে থেকো,' বলেছিল সে। 'মনে রেখো, এসব ক্ষেত্রে নিরীহ দর্শকরাই ভোগে সবসময়।'

সেই থেকে পরামর্শটা মেনে চলার চেষ্টা করে জিম।

এখন অবশ্য অনেক খুঁজেও নীল কোন ইউনিফর্ম চোখে পড়বে না, আর জায়গাটা যত ছোটই হোক, দেখে সমৃদ্ধ ও প্রতিশ্রুতিশীল মনে হচ্ছে।

'তোমার বন্ধুকে যদি পাই,' জানতে চাইল আইজি। 'ও কি আমাদের এক বেলা খাওয়াবে?'

'সম্ভবত; ও যদি ধারে-কাছে থাকে, ঠিকই খুঁজে বের করতে পারব। প্রথমে ওষুধের দোকানে খুঁজব। ওষুধ ছাড়া চলে না র‍্যান্ডের। হাজারটা শারীরিক অসুবিধা নিয়ে বেঁচে আছে, এমন লোক দ্বিতীয়টি দেখিনি আমি। ও যে এত অসুস্থ নিজেও জানত না, এক শীতে *হোম মেডিক্যাল অ্যাডভাইজার* বইটা পেয়ে কয়েকবার পড়ে ফেলল। সেই থেকে শুরু, দুনিয়ার সব অসুখ যেন ওর শরীরে বাসা বেঁধেছে। ওর ধারণা বইটা না পড়লে

হয়তো এমন গুরুতর অনেক অসুখ নিয়ে বেঁচে থাকতে হত ওকে।'

একটা ওষুধের দোকান খুঁজে বের করল দু'জন। রাস্তায় অপেক্ষায় থাকল আইজি, স্যাডলটা ওর জিম্মায় রেখে স্টোরের ভিতরে ঢুকল জিম।

'ক্লে র‍্যান্ড নামে এক লোককে খুঁজছি আমি,' দোকানির উদ্দেশে বলল ও।

'ওর মত আরও তিনজন খদ্দের পেলে আর কাউকে লাগবে না আমার,' জবাবে স্মিত হাসল বুড়ো দোকানি। 'আমার দেখা সবচেয়ে বলিষ্ঠ কিন্তু মরতে বসা লোক ও। স্ট্রেঞ্জার, আসতে দেরি হয়ে গেছে তোমার। পশ্চিমে চলে গেছে র‍্যান্ড। সম্ভবত মেডোরায় গেছে।'

'আমারই দুর্ভাগ্য।'

কাউন্টারের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল বুড়ো। 'বাড রাসেলের কাছ থেকে হয়তো কোন খবর পাবে। এখানে র‍্যান্ডের ব্যবসা ও-ই দেখে।'

জিম যতটা জানে ব্যবসায় বা পোকারে কখনোই সুবিধা করতে পারত না ক্লে র‍্যান্ড। 'শেষ যখন দেখেছি, তখন পাঞ্চার ছিল ও,' বলল জিম। 'একই র‍্যাঞ্চে কাজ করতাম আমরা।'

'সে তো অন্তত কয়েক বছর আগের কথা। মি. র‍্যান্ড এখন গরু-ঘোড়ার ব্যবসা করে। আমার ধারণা ভালই করছে ও।'

এক সেলুনের সামনে শন রাসেলকে খুঁজে পেল ওরা। পোর্চের চেয়ারে বসে আয়েশ করে সিগার ফুঁকছিল রাসেল। ক্লে র‍্যান্ডকে খুঁজছে, জিমের কথাটা শোনা মাত্র সতর্ক ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল সে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল ওকে, তারপর আইজিকে দেখল।

'ওর সঙ্গে তোমার কী কাজ?' কোটের নীচে কোমরে লাগানো বেল্টে পিস্তল রয়েছে রাসেলের। জিমের অনুমান বাড রাসেল

বেপরোয়া চরিত্র, আর গরু বা ঘোড়ার ব্যবসায় লোক সামলানোর জন্য রাসেলের মত মানুষের প্রয়োজন আছে বৈকি। র‍্যান্ডের ব্যবসার গুমর কিছুটা হলেও অনুমান করতে পারছে এখন।

'সত্যি বলতে কি,' ব্যাখ্যা করল জিম। 'রেলরোডের একটা কাজ নিতে চাই আমি। ক্রে আর আমি এখানেই ছিলাম, মাইলস সিটিতে একসঙ্গে গেছি। ও আমার পুরানো বন্ধু। একসঙ্গে ডাকোটায় এসেছিলাম আমরা।'

'কী যেন বলেছ তোমার নাম?'

'জিম...তবে প্রন্তো নামেও অনেকে ডাকে আমাকে।'

মুহূর্তে সতর্কতা ফুটে উঠল রাসেলের মুখে। সন্দিহান চাহনি সরে গেল, স্মিত হাসি ফুটল। 'তাই! হ্যাঁ, তোমার কথা শুনেছি ওর মুখে!'

লেভাইসের পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক মুঠো রূপোর ডলার বের করল সে। দশটা গুনে বাড়িয়ে ধরল জিমের উদ্দেশে। 'এটা নিয়ে কাজ সারো,' বলল সে। 'ক্রের কাছ থেকে নিয়ে নেব আমি।'

'ওকে পাব কোথায়?'

'হয়েছে কী, ও তো কোথাও স্থির থাকে না, সারা বছরই ঘুরে বেড়ায়। দয়া করে যেখানে-সেখানে ওর খোঁজ কোরো না। ওর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে মাইলস সিটির আশপাশে তালাশ কোরো। ওখানে কয়েকদিন অপেক্ষা করলে ক্রে নিজেই খুঁজে বের করবে তোমাকে।'

ফিরে আসার পথে সমীহের সঙ্গে জিমকে দেখল আইজি। 'উপকারী অনেক বন্ধু আছে তোমার।'

কিছু বলল না জিম, মনে চিন্তার ঝড় বইছে—কেন এত তাড়াতাড়ি ওকে দশ ডলার ধরিয়ে দিয়েছে বাড রাসেল? এও বলেছে ক্রে র‍্যান্ডের কাছ থেকে টাকাটা বুঝে নেবে। র‍্যান্ড কখনোই পয়সাঅলা লোক ছিল না, অযথা খরচও করত না, তবে

সেটা অল্প বেতনে কাজ করত বলেও হতে পারে। যার পর্যাপ্ত নেই সে অন্যকে দেবে কী! এখন হয়তো ভাগ্য ফিরে গেছে ওর, আনমনে ভাবল জিম।

বাড রাসেলের মত লোককে যদি স্থানীয় ম্যানেজার বা এজেন্ট হিসাবে জিমটাউনের মত শহরে রাখার ক্ষমতা হয়ে থাকে র‍্যান্ডের, সেক্ষেত্রে ভাগ্যটা ভালভাবেই ফিরে গেছে ওর।

কিন্তু এখান থেকে গরু বা ঘোড়ার চালান দিচ্ছে কেন? প্রশ্নটা সঙ্গে সঙ্গে এল জিমের মনে। মাইলস সিটি থেকে চালান দেওয়াই অনেক সহজ।

রেস্তরাঁয় ঢুকে খাওয়া সেরে নিল ওরা, বেরিয়ে আসতে পোর্চে এক লোকের দেখা পেয়ে গেল। 'হ্যালো, জিম,' বলল লোকটা।

শত মাইল পুবে দেখা পিট ফার্গো! শেরিফের সঙ্গে ভ্যান ফেনট্রেসের খোঁজে এসেছিল সে।

'আমি তো ভেবেছি ডাকোটার পুব অঞ্চলে ফার্গো নামের শহরে থেকে যাবে তুমি,' বলল জিম।

পকেট থেকে সিগার বের করে অফার করল ফার্গো। 'চলবে?'

হাত বাড়িয়ে নিল জিম। চমৎকার জিনিস।

আইজিকেও একটা দিল ফার্গো। তিনজনে সিগার ধরাল ওরা।

'ভালই আছ তোমরা,' মন্তব্যের সুরে বলল সে।

'ভাল থাকার অধিকার আছে আমাদের।'

'কিন্তু অন্যের বাড়ির কাঠ কেটে দিয়ে খাবারের সঙ্গে কি টাকাও পাওয়া যায়?'

'দেখো, মিস্টার, এখানে তোমার আইনের আওতা নেই। আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে তোমার লম্বা নাকটা না-গলানোই ভাল হবে।'

নিঃশব্দে হাসল পিট ফার্গো। 'নাকটা আমার আস্তই পেয়েছিলে ওখানে। আর তোমারটা আমি ভাঙিনি, আমার আগে

কাজ সেরে ফেলেছে অন্য কেউ।'

না-হেসে পারল না জিম। বেশ কয়েকবারই নাক ভেঙেছে ওর। 'নিকুচি করি! আমাদের অনুসরণ করছ তুমি?'

'উঁহুঁ, পশ্চিমে যাচ্ছি। ভ্যান ফেনট্রেসের সঙ্গে আর দেখা হয়েছে?'

ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। ক্লে র‍্যান্ডকে নিয়ে এতটা ব্যস্ততায় কেটেছে যে ভ্যান ফেনট্রেসের কথা একেবারে ভুলে গেছে জিম।

জবাব না-পেয়ে সিগারের উপর দৃষ্টি নামাল পিট ফার্গো, মৃদু স্বরে বলল: 'জিম, একটু বেয়াড়া ধরনের হলেও তোমাকে সৎ লোক বলে মনে হচ্ছে। তাই আমি চাই না কোন বিপদে জড়িয়ে পড়ো তুমি।'

'বিপদে আগেও পড়েছি আমি।' সত্যি কথাই। নিজের ওজন সম্পর্কে জানা আছে জিমের।

'বেশ,' হাত বাড়িয়ে দিল ফার্গো। 'বয়েজ, আমার নাম পিট ফার্গো। পিট নামে ডেকো। কোন ব্যাপারে যদি আমার পরামর্শ বা সাহায্য দরকার হয়, কিংবা কিছু জানানোর থাকে, দ্বিধা কোরো না।'

ফার্গোকে ওখানে রেখে শহরের পশ্চিম প্রান্তের দিকে এগোল ওরা। কয়েক ব্লক দূরে স্টেশন, ট্রেন ছাড়বে এখান থেকে। 'ব্যাটা আসলে পিঙ্ক,' মন্তব্য করল আইজি। 'পিঙ্কারটনের লোক।'

সেক্ষেত্রে খাপে খাপে মিলে যায় সবকিছু...ভাবছে জিম, কিন্তু কার পিছু নিয়েছে ফার্গো? ভ্যান ফেনট্রেসের?

গুজব আছে খুনের দায়ে ফেরারী ভ্যান ফেনট্রেস, কিন্তু পিঙ্কারটনের গোয়েন্দারা সাধারণত ট্রেন ডাকাত বা ও-ধরনের লোকের পিছু নেয়। এমনই শুনেছে জিম।

'এমনও হতে পারে ফেনট্রেস হয়তো কোন পিঙ্কারটন গোয়েন্দাকে খুন করেছে,' চিন্তিত সুরে বাতলে দিল আইজি কাস্টার।

তিন

মাইলস সিটি স্টেশনে পৌছানোর আগেই ট্রেন ছেড়ে নেমে পড়ল জিম আর আইজি, হেঁটে প্যাসিফিক অ্যাভিনিউয়ের দিকে এগোল।

'শহর হলে এমন জমজমাট হওয়া উচিত,' বলল জিম। 'পুরোপুরি কাউ-টাউন এটা।' কিন্তু কয়েক কদম এগোনোর পর কথাটা শুধরে নিতে বাধ্য হলো। 'কথাটা ফিরিয়ে নিচ্ছি, বলা উচিত এটা স্টক-টাউন, কারণ আশপাশে বহু লোকই দেখছি ভেড়া পালতে পছন্দ করে।'

মূল রাস্তায় চলে এল ওরা। সামনে জিপি কলিন্সের সেলুন। সেলুনের সামনে ঘুরঘুর করছে হ্যাট-এক্স র‍্যাঞ্চের দু'জন পাঞ্চার, জিমকে ঘাড়ে গিয়ার নিয়ে হাঁটতে দেখে একজন মন্তব্য করল: 'আরে, দেখো দেখো! এই প্রথম দেখলাম জায়গামত স্যাডলটা বসাতে পেরেছে প্রন্তো।'

'যাতে বলদদের খেদিয়ে না বসি,' সহাস্যে জবাব দিল জিম। 'ওরা তো আমাকে খেদায় না।'

বোর্ডওঅকের উপর স্যাডলটা নামিয়ে রেখে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল ও, পিট ফার্গোর দেওয়া সিগারের অর্ধেক বের করে ধরাল। প্রতিটি চোখ ওর উপর স্থির, দামী সিগার আর জিমের সচ্ছলতার প্রদর্শনী দেখছে।

'ও আর আমি,' মাথা ঝাঁকিয়ে নিগ্রো সহযাত্রীর দিকে ইশারা

করল জিম। 'ব্যবসা খুঁজছি। আমাদের সময় আর এই স্যাডলটাকে পুঁজি খাটাব।'

'ডায়মন্ড-আরে গিয়ে দেখতে পারো,' বলল পাণ্ডারদের একজন, সবক'টা দাঁত কেলিয়ে হাসছে। 'সবসময়ই তো তোমার নাম লেজার খাতায় তোলার জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকত ওরা।'

'খবরটা ছড়িয়ে দিয়ো,' নির্বিকার মুখে বলল জিম। 'ডায়মন্ড-আরের বলদ পেটানো পাষণ্ডরা নিরাপদই থাকবে। আমি এখন অন্য মানুষ, নিজেকে বদলে নিয়েছি।'

'ওরা নিশ্চই তোমার কথা শুনে স্বস্তি পাবে,' শুকনো মুখে মন্তব্য করল অন্যজন। 'কাল রাতেও এখানে ছিল জো গ্যানন। বলছিল তুমি শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার পর একেবারে পানসে হয়ে গেছে ওর দিনগুলো! আচ্ছামত পিটুনি খাওয়ার মত লোক আর একজনও নেই ধারে-কাছে।'

'মাত্র একবারই আমাকে পিটিয়েছে ও।'

'হ্যাঁ, একবারই ওর সঙ্গে লাগতে গেছ তুমি...বাজিয়ে দেখতে চেয়েছ। লেগে থাকো, আজ রাতেই আরেকটা সুযোগ পেয়ে যাবে।'

'এখনও জুবাল ফ্রিকের ওখানে পাওয়া যাবে ওকে?'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল দুই পাণ্ডার। 'তোমার নিশ্চই মাথা গুলিয়ে গেছে! ফ্রিক তো কবেই শহর ছেড়ে ভেগেছে!'

এটা একটা খবর বটে, আনমনে ভাবল জিম, তবে অপ্রত্যাশিত নয়। জুবাল ফ্রিকের সেলুন মানেই বেপরোয়া লোকজনের আড্ডা। আশপাশে যদি কিছু ঘটে, ফ্রিকের সেলুনে গিয়ে আগে থেকে জানা সম্ভব ছিল...সেক্ষেত্রে ওদের চেনা হতে হবে লোকটাকে, নইলে মুখই খুলবে না কেউ।

ডায়মন্ড-আর বাথানের র‍্যামরড প্রাইস পিটার্স শহরে এলে দলবল নিয়ে ওখানেই সময় কাটায়, মনে পড়ল জিমের, ক্লে র‍্যান্ডের কিছু বন্ধু রয়েছে তাদের মধ্যে। ক্লে সম্পর্কে জানতে

চেয়েও শেষ মুহূর্তে নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল জিম। ক্লে ওর বন্ধু বটে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে ততটা অন্তরঙ্গ নয়, বড়জোর স্যাডল পার্টনার বলা যাবে ওদের।

জিপি কলিন্সের সেলুনে ঢুকল ওরা। স্টোভের কাছে চলে গেল জিম। সবসময়ই বিশাল একটা পাত্রে মুলিগ্যানের স্টু তৈরি করে জিপি, ইচ্ছেমত যত খুশি পান করা যায়। পেটে রাক্ষুসে খিদে, এদিকে পকেট প্রায় গড়ের মাঠ; মুফতে পেট ভরার লোভনীয় সুযোগ হাতছাড়া করতে জিম বা আইজি, কেউই রাজি নয়।

'সত্যি কি গ্যাননের হাতে মার খেয়েছ?' জানতে চাইল আইজি।

'হ্যাঁ, এবং আচ্ছামতই পিটিয়েছে আমাকে। বিশালদেহী হলে কী হবে, দারুণ ক্ষিপ্র ও। অপ্রিয় হলেও সত্যি যে, আবার লড়লেও ঠিক পিটুনি খাব আমি।'

'তা হলে ওর সাথে লড়তে চাও কেন?'

বিহ্বল দৃষ্টিতে আইজির দিকে তাকিয়ে থাকল জিম। কী উত্তর দেবে? 'কী জানো, কেউ যখন আমাকে একবার পেটায়, কাজটা তাকে আরেকবার করতে হবে...হয়তো কয়েকবারই, যতক্ষণ না আমি দেশ ছেড়ে ভাগি কিংবা ওকে হারাতে পারি। আমার জীবনে কয়েকবারই এই ঘটনা ঘটেছে।'

'একটা কাজ জুটে গেছে আমাদের,' শান্ত স্বরে বলল আইজি। 'মুষ্টিযুদ্ধ অনুশীলন করব, তাতে উপকার হবে তোমার।'

কিছুক্ষণ নীরবে খেল ওরা, শেষে খেই ধরল আইজি: 'টাকার জন্য রিং-এ মোট সাতচল্লিশটা লড়াই করেছি আমি। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আগে প্যাডি রায়ানের বিরুদ্ধে লড়েছি, ইংল্যান্ডে চার্লি মিচেলের সঙ্গে লড়েছি। জো গস, ডমিনিক ম্যাকক্যাফ্রে, জো কোবার্ন...সবার বিরুদ্ধে অন্তত একবার লড়েছি।'

পেশাদার মুষ্টিযুদ্ধ বা কুস্তি সম্পর্কে কমই জানে জিম। যতটুকু জানে তা *পুলিশ গেজেট* পত্রিকায় পড়েছিল। ওর স্বল্প-জ্ঞানের

ভাণ্ডারে আইজির বলা সবক'টা নামই পরিচিত। জাত লড়িয়ে এরা, সেরাদের মধ্যেও সেরা।

'লড়াই সম্পর্কে যা জানি, সবই লড়তে লড়তে শিখেছি. কেউ কিছু শেখায়নি আমাকে,' বলল জিম। 'আমাকে শিখাতে পারবে তুমি।'

'কয়েকটা দস্তানার ব্যবস্থা করে ফেলব।'

মাইলস সিটিতে ক্লে র‍্যান্ডের পাত্তাও মিলল না। পুরো শহর খুঁজেও কোন সূত্র পেল না জিম। বেশিরভাগ সময় অন্যদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল ও, কিন্তু তাতে কোন লাভ হলো না। গরম খবর একটাই: হঠাৎ হঠাৎ শহরে এসে উপস্থিত হয় সন্দিহান চরিত্রের কিছু লোক, কেউই তাদের চেনে না; কয়েক ঘণ্টা বা একটা রাত কাটিয়ে উধাও হয়ে যায়।

মাইলস সিটি আসলে জৌলুসহীন শহর। ধূলিময় মূল রাস্তার দু'ধারে ফলস-ফ্রন্টের দালানের সারি। বেশিরভাগ বাড়ির সাইনবোর্ডের কোনা বোর্ডওঅকের পোস্ট পর্যন্ত প্রসারিত। রাস্তার ধারে-কাছে পানির বহু ব্যারেল অযত্নে পড়ে আছে, আগুন লেগে গেলে যাতে ব্যবহার করা যায়। ডায়অ্যাড-আরের দশাসই পাষণ্ডদের একজন সাধারণত রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে, কাছাকাছি অন্য র‍্যাঞ্চ থেকে আসা বাকবোর্ড বা রিগও দেখা যায়।

পশ্চিমে আসা নতুন কোন মানুষের চোখে শহরটাকে হয়তো খুবই ছোট মনে হবে, কিন্তু আদৌ তা নয়। জিমের ধারণায় যে-কোন সময়ের প্রেক্ষাপটে মাইলস সিটি বড় শহর—এখানকার অধিবাসীদের বাহ্যিক চেহারা আর চারপাশে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বিবেচনায়।

আইন আছে বটে, তবে বাস্তবে এর প্রয়োগ বা কার্যকারিতা নেহাতই সামান্য। কেউ যখন ঝামেলায় পড়ে, আইনের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না; নিজেরটা সমস্যা নিজেই সামলানোর চেষ্টা করে। বেয়াড়া কোন পাণ্ডার যদি শহরে ঝামেলা

করে, সাধারণত একরাতের জন্য তাকে গরাদে ঢুকিয়ে রাখে মার্শাল; আর কারও সঙ্গে যদি পিস্তল থাকে, সেটা নিয়ে লোকটাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়, নির্দেশ দেয় সকালে এসে অস্ত্র বুঝে নেওয়ার জন্য।

সময় বদলে যাচ্ছে। ব্যাপারটা নতুন করে উপলব্ধি করল জিম, কারণ চেনা মুখ প্রায় দেখতেই পাচ্ছে না। ইদানীং বড় আউটফিটের গরু খোয়া যাচ্ছে, সংখ্যাটা উদ্বেগজনক, যা একটুও পছন্দ হচ্ছে না কারও। সময় হলে ঠিকই আইন হাতে তুলে নেবে তারা, যখন মনে করবে এর নখদন্তহীন মার্শালের বদলে তাদেরই বিহিত করা উচিত। জিমের অবচেতন মনের ধারণা সেই সময় বেশি দূরে নেই।

'নিজস্ব একটা জমি দরকার তোমার, প্রস্তো,' রাস্তা ধরে এগোনোর সময় জিমের উদ্দেশে বলল আইজি। 'অন্যের হয়ে কাজ করে নিজের উন্নতি করা যায় না, থিতুও হওয়া যায় না।'

'পর্যাপ্ত টাকা যোগাতে পারিনি কখনও,' জবাবে বলল জিম। 'জীবনে একসঙ্গে সর্বোচ্চ চল্লিশ ডলার কামিয়েছি, যা দিয়ে বড়জোর একটা স্যাডল কেনা সম্ভব।'

'কিন্তু যা শুনেছি, শিকাগোতে নিশ্চই এরচেয়ে বেশিই খরচ করেছ!'

'সেটা সত্যি। কিন্তু ওই টাকা ছিল জুয়ায় জেতা। জুয়ার টাকা ধরে রাখতে পারে না কেউ। হঠাৎ খেয়ালের বশে খেলতে গিয়ে ভাগ্য খুলে গেল, ত্রিশ ডলার দিয়ে শুরু করেছিলাম, একসময় দেখি তিনশোর বেশি জিতে গেছি। স্টকইয়ার্ডে বসে খেলছিলাম আমরা। হঠাৎ শোরগোল উঠল "পুলিশ" আসছে। খেলোয়াড়দের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, যে যা পেল খাবলা মেরে তুলে নিয়ে ছুট দিল। ওই টাকার বেশিরভাগই আমার ছিল। পরে দেখি মাত্র ষাট ডলার আছে পকেটে, পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর খেয়ালের মাশুল হিসাবে জরিমানাও জুটল কপালে।'

'দুর্ভাগ্য।' আগেও কয়েকবার খেলেছি, কিন্তু কখনোই সুবিধা করতে পারিনি। তবে এ-নিয়ে কোন ক্ষোভও নেই আমার। যা করি, মন থেকে করার চেষ্টা করি। প্রতি শনিবারে যখন লড়াই করতাম, বরাবর উপভোগ্য লাগত।'

'নিজস্ব একটা জায়গা দরকার তোমার। যে ক্রীকগুলোর কথা বলেছ, কোন একটার ধারে এক টুকরো জমি হলেই চলবে।'

'সমস্যার কথা হচ্ছে বড় আউটফিটগুলোর দখলে রয়েছে সব ক্রীক। পানির ধারে-কাছে কোন নেস্টরকে বসতি করতে দিচ্ছে না ওরা।'

'সাধ্যমত টাকা জমাতে হবে তোমার,' হাল ছাড়ল না আইজি। 'এখন থেকে শুরু করো। তবে সবার আগে দরকার বিনিয়োগ।'

'বিনিয়োগ?'

'পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড়, চকচকে একজোড়া বুট, হ্যাট। একটা সুট হলে আরও ভাল হয়। তোমাকে দেখে যাতে মনে হয় টাকাঅলা লোক, টাকা তখন এমনিতে চলে আসবে।'

'আমার পরিচিত এক লোক তোমার মতই ভাবত। নিজেকে সাজালও সেভাবে। কিন্তু সমস্যার কথা কী জানো, লোকজন ঝুলিয়ে দিল ওকে।'

'ঝুলিয়ে দিল?'

'হ্যাঁ। প্রচুর গরু খোয়া যাচ্ছিল, সবাই সন্দেহ করল এত কিছু কেনার টাকা কোত্থেকে পেল কাউবয় ছেলেটা। স্রেফ সন্দেহের বশে ওকে ধরে নিয়ে গেল ওরা, একটা সেতু থেকে ঝুলিয়ে দিল।'

'ছেলেটা তর্ক করেনি?'

'করলেই বা কী! স্রেফ পানির দিকে তাকিয়ে থাকল, শুধু অনুরোধ করল গেরোটা যাতে শক্ত করে বাঁধে, কারণ সাঁতার জানত না সে।'

মন্টানার সবচেয়ে বড় আউটফিটগুলোর একটার মালিক, নেড স্টিলকে শহরে দেখতে পেল জিম। রাস্তায় ওকে থামিয়ে কাজের প্রস্তাব দিল র‍্যাঞ্চার, কিন্তু রাজি হলো না ও। ইচ্ছে এবারের শীতটা বেন ড্রুরির সঙ্গে একটা লাইন কেবিনে কাটিয়ে দেবে।

পশ্চিমের শুরুর দিনগুলিতে সঙ্গী হিসাবে ড্রুরির মত লোক আর হয় না। কাউম্যান, ট্র্যাপার, শিকারী, স্টিম-বোটের কাঠুরে...নানান কাজ করেছে; কিন্তু দারুণ লড়াকু হিসাবে সুনাম অর্জন করেছে। রাফ-অ্যান্ড-টাফ লোক। অল্পতে মেজাজ হারিয়ে ফেলে, সামান্য কারণে তুমুল মারপিট শুরু করে। কয়েকবারই তার সঙ্গে লড়েছে জিম।

হাজারটা গল্প চালু আছে ড্রুরিকে নিয়ে। গদাকৃতির মান্ধাতার আমলের একটা রাইফেল নিয়ে একবার ক্যাম্প ভরা ইন্ডিয়ানের মুখোমুখি হয়েছিল সে, ভয়ের চোটে অন্যরা চটজলদি ড্রুরিকে একা ফেলে চলে গেল; কিন্তু একটুও গ্রাহ্য করল না সে। সবাই ভেবেছিল এবার আর রক্ষে হবে না ড্রুরির, অথচ দিব্যি এত ইন্ডিয়ানের বিরুদ্ধে লড়ে টিকে রইল ড্রুরি।

আরেকবার ইন্ডিয়ানদের একটা বুলেট লেগেছিল ড্রুরির মুখে। ভাঙা চোয়াল নিয়ে ডাক্তারের বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করল সে, তীব্র যন্ত্রণা উপেক্ষা করে ত্রিশ মাইল দূরে ডাক্তারের বাড়িতে ঠিকই পৌঁছল। তবে ততক্ষণে অবস্থা সঙ্গীন হয়ে গিয়েছিল ওর। অসহ্য ব্যথায় চোয়ালের হাড়ের বড়সড় এক টুকরো কামড়ে আলাদা করে ফেলেছিল, ডাক্তারের বাড়িতে পৌঁছে ওটা মুখ থেকে ফেলে দিল ড্রুরি। হাড়ে দুটো দাঁত তখনও আটকে ছিল।

তীব্র ব্যথায় চোয়ালের হাড় কামড়ে আলাদা করে ফেললে যন্ত্রণা কমে কি-না, এমন কিছু কখনও শোনেনি জিম।

*

জিপি কলিন্সের সেলুনে এসে স্টোভ থেকে আবার স্টু নিল জিম,

আর আইজি। বেশ আগেভাগে চলে এসেছে ওরা, এখনও জমজমাট হয়ে ওঠেনি সেলুন। ওদেরকে সময় দেওয়ার সুযোগ পেল কলিন্স। 'লাগাম আলগা হয়ে গেছে আবার, প্রন্তো?' মুখ তুলে জানতে চাইল সেলুন-মালিক।

'লাগাম পরা অবস্থায় কখনও আমাকে দেখেছ?'

'তা দেখিনি।' বারের উপর দু'হাত ছড়িয়ে দিল কলিন্স। 'প্রন্তো, নগদ কিছু লাগবে নাকি তোমার? চাইলে আমি দিতে পারি।'

'লিভারিতে রাতটা কাটিয়ে দেব,' বলল জিম। 'আর খাওয়ার ব্যাপারে চিন্তা নেই। ভাবছি এখানেই খেয়ে যাব, যতক্ষণ না খেপে গিয়ে আমাদের তাড়িয়ে দাও তুমি। একটা কাজ খুঁজে পেলে অবশ্য এমনিতে চলে যাব।'

মিনিট খানেক ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল কলিন্স, তারপর ধীরে ধীরে বলল: 'প্রন্তো, আমি তোমাকে এমন একটা কাজ দেব যেটার জন্য হয়তো ধন্যবাদ দেবে না আমাকে। হ্যাঙ্গিং ওম্যানের লাইন ক্যাম্পে দু'জন লোক নেবে বিলি জোয়েল।'

'ভালই তো! আমি তো কোন অসুবিধা দেখছি না এতে।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কলিন্স, জবাব দিল না। প্রায় মিনিট খানেক পর বলল, 'তোমরা দেখছি বারের কাছে স্থায়ী জায়গা নিয়ে নিয়েছ।'

সেলুনে আর কেউ নেই, তবে জিমের অনুমান প্রয়োজনের চেয়ে জোরে কথা বলার ইচ্ছে নেই কলিন্সের। দুটো কাপে কফি ভরে ওদের দিকে ঠেলে দিল সেলুন-মালিক।

বারের উপর বাহু ছড়িয়ে রাখল কলিন্স। 'প্রন্তো, শিগ্‌গিরই ঝামেলা শুরু হবে এখানে। এখনও যদি আঁচ করে না-থাকো, তা হলে তোমাকে বোকা বলতে হবে। ঝামেলা থেকে হ্যাঙ্গিং ওম্যানও রেহাই পাবে না, এজন্যই কাজটা যে-কারও জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।'

'জীবনের বেশিরভাগ সময় ঝামেলার মধ্যে কাটিয়েছি,' স্মিত হেসে বলল আইজি। 'পার্থক্য হচ্ছে, এবার আর একা থাকব না আমি।'

'জিপি, জোয়েলকে বোলো জীবন্ত দু'জন লোক পেয়ে গেছে ও। আমরা রাজি।'

কফি শেষ করে দরজার দিকে এগোল ওরা।

তখনই কবাট দুটো পুরোপুরি খুলে গেল, খোলা দরজায় এসে দাঁড়াল বিশালদেহী এক লোক, কাঁধ এত চওড়া যে প্রায় পুরো দরজাই ঢাকা পড়ে গেল। জো গ্যানন। ডায়মন্ড-আর ফ্রেইট আউটফিটের সদস্য সে, বেয়াড়া বলদ সামলানোর কাজে দক্ষ। মারপিটে আরও বেশি চৌকস।

'হাউডি!' সবিস্ময়ে চেঁচাল গ্যানন। 'আরে, কে এটা? মার খেতে পছন্দ করে সেই পিচ্চি বেনবো না-হয়েই যায় না!'

মোটেই পিচ্চি নয় জিম, অন্তত এখন। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য আর একশো সত্তর পাউন্ড ওজন ওর; তবে গ্যাননের দু'শো চল্লিশ পাউন্ড এবং ছয় ফুট চার ইঞ্চির তুলনায় ওকে ছোট মনে হতেই পারে।

পিলপিল করে লোক ঢুকছে সেলুনে, সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে ভরে গেল। প্রায় সবাই মদদ যোগাচ্ছে গ্যাননকে, চাইছে একটা লড়াই বাধুক।

শিকাগো ছেড়ে আসার পর আনন্দের উপলক্ষ পায়নি জিম, কাল হ্যাঙ্গিং ওম্যানের উদ্দেশে যাত্রা করবে, হয়তো পুরো শীত ওখানে কাটিয়ে দিতে হবে। চনমন করছে শরীর। সুযোগটা ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।

'জো,' মৃদু স্বরে জানতে চাইল জিম। 'কতটা লম্বা তুমি?'

'মোজা পরা অবস্থায় ছয় ফুট চার ইঞ্চি।'

'মনে হয় না মোজা পরায় আমার নাগালের বাইরে চলে গেছে তোমার মাথাটা,' বলেই ঘুসি হাঁকাল জিম।

চার

চোখ মেলতে তীব্র রোধে ধাঁধিয়ে গেল জিমের দৃষ্টি। তবে রোদ নয়, স্প্রিং ওয়্যাগনের লাগাতার ঝাঁকুনি জাগিয়ে তুলেছে ওকে।

নিজের অবস্থান উপলব্ধি করতে মিনিট কয়েক লেগে গেল ওর। যখন বুঝল কোথায় আছে, নিজের উপর বিতৃষ্ণা বোধ করল। ওয়্যাগনের মেঝেয় চিৎ হয়ে পড়ে আছে, চারপাশে বাক্স আর থলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। মাথায় সারাক্ষণ দপদপে ব্যথা হচ্ছে, যেন একটা মিউলের লাথি খেয়েছে।

বন্ধুর ঢালু পথ ধরে নেমে যাওয়া ওয়্যাগনের পাটাতনে শোওয়ার কী যে যন্ত্রণা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে জিম, প্রতিটি ঝাঁকির সঙ্গে সারা দেহে রাজ্যের ব্যথা অনুভব করছে। উঠে বসার প্রয়াস পেয়েছিল, তখনই টের পেল না-উঠলেই ভাল হত। তীব্র ব্যথার স্রোত ছড়িয়ে পড়ল শরীরের এক পাশে, অজান্তে যন্ত্রণার্ত জায়গাটা খামচে ধরতে গিয়ে ভারসাম্য হারাল, পাটাতনের উপর চিৎ হয়ে পড়ে গেল ও।

চালকের আসনে বসে আছে আইজি, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল জিমের দিকে। 'মন্দের ভাল হচ্ছে, তোমাকে খুন করে ফেলেনি ও।'

'কে? কে খুন করেনি আমাকে?'

'ডায়মন্ড-আরের জো গ্যানন। তোমাকে পিটিয়ে ভর্তা বানিয়ে ফেলেছে ও। ভাগ্যিস, একেবারে মেরে ফেলেনি।'

'শুধু কি মারই খেয়েছি আমি, পাল্টা ওকে মারতে পারিনি?'

'ঘুসি মেরেছ ভাল কথা, কিন্তু ওকে উঠে দাঁড়াতে দিয়ে মহা ভুল করেছ, জিম। ঘুসি খাওয়ার আগ পর্যন্ত ব্যাপারটা হালকাভাবেই নিয়েছিল গ্যানন, কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে তোমাকে স্রেফ ছিঁড়ে ফেলেছে ও।'

কটনউডের ছায়া দেখে ওয়্যাগন থামাল আইজি। 'এখুনি জাগাতাম তোমাকে। এলাকাটা চিনি না, তোমার নির্দেশনা না-পেলে দিশে হারিয়ে ফেলব আমি। মি. জোয়েল বলে না-দিলে এটুকুও আসতে পারতাম না। এই পথটা দেখিয়ে বলল চাকার দাগ দেখে ঘোড়া ছোটাতে, তুমি জেগে উঠলে পথের দিশে নিয়ে সমস্যা হবে না।'

পাটাতনে একটা ক্যান্টিন রয়েছে। শুয়ে থেকে মুখে পানি ঢালল জিম, ভেজা হাত দিয়ে মাথা আর ঘাড়ের পিছনটা মুছল। এখনও সকাল, তাই পানি ঠাণ্ডা রয়ে গেছে; চামড়ার উপর স্বস্তির পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে।

'একটা কথা বলার আছে তোমাকে,' মন্তব্য করল আইজি। 'লড়িয়ে হিসাবে মন্দ নও তুমি, সব কৌশলই কিছু কিছু জানো। যথেষ্ট ভুগিয়েছ জো গ্যাননকে, দু'একবারের কথা না-বললেই নয়।'

কোথায় আছে, অবস্থান দেখার জন্য চারপাশে তাকাল জিম, শেষে বলল: 'তুমি নিশ্চই দিনের আলো ফোটার আগেই রওনা দিয়েছ?'

'হ্যাঁ। মারপিটের পর তোমাকে লিভারিতে নিয়ে গিয়েছিলাম। মড়ার মত ঘুমাচ্ছিলে তুমি। ভোর হওয়ার আগেই ওখানে হাজির হলো মি. জোয়েল। তোমাকে শহরের কিনারে নিয়ে যেতে বলল...ওয়্যাগনের ব্যবস্থা ও-ই করেছে। তুমি কোথায় যাও, ও চায়নি সেটা জেনে যাক কেউ।'

বিলি জোয়েলের ধাতের সঙ্গে মিলছে না। জিম তাকে যতটা চিনত, তা থেকে এটুকু নিশ্চিত জানে যে এতটা পরোপকারী নয়

জোয়েল। তবে ও চলে যাওয়ার পর, এতদিনে অনেক কিছুই বদলে গেছে।

'আইজি, একটু কফি তৈরি করো,' অনুরোধ করল জিম। 'পুরো ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখতে হবে আমার।'

ওয়্যাগনের পাশে মাটি খুঁড়তে শুরু করল আইজি, থলে থেকে কফি বের করে আগুন ধরাবে, এ-সময় হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ডাকল জিমকে: 'প্রন্তো, এদিকে এসো তো।'

কষ্টেসৃষ্টে কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো জিম, দেখল আইজির হাতে দুটো আনকোরা উইনচেস্টার সেভেন-থ্রি শোভা পাচ্ছে। ওয়্যাগনের পাটাতনের উপর কয়েকটা অ্যামনিশনের বাক্স—তাতে অন্তত পাঁচশো রাউন্ড গুলি, দুটো পয়েন্ট ফোর-ফোর কোল্ট, দুটোই নতুন। রাইফেলের সঙ্গে ছোট্ট একটা চিরকুট, গ্রীজ দিয়ে আটকে রাখা। চিরকুটে লেখা:

অনেক গরু খোয়া যাচ্ছে আমার।

নীচে সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর, আর কিছু নেই। এত অস্ত্রশস্ত্র এমন একজন মানুষ দিয়েছে, যার সঙ্গে ব্যাপারটা মোটেই খাপ খায় না: বিলি জোয়েলকে নিতান্ত অচেনা লোক মনে হচ্ছে জিমের কাছে। কিন্তু এসবের তাৎপর্য ঠিকই ধরা পড়ল ওর মস্তিষ্কে—জোয়েল জেনে-শুনেই পাঠাচ্ছে ওদের, প্রস্তুতি সহ; এমন এক কাজে যেখানে এই অস্ত্রগুলোর মোক্ষম ব্যবহার হতে পারে।

'কাজটা বাদ দিতে চাও?' জানতে চাইল জিম।

দাঁত বের করে হাসল আইজি। 'কাজ ছেড়ে যাব কোথায়? কিছুদিনের মধ্যে তুষারপাত শুরু হবে, শীত অঞ্চলে লাইন ক্যাম্পে কাজ করতে একটুও ভাল লাগে না আমার।'

কফি শেষ করে সিগারেট ধরাল আইজি। সিগারটা এখনও শেষ করেনি জিম, বাঁট সহ ইঞ্চি দেড়েকের মত অবশিষ্ট রয়েছে; পকেট হাতড়ে ওটা বের করল। কিন্তু বের করে দেখল একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে, গুঁড়ো হয়ে যাওয়ার দশা। তবে ফেলে দেওয়ারও কোন মানে নেই। তাই মুখে পুরে চিবাতে শুরু করল, যদিও তামাক চিবানোর অভ্যাস নেই ওর।

জিপি কলিন্স আর বিলি জোয়েলের কথায় যথেষ্ট মিল রয়েছে। দু'জনেই বিশ্বাস করে সমস্ত ঝামেলার কেন্দ্রবিন্দু হ্যাঙ্গিং ওম্যান এলাকা, পুরোপুরি না-হলেও অনেকাংশে।

বিলি জোয়েলের গরু সম্পর্কে সবাই জানে। বেশিরভাগই উন্নত জাতের গরু—অরিগন থেকে ট্রেনে করে আনা শর্টহর্ন ছাড়াও কিছু লঙহর্ন রয়েছে তার; পুব থেকে আনা ষাঁড়ের সঙ্গে শঙ্কর করা হয়েছে। জোয়েল চতুর মানুষ, রেঞ্জের সুবিধা পুরোদস্তুর কাজে লাগিয়েছে। অন্যদের মত জমির তুলনায় অতিরিক্ত গরু পালে না, তাই ওর গরু যেমন হৃষ্টপুষ্ট তেমনি মাংসের গুণগত মানও ভাল। যেখানেই বেচুক, বাজারের সেরা দাম পায়।

এত উন্নত জাতের গরু চুরি করে লুকিয়ে রাখা কঠিন বৈকি, এবং তারচেয়ে বেশি কঠিন বিক্রি করা। সত্যি যদি জোয়েলের গরু চুরি গিয়ে থাকে, কেউ নিশ্চই কঠিন এক খেলা জুড়ে দিয়েছে।

ফের ট্রেইলে উঠল ওরা। ট্রেইল না-বলে দুটো চাকার ক্ষীণ দাগ বলা উচিত। অলস সময়টা অস্ত্রশস্ত্রের পরিচর্যায় কাটাতে মনস্থ করল জিম। রাইফেল আর পিস্তল গ্রিজ দিয়ে পরিষ্কার করল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে রাস্তার পাশে ক্যাম্প করল ওরা। জায়গাটা টাং নদীর এক শাখার ধারে, গাছের যথেষ্ট আড়াল আছে এখানে।

'আগুন জ্বালানো যাবে না,' আইজিকে ডালপালা যোগাড় করতে দেখে নিষেধ করল জিম। 'ঠাণ্ডায় ক্যাম্প করব আমরা।'

রুটি, এক ক্যান সীম আর পীচ ভাগাভাগি করে খেল ওরা।

দারুণ সুস্বাদু লাগল।

গাছের ধারে কিছু ঘাস জন্মেছে, ঘোড়াগুলোকে ওখানে পিকেট করল ওরা। বিছানাপত্র নিয়ে পিছিয়ে এল দু'জন; গাছের আড়ালে শোওয়ার আয়োজন করল।

কেউ যদি অনুসরণ করে বা ওদের খোঁজে এসে থাকে, ওয়্যাগনের চাকার দাগ ধরে অনায়াসে চলে আসতে পারবে; তবে তারা নিশ্চই কাছাকাছি নেই; নইলে ঠিকই দেখতে পেত জিম। সেক্ষেত্রে, ওদের সঠিক অবস্থান যদি জানা না-থাকে, তা হলে চলার পথে ওদের অতিক্রম করেও যেতে পারে।

নতুন রাইফেলের সাইট পরীক্ষা করার সুযোগ পায়নি জিম, তবে এ-নিয়ে গ্রাহ্য করল না, পাশে রেখে দিল ওটা। সিক্সশূটারটার অবস্থাও তেমন, ওর জানা নেই আদৌ লক্ষ্যভেদ করতে পারবে কি-না। পিস্তল হাতের কাছে রাখা উচিত। বেশিরভাগ মানুষ হোলস্টারে রাখে, কেউ কেউ ঘুমানোর সময় বেডরোলের তলায় নিয়ে ঘুমায়। দুটোর কোনটারই অভিজ্ঞতা নেই জিমের, কারণ নিজস্ব পিস্তল কখনোই ছিল না ওর।

পুরানো পিস্তল যথেষ্ট সস্তা হলেও, দামটা ওর জন্য সবসময়ই দামী ছিল। একটা উইনচেস্টারের মালিক ও। সাধারণত শিকারের জন্য ব্যবহার করলেও বিপদের সময়ও কাজে লেগেছে ওটা। ভবিষ্যতেও কাজে লাগতে পারে। সমান-সমান পরিস্থিতি ছাড়া লড়াইয়ের ক্ষেত্রে পিস্তলের চেয়ে রাইফেলই বেশি কার্যকরী। কে বলতে পারে কখন একদল সিয়োক্সের মুখোমুখি হবে না? যদিও এ-ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কম; ইন্ডিয়ানরা আগের মত অস্থির বা রক্তপিপাসু নয় এখন।

বিছানায় গা ছেড়ে দিয়ে বিলি জোয়েলের উদ্দেশ্য অনুমান করার প্রয়াস পেল জিম। ওর মনে হচ্ছে জোয়েল ধরে নিয়েছে সবার অগোচরে হ্যাঙ্গিং ওম্যান লাইন ক্যাম্পে পৌঁছতে সক্ষম হবে ওরা; এবং এও ধরে নিয়েছে যে পরিস্থিতি প্রতিকূল হলে লড়াই

করতে সক্ষম হবে ওরা, যেহেতু প্রয়োজনীয় রসদপত্র যোগান দেওয়া হয়ে গেছে।

গরুচোরেরা যদি অতটাই খারাপ বা মারমুখী হয়ে থাকে, তা হলে সত্যি কপালে খারাবি আছে ওদের। মহা ঝামেলায় পড়তে হবে।

যৎ কালে তৎ বিবেচনা, আগে থেকে হয়রান হওয়ার দরকার নেই; তাই শরীরটাকে বিশ্রাম দিতে মনস্থ করল জিম। গাছের পাতার ফোকর দিয়ে আকাশে হাজারো তারার দিকে তাকিয়ে থাকল।

আইজির মন্তব্যগুলো খোঁচাচ্ছে ওকে। সে-হিসাবে জিমকে ওজনদার বা গুরুত্বপূর্ণ লোক বলা যাবে না। যে-কোন আউটফিটের জন্য টপহ্যান্ড, কিন্তু এটা এমন কীই বা? গর্ব করার মত বিষয় নয়। কপাল ভাল হলে মাসে চল্লিশ ডলার কামাই করা সম্ভব, নয়তো ত্রিশে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। গ্রাব লাইনে কাজ করা এরচেয়ে খারাপ। বুড়ো হলে হয়তো সেলুন ঝাড় দেওয়ার বা কোন র‍্যাঞ্চে স্যাডল জুড়ে দেওয়ার কিংবা কুকের জন্য জ্বালানি যোগাড় করার কাজ জুটবে। এমন কাজে ভবিষ্যতের কোন প্রতিশ্রুতি নেই।

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জিম নিজেও জানে না, ভোরের দিকে ঘুম ভাঙল। পূর্ণ সজাগ ও, হাত চলে গেছে উইনচেস্টারের ট্রিগারে।

'ওই যে, ওয়্যাগনের চাকার দাগ,' ফিসফিস করে বলল কেউ। 'আমি নিশ্চিত।'

'দূর! পুরানো দাগ ওটা,' বলল আরেকজন। 'বুড়ো জোয়েল এই ট্রেইল ধরে আর না-হলেও অন্তত ছয়-সাতবার যাতায়াত করেছে।'

'কিন্তু এই দাগগুলো একেবারে টাটকা!'

'চলো, ভাল করে দেখি।'

'পাগল ভেবেছ নাকি আমাকে? ভাল করে দেখতে হলে দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাতে হবে, আর ওয়্যাগনে যদি জিম হারামজাদা এসে থাকে, নির্ঘাত গুলি করে আমার মাথা ফুটো করে দেবে। হারামীটার মাথায় এক রত্তি মগজ, অল্পতে হুলস্থুল বাধিয়ে বসে।'

উইনচেস্টারটা খানিক উঁচু করল জিম। অসন্তুষ্ট। সমালোচনা কারই বা ভাল লাগে! দুই আগন্তুককে খানিকটা ভদ্রতা শেখানোর গরজ অনুভব করছে।

'লোকজন এমনি এমনি প্রন্তো বলে না ওকে।'

মুহূর্ত কয়েকের নীরবতা, তারপর বিরক্ত স্বরে দ্বিতীয়জন বলল: 'চলে এসো তো! সারারাত ধরে এখানে হামাগুড়ি দেবে নাকি? বেশ, বাবা, মানছি এখানে ওয়্যাগনের ট্র্যাক আছে! বিশ বছরের পুরানো ছাপও তোমাকে দেখাতে পারব আমি!'

চামড়ার খসখস শব্দ হলো, একটু পর ঘোড়ার চলার আওয়াজ কানে এল—ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটছে দুটো ঘোড়া, ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে। নিশ্চল শুয়ে থাকল জিম, হাতের বামে আকাশে জ্বলজ্বলে একটা তারা দেখতে পাচ্ছে। মনে মনে ভাবছে দুই আগন্তুকের কণ্ঠ কোথায় শুনেছে। শুনেছে যে, এ-ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত ও।

নড়েচড়ে শুলো আইজি। জিম নিশ্চিত ওর মতই জেগে গেছে সে। অপেক্ষায় ছিল, সামান্য বেতাল করলেই মাশুল দিত দুই আগন্তুক। ব্যাপারটা স্বস্তি এনে দিল জিমের মনে—নির্জন ক্যাম্পে একাকী কাটাতে হচ্ছে না, বিপদের সময় পাশে পাচ্ছে একজনকে।

ঝিম মেরে পড়ে থাকল ও, মনে মনে ভাবছে আসলে কীসের সঙ্গে জড়িয়েছে নিজেকে বা এর পরিণাম কী হতে পারে।

তবে এ-ছাড়া উপায়ও ছিল না। সামনে শীত, অথচ হাতে কোন টাকা ছিল না, যাওয়ার মত জায়গাও নেই। তুষারপাত শুরু

হলে নির্জন লাইন ক্যাম্পটাকে বাড়ি বলে মনে হবে। পর্যাপ্ত সাপ্লাই রয়েছে, ওদের কাজ কেবল গরুর উপর নজর রাখা। প্রায় শুয়ে-বসে কাটিয়ে দিতে পারব শীতটা।

কিন্তু কাজটা অত সহজ মনে হচ্ছে না জিমের, মন খুঁতখুঁত করছে। লোক দুটো ওদের দেখা পেলে কী করত? একবার হয়তো ফাঁকি দিতে পেরেছে, কিন্তু ভবিষ্যতে? লাইন ক্যাম্পে পৌঁছানো পর্যন্ত আরও অন্তত এক রাত কাটাতে হবে খোলা জায়গায়।

সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার কথা, এলাকাটা ভাল করে চেনা নেই জিমের। মিল্ক অ্যান্ড দ্য মুশেলশেলে কাউহ্যান্ড হিসাবে কাজ করেছে ও, এক বসন্তে লিটল মিসৌরিতে রাউন্ড-আপও করেছে; কিন্তু এই এলাকায় মাত্র দু'একবার এসেছে, হ্যাঙ্গিং ওম্যানে বিলি জোয়েলের লাইন ক্যাম্পে থেমে কফি পান করেছে। ব্যস, এই হচ্ছে তল্লাট সম্পর্কে ওর সমুদয় অভিজ্ঞতা। কাজ করার জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়।

বহুদিন আগে, টেক্সাসের ব্রাজোস এলাকার বুনো অঞ্চলে বলদ রাউন্ড-আপ করে একালাকার কাছে বক্সএল্ডার র‍্যাঞ্চে নিয়ে গিয়েছিল জিম। কাজের সময় এদিকেও ঢুঁ মারতে হয়েছিল, তাই এলাকা সম্পর্কে কিছুটা হলেও জ্ঞান রয়েছে ওর; যদিও পুরোপুরি অভিজ্ঞ বলা যাবে না ওকে।

ওয়াইওমিং-এর হোল-ইন-দ্য-ওয়াল থেকে ফিরে আসার পথে লাইন ক্যাম্পে থেমেছিল একবার, তিনজন কাউহ্যান্ডের সঙ্গে গল্প করে নিজের পথে চলে গিয়েছিল। জিমের যখন উনিশ চলছে, তখনকার ঘটনা এটা। সব কাজে অতি উৎসাহ বোধ করত। কাউহ্যান্ডদের কাছে শুনেছিল ঘোড়াচোরদের ধাওয়া করার জন্য পাসির সদস্য খুঁজছে শেরিফ, শোনা মাত্র দেরি করেনি ও, শহরে গিয়ে যোগ দেয় সবার সঙ্গে। ঘোড়াচোরদের ধাওয়া করে একেবারে ক্যানিয়নের লালচে দেয়াল পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। কিন্তু

আর এগোতে পারেনি, ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। ক্যানিয়নে প্রবেশ ঠেকানোর জন্য একজনই যথেষ্ট, ভাল একটা রাইফেল হাতে বসে পড়লে হলো, এক ব্রিগেট আর্মিও তাকে ফাঁকি দিয়ে ঢুকতে পারবে না। হোল এলাকার বিশেষত্ব এটাই, আর এজন্যই জায়গাটাকে হাইডআউট হিসাবে ব্যবহার করে সমস্ত আউটল।

সবাই মিলে ওরা সিদ্ধান্ত নেয় যে ঘোড়াচোর ধরে কাজ নেই, তারচেয়ে পৈত্রিক প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়াই মঙ্গল; উল্টো ঘুরে ফিরতি পথ ধরে ওরা, ক্লিয়ার ক্রীকের ধারে এসে ক্যাম্প করে। এখানেই ভাগ হয়ে যায় দলটা, যার যার গন্তব্যের উদ্দেশে চলে যায় সবাই।

*

হ্যাঙ্গিং ওম্যান ক্রীকের ঠিক পিছনে উঁচু একটা জায়গায় গাছের শীতল ছায়ায় লাইন ক্যাম্পের অবস্থান। দুই জানালা এক দরজার লগ কেবিন, কাছে করাল রয়েছে। কেবিনের দরজা থেকে নদীর ফোর্ড চোখে পড়ে, যে-জায়গা ধরে সাধারণত নদী পেরোয় লোকজন।

জিম আর আইজি কেবিনের সামনে পৌঁছে দেখল দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে মেইন রাইলি। ছোট্ট রেইলে স্যাডল পরানো একটা ঘোড়া চোখে পড়ল ওদের।

'যদ্দিন ইচ্ছে থাকতে পারো এখানে,' তিক্ত স্বরে বলল সে, চারপাশে একনজর বুলিয়ে ঘোড়ার কাছে চলে গেল। স্যাডলে চেপে লাগাম তুলে নিল হাতে। 'এখন থেকে কেবিনটা তোমাদের।'

'কষ্ট করে ওয়্যাগনটা নিয়ে যাবে তুমি?' জানতে চাইল জিম।

'মাথা খারাপ! জোয়েলকে বোলো ওয়্যাগনটা যদি এতই দরকার হয়ে থাকে ওর, ও নিজেই চালিয়ে নিয়ে যায় যেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে চাই আমি; ওয়্যাগন চালিয়ে গেলে অযথা দেরি হবে।'

মেইন রাইলি দীর্ঘদেহী মানুষ, স্বাস্থ্য পড়তির দিকে। ছুঁচাল মুখ, বেয়াড়া ঘোড়ার মত জেদী। তবে এত অস্থিরতা বা অনীহা তার মধ্যে কখনও দেখেনি জিম।

'দেখে মনে হচ্ছে তোমার লেজে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কেউ,' বলল ও। 'ব্যাপার কী?'

'এখান থেকে চলে যাচ্ছি আমি,' বলল সে। 'তোমার জায়গায় থাকলে আমিও চলে যেতাম। এমন অস্বাস্থ্যকর জায়গা আর দেখিনি। জঘন্য!' বলে আর দাঁড়াল না রাইলি, ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

ওয়্যাগন থেকে আলুর বস্তা তুলে নিল আইজি। 'থাকবে তো এখানে?'

'তা হলে এলাম কেন?' কিছুটা তিক্ত স্বরে বলল জিম। 'আইজি, তোমার যদি থাকার ইচ্ছে না-থাকে, জোর করব না, যখন ইচ্ছে চলে যেতে পারো। কিন্তু আমি থাকছি। ঝামেলা বা বিপদ যাই আসুক, থাকছি। কী জানো, বিপদের সময় মাথাটা ঠিক চলে না আমার, চুলচেরা হিসাব-নিকাশ করতে পারি না।'

ওয়্যাগন থেকে মালপত্র নামিয়ে কেবিনের ভিতরে ঢুকল ওরা। হার্নেস থেকে ঘোড়া দুটোকে মুক্ত করে করালে ঢোকানোর সময়টা কিছু চিন্তা-ভাবনা করল জিম।

খানিকটা খিটখিটে এবং অস্থির হলেও, কাউহ্যান্ড হিসাবে প্রথম শ্রেণীর লোক মেইন রাইলি। বহুদিন ধরে তাকে চেনে জিম, জানে অল্পতে ভড়কে যাওয়ার মত মানুষ নয় রাইলি। যত দ্রুত সম্ভব এই জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য অধীর হয়ে পড়েছে সে, দেরি হবে বলে ওয়্যাগনটাও সঙ্গে নিতে চায়নি; তারমানে সত্যি কোন ঝামেলা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, শুধু শুধু এত কথা বলেনি রাইলি কিংবা যাওয়ার জন্য উতলাও হয়নি।

বুনো এলাকা এটা। একসময় ঘোড়া ছাড়া চলাচল করা যেত না, এবং কয়েক বছর আগেও ইন্ডিয়ানদের দৌরাত্ম্য ছিল নদীর

ওপাড়ে কয়েক মাইল দূরে বিখ্যাত ব্যাটল অব রোজবাডের যুদ্ধে সিয়োক্সদের মুখোমুখি হয়েছিল জেনারেল ক্রুক। মেজর কাস্টার ন্যাকানি-চুবানি খেয়েছে, জায়গাটা বড়জোর পঞ্চাশ মাইল দূরে। সারা তল্লাটে সাদা মানুষের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা।

এখন অবশ্য অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।

সমৃদ্ধ এলাকা। ঘাস বা পানির অভাব নেই। রয়েছে বিস্তীর্ণ চারণভূমি। এরচেয়ে ভাল জমি কল্পনাই করা যায় না। বছরের বেশিরভাগ সময় পর্যাপ্ত ঘাস থাকে। দানাপানির উপর নির্ভর করা স্টকের মত অল্প সময়ের মধ্যে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে যায় গরুর দল। বিলি জোয়েল যদি টিকে থাকতে পারে এখানে, নির্ঘাত ধনী হয়ে যাবে।

কেবিনটা বেশ পরিচ্ছন্ন। লোহার কড়াই, পাত্র, কেতলি···সবই রয়েছে। ছয়জন মানুষের উপযোগী বাঙ্ক, কয়েকটা বেঞ্চ, দুটো চেয়ার এবং একটা টেবিল আছে। একপাশে পুরানো কয়েকটা ম্যাগাজিন আর বইও রয়েছে। দীর্ঘ শীত কাটানোর জন্য সবকিছুই মজুদ করে রাখা।

খুঁজতে গিয়ে জিম দেখল করালের পাশে, কেবিনের পিছনে লীন-টুতে ফালি করা কাঠ আর গাঁইট বাঁধা ডালপালাও রয়েছে। পরিমাণে পর্যাপ্ত।

শুধু একটা ব্যাপার পছন্দ হলো না জিমের। লীন-টুর পিছনের দেয়ালে খাড়া একটা লগ আলগা করে রেখেছে কেউ, যাতে ওই ফাঁক দিয়ে কেবিনে আসা-যাওয়া করা যায়। অবচেতন মনের তাড়নায় কেবিন থেকে বেরিয়ে এল জিম, ঘুরে সমালোচনার দৃষ্টিতে দরজার চৌকাঠের বাজু আর ভারী কবাট নিরীখ করল।

মুহূর্ত খানেক ওকে দেখল আইজি, তারপর জানতে চাইল: 'কী দেখছ?'

বেল্ট থেকে ছুরি বের করে দরজার লাগোয়া লগটা খুঁড়তে শুরু করল জিম। মিনিট দুয়েকে কাজ হয়ে হয়ে গেল, ফোকরটা বড় করে ভিতর থেকে সীসার একটা টুকরো বের করে আনল।

ওটা হাতে নিয়ে লগের আশপাশে খুঁটিয়ে দেখল জিম, এবার চোখে পড়ল—আরও অন্তত চারটে বুলেটের গর্ত রয়েছে। হাতের সীসার টুকরোটা আইজিকে দেখাল ও।

বেশ বড়সড় রাইফেলের বুলেট। দূর থেকে দরজার উপর ইচ্ছেমত টার্গেট প্র্যাকটিস করেছে কেউ।

পাঁচ

স্টোভের কাছে গিয়ে ঢাকনা তুলল আইজি। একটু তালাশ করতে এক মুঠো চিপ্স আর কাঠের বাক্সে শুকনো ডাল পেয়ে গেল, কিছুক্ষণের মধ্যে আগুনও ধরিয়ে ফেলল।

'চারপাশে ঘুরে দেখতে চেয়েছ তুমি,' বলল সে। 'ঘুরে এসো। এই ফাঁকে রান্নার কাজ সেরে ফেলব আমি।'

করালে কয়েকটা ঘোড়া দেখেছে ওরা। ল্যাসো হাতে বেরিয়ে এল জিম। একটা লাইন-বাক ডানকে পছন্দ হলো ওর, বেশ দ্রুত ছুটতে পারে এসব ঘোড়া। বেড়ার নীচ দিয়ে করালে ঢুকল ও, ল্যাসো ছুঁড়ে ডানটাকে ধরল।

ডানের পিঠে স্যাডল পরিয়ে লাগাম হাতে দরজার কাছে ওটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে এল জিম। 'একটা উইনচেস্টার দাও তো,' স্যাডলে চেপে বসার সময় বলল আইজিকে।

অলস পায়ে কয়েক পা এগোল ঘোড়াটা, হঠাৎ গতি বাড়িয়ে দিল; মুহূর্ত খানেক পর পুরোদস্তুর বেয়াড়া আচরণ শুরু করল, যেভাবে হোক স্যাডল থেকে ফেলে দেবে জিমকে। চেষ্টার ত্রুটি

করল না ওটা, কিন্তু সবই ব্যর্থ হলো, স্যাডলে ঠিকই টিকে থাকল জিম। শেষে হার শিকার করে নিল ঘোড়াটা। পরস্পরকে বোঝা হয়ে গেল ওদের।

দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে আইজি, আগ্রহ নিয়ে দেখছে ওদের। 'তুমি যে রাইড করতে জানো, ঘোড়াটা বোধহয় জানত না। হয়তো নতুন কাউকে পেলে বাজিয়ে দেখা ওটার স্বভাব, তোমাকে ধুলোয় গড়াগড়ি না-খাওয়ালে শান্তি হবে না।'

রাইফেলটা ওর হাতে ধরিয়ে দিল আইজি। ঘোড়া ঘুরিয়ে বনের দিকে এগোল জিম।

যে-কেউ আশা করবে সরাসরি নদীর ক্রসিঙের কাছে চলে যাবে ও, ট্র্যাক দেখে বুঝবে কেউ নদী পেরিয়েছে কি-না, কিংবা কতজন পেরিয়েছে; কিন্তু ক্রসিঙের ধারে-কাছেও গেল না জিম। কে বলবে আড়াল থেকে ওদের উপর নজর রাখছে না কেউ? ট্র্যাক দেখার ব্যস্ততায় নিজেকে সহজ টার্গেট হিসাবে উপস্থাপন করে ফেলবে জিম, তা ছাড়া কাউকে জানতে দিতে চায় না যে সতর্ক রয়েছে ওরা। কেবিনের পিছনে বড়সড় চক্কর কেটে বনের কিনারে রীজের উপরে উঠে এল ও।

রীজের এপাশে পাহাড় থেকে নেমে আসা পানির স্রোত ক্রীকে পড়েছে প্রথমে, শেষে হ্যাঙ্গিং ওম্যানের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। অন্যপাশে টাং রীভারের সঙ্গে মিলিত হয়েছে স্রোত। ঠিক এখান থেকে দুই স্রোতের মধ্যে প্রায় আট মাইল দূরত্ব, পুরোটাই দুর্গম বন্ধুর প্রান্তর।

রীজের চূড়া থেকে হ্যাঙ্গিং ওম্যান বরাবর পোকার জিম বাট এবং ওটার ক্রীক এলাকার দিকে তাকাল জিম—শান্ত, নীরব; কোথাও এমন কোন নমুনা নেই যা দেখে অনাগত বিপদ বা ঝামেলার আভাস পাওয়া যাবে। জিম বরাবরই সন্দেহবাতিক মানুষ; এই সন্দেহপ্রবণতার জন্য কখনও আফসোস করতে হয়নি ওকে। প্রকৃতির শান্ত স্থবির সৌন্দর্যের আড়ালে যে বিপদের বীজ

লুকিয়ে থাকে, এটা ভাল করে জানা আছে ওর।

বেশিরভাগ রীজ বা বাটগুলো গাছগাছালিতে পূর্ণ, ক্রীকের পাড়ের চেয়ে সেখানে গাছের ঘনত্ব যেমন বেশি, তেমনি আকারেও বড়। কোথাও কোথাও উইলোর শাখা চোখে পড়ছে। ঢাল ধরে নামার সময় কয়েকবার এদিক-ওদিক ঢুঁ মারল জিম, চিহ্ন খুঁজছে...হরিণের বিস্তর ছাপ চোখে পড়ল। কয়েক পাল গরুর ট্র্যাকও রয়েছে। ডেড ম্যান ক্রীকের ধারে কয়েকটা এল্ককে চমকে দিল ও, কিন্তু নিজের উপস্থিতি প্রকাশ করার অনিচ্ছা থেকে নিরুপদ্রবে যেতে দিল ওগুলোকে।

চলার পথে কয়েকবারই ঘোড়ার ছাপ চোখে পড়েছে। এক জায়গায় দুই রাইডারের ট্র্যাক দেখেছে, একসঙ্গে রাইড করছিল তারা, বন্ধুর প্রান্তর পাড়ি দিয়ে পশ্চিম দিকে চলে গেছে। একটু পর, সবে তখন এক সেট মোষের ছাপ দেখেছে জিম, তখনই নিঃসঙ্গ এক রাইডারের ট্র্যাক দেখতে পেল।

ছাপগুলো অস্পষ্ট, হালকা এবং ছোট। ব্যাপারটা দুশ্চিন্তায় ফেলে দিল জিমকে। মন খুঁতখুঁত করছে। কেবলই মনে হচ্ছে ছাপগুলো আরও গভীর ভাবে পড়া উচিত ছিল।

কাজ নেই যখন সন্দেহ নিরসন করা যাক, সিদ্ধান্ত নিয়ে ট্র্যাক অনুসরণ করে এগোল ও। প্রায় মাইল দুয়েক এগোনোর পর সন্ধ্যার আঁধার নেমে এল চরাচরে, অগত্যা খুঁতখুঁতে মনে কেবিনের উদ্দেশে ফিরতি পথ ধরল ও। তবে একেবারে খালি হাতে ফেরেনি, কয়েকটা ব্যাপার জানতে পেরেছে।

এক গাল্‌শের কাছাকাছি খোলা জায়গার কিনারায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল রাইডার, ওখান থেকে লাইন কেবিন আর নদী পেরোনোর ফোর্ডটা স্পষ্ট চোখে পড়ে। নিশ্চই কেবিন এবং ফোর্ডের উপর নজর রেখেছিল লোকটা।

খুরের বেশ কিছু ছাপ পড়েছে—দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অধৈর্য হয়ে পড়েছিল ঘোড়াটা, ছোটার জন্য উসখুস করছিল। অনেকক্ষণ

অপেক্ষা করলেও স্যাডল থেকে নামেনি লোকটা, তাই তার সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা হলো না। কিন্তু ঘোড়ার ছাপ দেখে এটুকু অনুমান করা যায় যে লোকটা মাঝারি আকৃতির মানুষ।

কেবিনের কাছে পৌঁছল জিম, দেখল ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে আইজি, বগলে একটা রাইফেল।

'কাউকে দেখলে?' জানতে চাইল নিগ্রো।

'না। তবে অনেক ছাপ দেখেছি।'

বিশদ খুলে বলল জিম। দেখার সময় বা পরেও হালকা ছাপের রহস্য মাথায় আসেনি ওর, কিন্তু এখন আইজিকে বলার সময় চট করে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। চামড়ার তৈরি বিশেষ নাল ছিল ঘোড়াটার পায়ে! ট্র্যাক লুকাতে সাধারণত ইন্ডিয়ানরা এই কৌশল প্রয়োগ করে। খুরের চারপাশে কাঁচা চামড়া বেঁধে দেয়, চামড়া শুকিয়ে শক্ত ভাবে এঁটে বসে খুরের সঙ্গে; নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য কখনও চামড়ার ফিতা বা দড়ি দিয়ে গোড়ালির কাছে বেঁধেও দেওয়া হয়।

ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করে কিছুটা হলেও থমকে গেল জিম। আর যাই হোক, এখানে কোন ইন্ডিয়ানকে আশা করেনি। লিটন বিগ হর্ন বা রোজবাডের যুদ্ধের পর নয় বছর পেরিয়ে গেছে, শান্তি স্থাপনের জন্য যথেষ্ট সময়; তবে কমবয়সী এমনও ইন্ডিয়ান তরুণ বা যুবক রয়েছে যাদের মধ্যে যুদ্ধের উন্মাদনা এতটুকু কম নয়, সারাক্ষণই ঝামেলা খুঁজে বেড়ায় এরা।

ছেলেবেলা থেকে তারুণ্য পর্যন্ত, ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার বহু অভিজ্ঞতা হয়েছে জিমের। আর লড়ার ইচ্ছে নেই ওর।

'চমৎকার ঘাস,' আইজির সঙ্গে আলাপ চালিয়ে গেল ও। 'সব গরু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ভাবছি দূর থেকে বড়সড় চক্কর কাটব, চলার পথে যাই পাই, খেদিয়ে নিয়ে আসব কেবিনের দিকে। মোটামুটি একটা দলকে এদিকে রওনা করিয়ে দিতে পারলে, অন্যগুলো তখন এমনিতে দলে ভিড়ে যাবে। এভাবে,

তুষারপাতের আগে যদি গরুর পালকে কেবিনের ধারে-কাছে নিয়ে আসতে পারি, শীত বা তুষারপাতের সময় অনেক পরিশ্রম বেঁচে যাবে আমাদের।'

কিছু বলল না আইজি। হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসল ওরা।

জিমের জন্য একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। এত সুস্বাদু খাবার রাঁধতে জানে নিগ্রো, কল্পনাই করেনি ও। কিছুদিন ধরে চলাফেরার মধ্যে কাটছে ওর, যখন যা পেয়েছে খেয়েছে–বিস্কুট, বেকন, বীন, গরুর মাংস, রুটি, আলু...। সত্যিকার সুস্বাদু খাবার কী জিনিস, ভুলেই গিয়েছিল। জিমের মনে পড়ল না শেষ কবে এত আয়েশ ভরে খেয়েছে। টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঝাড়ু থেকে একটা কাঠি ভেঙে নিল ও, খিলাল হিসাবে ব্যবহার করবে।

আইজির দিকে তাকাল ও। 'অযথা এখানে সময় নষ্ট করছ তুমি,' বলল জিম। 'এই গুণের কথা জানতে পারলে যা পাচ্ছ তারচেয়ে দ্বিগুণ বেতনে তোমাকে ভাড়া করবে যে-কোন আউটফিট। কী জানো, পশ্চিমে ভাল কুকের কদর আছে। দক্ষ কাউবয়দের আটকে রাখতে হলে বাড়তি টাকা খরচ করা লাগে না, ভাল রাঁধে এমন একজন রাঁধুনি হলেই চলে।'

খোলা দরজার কাছে এসে বাইরে তাকাল জিম। একেবারে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ায়নি, বরং ঘরের একটু ভিতর থেকে নজর চালিয়েছে; দেখল নদীর ফোর্ড পেরোচ্ছে তিনজন ঘোড়সওয়ার।

সূর্য ডুবে গেছে, তাই কারও চেহারাই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না জিম, তবে ঘোড়ার খুরের ঘায়ে ছলকে ওঠা পানি চোখে পড়ছে।

'লোক আসছে,' নিচু স্বরে বলল ও। 'রাইফেল নিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াও। গোলাগুলি হলে সবচেয়ে বামের লোকটাকে টার্গেট কোরো।'

একটা উইনচেস্টার তুলে নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল জিম, বগলের তলায় আলতো ভাবে রেখেছে ওটা। পিস্তলে অভ্যস্ত

নয় ও, জিনিসটা কখনও রপ্ত করেনি; কিন্তু রাইফেল হলে আর কিছু লাগে না ওর, যে-কোন টার্গেটে লাগাতে পারে, এমনকী যে-কোন অবস্থান থেকে নিখুঁত নিশানায় গুলি করার অনুশীলনও করেছে। বগলের তলায় রাখা রাইফেল চোখের নিমেষে শূটিং পজিশনে নিয়ে আসতে সক্ষম জিম, কিংবা একটা স্লিং ব্যবহার করলে আরও দ্রুত গুলি করতে পারে। দুই ক্ষেত্রেই রাইফেলের বাঁট কাঁধ বরাবর উচ্চতায় থাকে।

পোর্চে এসে অপেক্ষায় থাকল জিম, তিন আগন্তুককে ঢালু জমি ধরে কেবিনের কাছে আসতে দিল। এরা যে গ্রাব-লাইনে রাইডিঙের কাজে নিযুক্ত পাঞ্চার নয়, একরকম নিশ্চিত ও। ঘোড়াগুলো দুর্দান্ত, এত শক্তিশালী ঘোড়া কাউবয়দের দেওয়া হয় না। হয়তো একজনের থাকা সম্ভব, কিন্তু তিনজনের থাকা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

ঘাড়ের উপর দিয়ে ক্ষণিকের জন্য পাশ ফিরে তাকাল জিম, নিচু স্বরে নিজের ভাবনা প্রকাশ করল আইজিকে। তিনজন মানুষ দারুণ শক্তিশালী তিনটা ঘোড়ায় চড়ে আসছে...স্থানীয় র‍্যাঞ্চার হতে পারে এরা, যদিও সে-সম্ভাবনা কম, কারণ এভাবে একসঙ্গে কোন লাইন-কেবিনে আসে না র‍্যাঞ্চ মালিকরা; সেক্ষেত্রে, আইনের লোক হতে পারে—হয়তো আউটলদের খুঁজতে এসেছে। কিংবা স্বয়ং আউটলও হতে পারে।

আইজি ঠিকই বুঝতে পারল এদের সম্পর্কে জিমের পূর্ব-অনুমান কী।

পঞ্চাশ ফুট দূরে থাকতে থামল তিন রাইডার।

'কাউকে খুঁজছ তোমরা?' জানতে চাইল জিম।

'তুমি একা?' জানতে চাইল একজন।

'একা হলেই বা কী? একটা উইনচেস্টার আছে আমার সঙ্গে।'

'কী ব্যাপার? বিপদের আশঙ্কা করছ নাকি?'

'মিস্টার, বিপদের মধ্যে জন্ম হয়েছে আমার। সেই থেকে

কেটেছেও বিপদের মধ্যে। বিপদ ছাড়া অন্য কিছু বুঝি না আমি। এ-থেকে যা হওয়া উচিত, অর্থাৎ একটু অস্থির আর খুঁতখুঁতে আমি। এতটা যে কেউ যদি অযথা আশপাশে ঘোরাঘুরি করে, হয়তো প্রশ্ন করার আগেই গুলি ছুঁড়ে বসব।'

'র‍্যাফটার ৪৪-এর গরু খুঁজছি আমরা।'

পিচ্চিকাল থেকে গরু পাঞ্চিং করে যে-লোক, ব্র্যান্ডের কারসাজি বুঝতে তার ছবি আঁকা লাগে না। র‍্যাফটার ৪৪ দিয়ে কম্বলের মত বার-জে ঢেকে দেওয়া যায়, এটা দিবালোকের মত পরিষ্কার। জিমের সন্দেহ, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই এমন একটা ব্র্যান্ড আবিষ্কার বা পছন্দ করা হয়েছে।

'মিস্টার, এখন পর্যন্ত র‍্যাফটার ৪৪-এর কোন গরু দেখিনি আমি,' মৃদু স্বরে বলল জিম। 'কিন্তু যদি চোখে পড়ে, তা হলে গুলি করে ওটাকে খুন করার পর চামড়া ছিলে ছাপের উল্টোদিক দেখব আগে।'

গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো, ছায়া পড়েছে ওদের উপর। কারও মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না বলে জিমের আফসোসই হচ্ছে। দেখার মত হত এককেটা মুখ! তিনজনের কেউই কেবিনের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না, তারমানে বোধহয় ধরে নিয়েছে জিম একাই রয়েছে। শহরের কেউ যদি ওদের ইশারা বা আভাস দিয়ে থাকে, দু'জনের উপস্থিতি ওদের জানার কথা নয়; যেহেতু ওয়্যাগনের পাটাতনে শুয়ে ছিল জিম, আর আইজি ওয়্যাগন চালিয়েছে। শুধু নিগ্রোকে শহর ছাড়তে দেখেছে লোকজন।

'উল্টাপাল্টা কথা বলে নিজের বিপদ ডেকে আনছ,' দীর্ঘদেহী এক লোক মুখ খুলল এবার। লোকটার কাঁধ সরু। গানম্যানদের কায়দায় উরুতে বেশ নিচু করে পিস্তল ঝুলিয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে এখনই ড্র করবে। 'সামনে শীত আসছে। বহুদিন এখানে থাকতে হবে তোমার, দোস্ত। বসন্ত পর্যন্ত টিকে থাকবে কি-না,

এ-নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবা উচিত।'

'ঠিকই বলেছ,' আত্মবিশ্বাসী স্বরে বলল জিম। 'ধন্যবাদ। ব্যাপারটা নিয়ে সবারই ভাবা উচিত। তুমি, আমি, তোমার বন্ধুরা...সবাই। বসন্ত পর্যন্ত টিকে থাকব কি-না, কে বলতে পারে! কী জানো, সময় খুব দ্রুত বদলে যায়। মানুষও বদলায়। মাইলস সিটির কথাই ধরো। এবার ওখানে গিয়ে দেখলাম রিগনিকে লিঞ্চ করেছে সাধারণ মানুষ, আর জুবাল ফ্রিককে শহরছাড়া করেছে।'

ডাহা মিথ্যে, কিন্তু নির্বিকার মুখে বলে গেল জিম, তবে ওর কথাটা সত্যের অপলাপও নয়। 'যখন শুনলাম জন ক্যালকিনের সঙ্গে আলোচনায় বসেছে নেড স্টিল, নিশ্চিত হয়ে গেলাম সত্যি বদলে যায় নিরীহ মানুষ, একতরফা অত্যাচার সহ্য করে না। কথায় বলে না, চোরের দশদিন গৃহস্থের একদিন?'

নেড স্টিল মন্টানার সবচেয়ে ধনী ও প্রভাবশালী র‍্যাঞ্চারদের একজন। আর জন ক্যালকিন হচ্ছে অ্যারিজোনার সবচেয়ে কমবয়সী, অথচ সুদক্ষ ও চৌকস রেঞ্জার। গুটিকয়েক স্বেচ্ছাসেবীকে নিয়ে ক্যান্ডার নামে বুনো একটা শহর পরিষ্কার করেছে দুঃসাহসী এই রেঞ্জার। জিমের ধারণা নাম দুটো শুনে থাকবে এরা।

ওর অনুমান সঠিক।

'কী শুনেছ তুমি?'

'আসলে তেমন কিছু না। খুব গোপনে কথা বলেছে ওরা, অন্য কেউ শুনতে পায়নি। কী একটা কাজের জন্য বেন ড্রুরিকে ভাড়া করতে চাইছিল নেড স্টিল। সব শুনে আমার মনে হলো ঘোড়া বা গরুচোরদের উচিত সাজা দেওয়ার জন্য শান্তি বাহিনী গঠন করবে ওরা।'

আসলে এ-ব্যাপারে কিছু জানা নেই জিমের, কিন্তু তিনজনের দুশ্চিন্তা খানিকটা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য কথাগুলো বলেছে।

'মিছে কথা বলছে ও, শন,' গাট্টাগোট্টা এক লোক বলল।

দীর্ঘদেহীকে। পিপের মত চওড়া তার বুকের ছাতি। 'ও হচ্ছে জিম বেনবো। সব জায়গায় বলে বেড়ায় মারপিটে নাকি চালু। ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। ব্যাটার বড়-মুখ ভর্তা করে দেব।'

'বাদ দাও, শর্টি,' নিস্পৃহ স্বরে বলল শন নামের লোকটা, হাতে লাগাম জড়ো করল সে। 'এখানে ঝামেলা করতে আসিনি আমরা।' এবার জিমের দিকে ফিরল সে। 'বেনবো, অযথা ঘোরাঘুরি না-করে কেবিন বা ধারে-কাছে থাকলে হয়তো এবারের সুন্দর বসন্তটা দেখার সৌভাগ্য হবে তোমার। কাজ শেষে নিশ্চিন্তে চলে যেতে পারবে এখান থেকে।'

'যাব কি যাব-না, সেটা আমার খুশি।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে অন্য দু'জন চলে গেলেও শর্টির মধ্যে যাওয়ার আগ্রহ দেখা গেল না, অযথা কয়েক সেকেন্ড দেরি করল সে। তারপর স্পষ্ট শত্রুতা নিয়ে তাকাল জিমের দিকে। 'কোন একদিন,' চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল শব্দ দুটো।

'চোখ দুটো ফুলিয়ে সুপারি বানানোর ইচ্ছে যখনই হবে, আমার কাছে চলে এসো, বাছা,' স্মিত হেসে উপদেশ খয়রাত করল জিম।

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল শর্টি, আর কিছু বলল না।

কেবিনে ঢুকে দরজা আটকে দিল জিম। 'জানালার কাছে যেয়ো না,' আইজিকে বলল ও। 'ওরা হয়তো ফিরে আসতে পারে।'

'একটা কুকুর হলে ভাল হত,' বলল নিগ্রো। 'নির্জন জায়গায় পাহারার জন্য, বিশেষ করে রাতে, কুকুরের তুলনা হয় না।'

তিন আগন্তুকের কথা ভাবছে জিম।

শন ফ্রোমকে চেহারায় না-চিনলেও নামে চেনে ও। চেরোকি নেশনের কুখ্যাত আউটল। শেষবার ফ্রোমের কথা যা শুনেছে—ক্রস টিম্বার শহরে এক ডেপুটি মার্শালকে খুন করে লাপাত্তা হয়ে গিয়েছিল সে, কলোরাডো এলাকায় লুকিয়ে

থকেছে। সিক্সশূটারে দারুণ চালু হাত।

শর্টি গোর মূলত কাউহ্যান্ড, তবে ঝামেলাবাজ বলে দুর্নাম আছে ওর। মারপিট মোটামুটি জানে, বুনো পশুর মত লড়তে পারে। লোকটাকে দেখে জিমের মনে হয়েছে সারাক্ষণ লড়াই করার জন্য মুখিয়ে থাকে।

তৃতীয়জন একটা শব্দও খরচ করেনি, তবে ঠিকই জিমের নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছে। বিশালদেহী, রীতিমত দৈত্যাকার মানুষ।

'ব্র্যান্ড সম্পর্কে কী বললে ওদের?...মানে তোমার কথার অর্থ জানতে চাইছি।' ব্যাখ্যা চাইল আইজি। 'ব্র্যান্ডিং সম্পর্কে আসলে তেমন কিছুই বুঝি না আমি।'

'আমাদের মার্কা হচ্ছে বার-জে। ব্র্যান্ডিংয়ের সময় বহু গরুর গায়ে তাড়াহুড়ো করে মার্কা বসানো হয়, এর খুব কমই নিখুঁত বা একেবারে সোজা থাকে। জোয়েলের ব্র্যান্ডে বার-টা হচ্ছে জে-র উপর, কিন্তু ধরো কেউ একজন ওই বার-এর শেষ প্রান্তে আরেকটা বার জুড়ে দিল, তখন কী দাঁড়াবে ব্র্যান্ডটা? সেক্ষেত্রে বার-জের মূল বার সোজা এবং নিখুঁত পাওয়া যাবে না। তো, ওই লোকটা যদি বারের প্রান্ত দুটো একটু তেরছা করে দেয়, বার বদলে গিয়ে র‍্যাফটার হয়ে যাবে...অনেকটা ছাদের চোখা চালার মত।

'এরপর জে-র বাঁক শেষ করবে সে, একটু বেশি বাঁকিয়ে একটা লূপের মত তৈরি করবে, আরেকটা লূপ মিলিয়ে চার হয়ে যাবে। বাকি রইল কেবল আরও একটা চার আঁকা। ব্যস্, বলদটা র‍্যাফটার-৪৪ ব্র্যান্ডের হয়ে যাবে।'

'চামড়া ছিলানোর ব্যাপারটা?'

'চামড়া ছিলানোর পর ভিতরের দিক থেকে একটা ব্র্যান্ড দেখে বলে দেওয়া সম্ভব ওটার উপর কারসাজি, অর্থাৎ মূল ব্র্যান্ডের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হয়েছে কি-না। ঠিক এজন্যই কখনও

কোন গরু জবাই করতে হলে চামড়া লুকিয়ে ফেলার জন্য হন্যে হয়ে পড়ে গরুচোরেরা।'

জানালা বন্ধ করে স্টোভের পাশে বসল জিম, কেবিনের আরামদায়ক উষ্ণতা উপভোগ করার সুযোগ পেল। বাইরের বাতাস বেশ ঠাণ্ডা। সময়টা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে কাটাতে মনস্থ করল ও। যত ভাবছে তত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে। ইন্ডিয়ানদের কথা বাদ দিলে, সাদা মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করার অভিজ্ঞতা ওর সামান্য; অভিজ্ঞতাটা সমৃদ্ধ করার সামান্য ইচ্ছেও নেই।

কিন্তু এখানকার ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন। আকাশ-পাতাল ফারাক। অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে জিমের মনে হচ্ছে শিগ্গিরই ভয়াবহ সংঘর্ষ ঘটবে, এবং তার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে ও। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার, আইজিও জড়িয়ে গেছে।

ক্রে র‍্যান্ডের কথা মনে পড়ল ওর। এসবের সঙ্গে র‍্যান্ডের কোন সম্পর্ক নেই তো? জিম চায় না বন্ধুর কোন হাত থাকুক...এখনও তাকে বন্ধু মনে করে ও। র‍্যান্ডের প্রতি ঋণী। আর্থিক দায়ও রয়েছে ওর।

দরজার আশপাশের লগে বুলেটের গর্তগুলোর তাৎপর্য হচ্ছে কেউ ভয় দেখিয়ে এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে মেইন রাইলিকে। ওর ক্ষেত্রেও কি একই চেষ্টা চালাবে অদৃশ্য শত্রু? এই প্রশ্নটা করার প্রয়োজন পড়ে না। রাইলির ক্ষেত্রে যদি করে থাকে, ওকেও বাদ দেবে না। সমস্যার কথা হচ্ছে, রাইলির মত হাল ছাড়ার পাত্র নয় ও।

মনের একটা অংশ সতর্কঘণ্টি বাজাচ্ছে, বলছে যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে কেটে পড়া উচিত; কিন্তু একইসঙ্গে জেদও পেয়ে বসছে মনে। জীবনে কখনও বিপদকে পিঠ দেখায়নি, নতুন করে সেটা শুরু করবে কেন? বরাবর সর্বশক্তি দিয়ে লড়েছে ও। এবারও না-হয় লড়বে!

থাকতে হলে অনেক কাজ করতে হবে। বসন্ত পর্যন্ত এই

কেবিনই ওর বাসস্থান হবে—এ-ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই জিমের। যত বিপদই আসুক, মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে; প্রয়োজনে লড়াই করবে, তবু ছাড় দেবে না কাউকে।

বিস্তীর্ণ জমিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সব গরু। শীতের আগেই জড়ো করতে হবে, নইলে তীব্র ঠাণ্ডা আর তুষারপাতের মধ্যে গরুর খোঁজে সুদূর দক্ষিণ-পুব মন্টানা পর্যন্ত রাইড করতে হবে ওদের। ভবিষ্যতের সীমাহীন দুর্ভোগ এড়াতে এখন থেকে জড়ো শুরু করতে হবে। আশপাশে যথেষ্ট ঘাস রয়েছে, বসন্তের শেষ দিকে ছাড়া টানাটানি পড়বে না।

চুরি করা গরু নিশ্চই বন্ধুর প্রান্তর পাড়ি দিয়ে অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যায় রাসলাররা, কিংবা বিক্রি করার জন্য রেলরোডে নিয়ে যায়। সম্ভবত কিছু সময়ের জন্য বুনো কোন এলাকায় আটকে রাখে প্রথমে, তারপর অনেক গরু একসঙ্গে সময় ও সুযোগ মত সরিয়ে নিয়ে যায়। ছোটখাট পাল বা অল্প গরু এত দূরত্ব পাড়ি দিয়ে বাজারে পৌঁছে দেওয়ার দুর্ভোগে নিশ্চই পোষায় না।

সঠিক রুট নির্বাচন করতে পারলে কারও চোখে ধরা না-পড়েও বিশাল গরুর পাল নিয়ে পুব অঞ্চলের কোন বাজারে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে সতর্ক থাকতে হবে, আর দরকার হবে দক্ষ ও সাহসী কিছু লোক এবং কয়েক জায়গায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা। রাসলাররা যদি গরুর পাল পুবে বাজারজাত করতে চায়, রেলরোডের কাছাকাছি বেশিদিন রাখবে না; বরং রেলরোডের কাছে পৌঁছে দিয়ে ঝটপট বক্স-কারে লোড করে চালান দিয়ে দেবে।

গরু বিক্রির বিকল্প জায়গা হতে পারে ধারে-কাছের কোন কোন মাইনিং ক্যাম্প বা শহর, যেমন ডেডউড। তবে এসব জায়গা তুলনামূলক ছোট বলে এখানকার সব খবরই র‍্যাঞ্চারদের নখদর্পণে থাকে। এত ঝুঁকি নেবে না রাসলাররা। জিমের বদ্ধমূল

ধারণা বার-জে বা এই এলাকা থেকে চুরি করা সমস্ত গরু সুকৌশলে রেলরোডের কাছে নিয়ে যায় রাসলাররা, ট্রেনের মাধ্যমে চালান করে।

ঘুমানোর আগে আইজির বলা একটা কথা মনে পড়ল ওর: নিজের জন্য একটা জায়গা থাকা উচিত ওর।

হয়তো...কোন একদিন হবে।

যদি বসন্ত পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে।

ছয়

ভোরে ঘুম ভাঙার পর কেবিন থেকে বেরিয়ে এল জিম। তখনও দিনের আলো ভাল করে ফোটেনি, বাতাস বেশ ঠাণ্ডা। এখনও কুয়াশা পড়েনি, তবে পড়তে শুরু হতেও বেশি দেরি হবে না। এমন শীতে আরামদায়ক একটা কেবিনে থাকার সুযোগ রয়েছে, এটা ভেবে ভাগ্যের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত।

বিলি জোয়েলের ব্যাপারে খুশি জিম। লাইন কেবিনে রসদ সাপ্লাই দিতে কার্পণ্য করেনি লোকটা। ক্যান-ভরা টমাটো আর পীচের কয়েক কেস, চিনির বস্তা, প্রচুর ময়দা, বীন, শুকনো ফল এবং চাল ছাড়াও আরবাকলের বড় বড় ক্যান পাঠিয়েছে বার-জে মালিক।

'আমার হাতের রান্না খেতে আপত্তি না-থাকলে পালা করে রান্নার কাজ চালিয়ে নেব আমরা,' চুলোয় আগুন ধরানোর পর আইজিকে বলল জিম। 'তবে আগেই বলে রাখছি, একেবারে

আনাড়ি আমি। একবার স্বাদ নেওয়ার পর তোমার হয়তো আর খেতে ইচ্ছে হবে না।'

'কেবিনে কী হবে বা রান্নার ব্যাপারে আগ্রহ নেই আমার। আমি শুধু গরু দাবড়ানো শিখতে চাই।'

'ভালুকের ছাপ বানাতে জানো?'

'সেটা আবার কী!?'

'ভালুকের ছাপ হচ্ছে ডুনাট। কেউ কেউ সিঙ্কার বা ক্রুলারও বলে।'

'আমার তৈরি ডুনাট খেলে আর কারও ডুনাট তোমার মুখে রুচবে না।'

সেক্ষেত্রে, গুলি খেয়ে বেঘোরে মারা পড়লেও সুস্বাদু ডুনাট খাওয়ার সৌভাগ্য নিয়ে মরতে পারব, আনমনে ভাবল জিম।

হালকা মনে কথাটা ভাবলেও মনে কোন বিভ্রান্তি নেই ওর। জীবন সম্পর্কে আশাবাদী হওয়ার উপলক্ষ খুব কমই পেয়েছে জিম। চেষ্টার চূড়ান্ত করে মানুষ, সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে জীবন-চলার পথে এগিয়ে যায়, কিন্তু পথের মোড়ে মোড়ে তার জন্য অপেক্ষা করে আরও ঝামেলা। চরম দুর্ভাগা মানুষও দেখেছে জিম, তবে ওর নিজের ভাগ্য অতটা অপ্রসন্ন নয়।

পুবের কিছু লোকের কাছে পশ্চিমের জীবন সম্পর্কে একবার গল্প করেছিল ও। বাড়ির মালিক ছিল বিশাল ভুঁড়িঅলা দারুণ সুখী মানুষ, দিনে তিনবেলা পেট পুরে খায়, সুদৃশ্য আলীশান বাড়িতে সুখী পরিবার নিয়ে থাকে। লোকটা মন্তব্য করল জিমের মত রোমাঞ্চকর জীবন যাপন করতে পারলে বর্তে যেত। উত্তরে কিছু বলতে পারেনি জিম, স্রেফ তাকিয়ে ছিল তার মুখের দিকে।

ক্যাটল ড্রাইভে এমন ঠাণ্ডা সকালে বিছানা থেকে বেরিয়ে এলে ব্যাটা বুঝত এই জীবনে কেমন রোমাঞ্চ রয়েছে। ঘুম জড়ানো চোখে টলমল পায়ে চলে যেত চাক ওয়্যাগনের কাছে, আগুন-গরম কফি পান করত, তারপর বেয়াড়া ব্রঙ্কের পিঠে চাপত। আড়ষ্ট হাত আর স্যাঁতস্যাঁতে একটা দড়ি নিয়ে গরু ধরতে বেরোত এরপর। পাহাড়ী ঢাল ধরে দ্রুতগতির ঘোড়া ছুটিয়ে দিত সে, আচমকা চোখের সামনে দেখতে পেত একটা মোটাসোটা ডাল, বিদ্যুৎ বেগে এগিয়ে আসছে...

সারাদিন খেটে ক্লান্তির চরমে পৌঁছত লোকটা, সন্ধ্যার পর পরিশ্রান্ত দেহ টেনেটুনে মেস ওয়্যাগনে পৌঁছত, কোনরকমে কিছু মুখে দিত—এমন খাবার যেটা নিজের পোষা কুকুরকেও খাওয়ায় না, তারপর ঠাণ্ডা স্যাঁতস্যাঁতে বিছানায় গা এলিয়ে দিত। ব্যাটা তখন বুঝত পশ্চিমে কী রোমাঞ্চকর জীবন কাটাতে হয় জিম বেনবোর মত মানুষদের।

আইজির ব্যাপারটা বুঝতে পারে জিম। নিগ্রো বলে দুনিয়ার অন্য যে-কোন জায়গার চেয়ে পশ্চিমে ভাল কাটবে ওর। নিগ্রোদের কিছুটা তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে, এমন মানুষও আছে এখানে...যারা বাইরের চেহারাটাকে গুরুত্ব দেয় বেশি। কিন্তু মানুষের পরিচয় আসলে তার কাজে, নিজ দায়িত্ব ঠিকভাবে সারল কি-না কিংবা বিপদে অটল থাকল কি-না, পশ্চিমে এটাই মানুষ বিচার করার মাপকাঠি।

পশ্চিম এমন এক জায়গা যেখানে আগ বাড়িয়ে অন্যকে সাহায্য করাকে দুর্বলতা হিসাবে দেখা হয়। নতুন মানুষ হলেও আইজিকে সাহায্য করার উপায় নেই জিমের। সে যদি নিজের দায়িত্ব ঠিকমত সামলাতে পারে, বেশ। সাধুবাদ। আইজির গায়ের রঙে কিছু যায়-আসে না ওর, কিংবা তার দুটো কি তিনটা মাথা, তাতেও পরোয়া করে না—যতক্ষণ না সবগুলো মাথা একসঙ্গে খাবার খায়। মাইলস সিটি থেকে বন্ধুর এলাকা ধরে ওয়্যাগন চালিয়ে লাইন কেবিনে আসতে সক্ষম হয়েছে আইজি, এটুকুতে বোঝা গেছে যে শিগ্গিরই পশ্চিমের রুক্ষ জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে সে। আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ়চেতা এবং পরিশ্রমী মানুষ এই নিগ্রো।

প্রথম দিন চারপাশে ঘুরে-ফিরে কাটিয়ে দিল ওরা, এলাকার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিচ্ছে, গুটিকয়েক গরু দাবড়ে নিয়ে এসেছে কেবিনের দিকে। সব মিলিয়ে প্রায় মাইল বিশেক পথ পাড়ি দিয়েছে। চলার ফাঁকে আইজির সঙ্গে গল্প করল জিম, জানাল একজন কাউহ্যান্ডের কাজ কেমন।

'শীতটা অলস ভাবে কেটে যায় কাউহ্যান্ডদের, যদি না সে বেকার থাকে বা গ্রাব লাইনে রাইডিঙের কাজ পায়—বেশিরভাগ সময় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয় সবাই। তবে অতটা ভাগ্যবান নই আমি। প্রতিবারই কীভাবে যেন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের কাজ জুটে যায় আমার।

'এখনকার কথাই ধরো, শীতের আগে সমস্ত স্টক রাউন্ড-আপ করে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে আসতে হবে। যত বেশি সম্ভব গরু জড়ো করব আমরা। শীতের সময় ওগুলোর দেখ-ভালও করতে হবে। বরফ জমে গেলে মূল কাজ একটাই—বরফের মধ্যে ফোকর রাখতে হবে যাতে গরু পানি পান করতে পারে, প্রতিদিনই হয়তো ফোকর তৈরি করতে হতে পারে। গর্তটা ছোটখাট হলেই ভাল, অনেকদিন টিকবে। বরফের উপর লতাপাতা ছড়িয়ে রাখলে হোঁচট বা পিছল খাবে না কোন গরু।'

মন দিয়ে শুনছে আইজি।

'এখানকার বেশিরভাগ জায়গায় নীল গ্রামা ঘাস। মাঝে মধ্যে বাফেলো ঘাস আছে বটে, তবে যে-কোন রেঞ্জের চেয়ে এখানকার অবস্থা ভাল। অনেক গরু খেলেও সহজে শেষ হয় না, নিজ থেকে আবার গজিয়ে ওঠে এই ঘাস। এমনকী শীতের সময়ও গজায় ওগুলো।

'প্রথমে, বড়সড় জায়গা নিয়ে চক্কর কাটব আমরা, গরুর পাল নিয়ে আসব কেবিনের দিকে। এদিকে যথেষ্ট ঘাস আছে, তাই বেশি রাইড করতে হবে না আমাদের। দুর্বল বলদগুলোর দিকে মনোযোগ দিতে হবে আগে।

'কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, সবসময়ই চোখ খোলা রাখতে হবে। হয়তো কোন গরু বিপদে পড়েছে, ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে তোমার নিজের বিপদ আসতে পারে, আউটল বা রাসলারদের দিকেও একটা চোখ রাখতে হবে সবসময়। আসলে চলার পথে সর্বক্ষণই সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে; অস্বাভাবিক, অচেনা বা বেমানান যে-কোন কিছুর উপস্থিতি কিংবা দল বেঁধে বা এক সারিতে গরুর চলাচল সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। এর প্রতিটিরই আলাদা আলাদা তাৎপর্য রয়েছে।

'গরু কখনোই এক সারিতে এগোয় না, যদি না ওদের ড্রাইভ করা হয়। ঘাস খাওয়ার ফাঁকে এদিক-ওদিক সরে পড়বে ওরা, দলছুট হয়ে যায়, কারও সঙ্গে কারও যোগাযোগ থাকে না, কখনও কখনও বসে পড়ে জাবর কাটবে। যদি দেখো কিছু গরু অনেকক্ষণ ধরে এক লাইনে এগোচ্ছে, তারমানে কেউ চালনা করছে ওদের। অবশ্য কখনও কখনও পানির উৎসের কাছেও এভাবে যায় ওরা, সেটা ব্যতিক্রম, কয়েকদিন কাজ করলে দুটোর পার্থক্য ধরে ফেলতে পারবে।'

অনর্গল কথা বললেও সর্বক্ষণ চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে জিম। অনেক ট্র্যাক চোখে পড়ছে। বুড়ো একটা গ্রিজলি রয়েছে তল্লাটে…গাছের গুঁড়িতে বেশ উপরে ওটার থাবার দাগ চোখে পড়েছে। নিজস্ব সীমানা চিহ্নিত করতে এভাবে গাছে দাগ দেয় গ্রিজলিরা। অন্য কোন ভালুক যদি এলাকায় আসে, ওই দাগ দেখে নেয়; নিজের চেয়ে যদি বেশি উচ্চতায় হয়, সেক্ষেত্রে ওটা যদি চালাক হয়, তা হলে উল্টো ঘুরে চলে যায় অন্য কোথাও।

বিশাল একটা নেকড়ের ছাপ দেখেছে জিম, ওর অনুমান ওটার ওজন অন্তত দেড়শো পাউন্ড হবে। খুব কম নেকড়ে এত বড় হয়। হরিণ, এল্ক আর অ্যান্টিলোপের ছাপ এত যে গুণে শেষ করা যাবে না।

হ্যাঙ্গিং ওম্যান ছাড়িয়ে ট্রেইল ক্রীকের কাছে চলে এল ওরা,

তারপর বাঁক নিয়ে অটার ক্রীকের দিকে এগোল। এখানেই একটা ট্রেভয়সে*র ছাপ দেখতে পেল...কখনও কখনও আহত যোদ্ধাকে বয়ে নিয়ে যায় ওটায়, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজস্ব গিয়ার বা মালপত্র বহনের জন্য ট্রেভয়েস ব্যবহার করে ইন্ডিয়ানরা। টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করে কুকুর বা ঘোড়া।

ট্রেভয়েসের আশপাশে চিহ্ন দেখে বোঝা গেল ছোট্ট একটা পার্টি। দু'জন পুরুষ, তিন স্কুঅ আর কয়েকটা বাচ্চা। পশ্চিমে বিগ হর্নের দিকে যাচ্ছে। একটা ঘোড়ার ছাপ দেখে পরিচিত মনে হলো জিমের, কিন্তু কোথায় দেখেছে মনে করতে পারল না।

সন্ধ্যার অনেক পরে কেবিনে ফিরে এল ওরা। ফেরার সময় বেশ সতর্ক ছিল, ধীরগতিতে এগিয়েছে।

কেবিনের ভিতরে যা যেমন ছিল, সবই অবিকল রয়েছে। করালে গিয়ে ঘোড়াগুলোকে দানাপানি দিল জিম, তারপর চারপাশে চক্কর দিতে বেরোল।

এমন নয় যে বিশেষ কিছু খুঁজছে ও। আসলে রাতের আঁধারে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছে। শুধু দেখাই নয়, অবচেতন মন আর সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে ধাতস্থ হওয়ার ব্যাপার এটা। রাতের বেলায় ভিন্ন চেহারা পায় প্রকৃতি; তাই চারপাশের লে-আউটের প্রতিটি কোণ, বস্তু, আকাশের বিপরীতে গাছ, পাহাড় বা রীজের অবয়ব দেখে নিচ্ছে। নাক দিয়ে টেনে নিচ্ছে সমস্ত ঘ্রাণ।

এই ঘ্রাণই সন্দিগ্ধ করে তুলল ওকে। ক্রীকের পানি, পাইন, করালের ঘোড়া, বাড়িতে তৈরি ধোঁয়া, সদ্য কাটা কাঠের গন্ধ...এসবের সঙ্গে ক্ষীণ আরও একটা গন্ধ রয়েছে, সহজে পাওয়া যাচ্ছে না। জিনিসটার সঙ্গে একাকীত্বের টান রয়েছে যেন, বাড়ি ফেরার তাড়না অনুভব করবে মানুষ; তবে সম্পর্কটা

*ট্রেভয়েস (Travois) : ইন্ডিয়ানদের তৈরি এক ধরনের স্ট্রেচার

আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হলো জিম। কখনোই বাড়ি বলে কিছু ছিল না ওর, তরুণ বয়স থেকে ঘুরে-ফিরে কেটে যাচ্ছে...

দরজা দিয়ে বাইরে মাথা বের করল আইজি। 'জলদি এসে খেয়ে উদ্ধার করো আমাকে, নইলে ঠিক বাইরে ছুঁড়ে ফেলব তোমার ভাগের খাবার।'

ঠিক চিনতে না-পারলেও জিমের মনে হচ্ছে ফুলের গন্ধ এটা, সদ্য ফোটা ফুল। বছরের এই সময়ে ফুল? প্রায় অসম্ভব ব্যাপার!

*

পরের পাঁচদিন বেগার খাটুনি গেল ওদের। কোন কিছু বা কারও সম্পর্কে ভাবার অবকাশ পেল না। পশ্চিমে রোজবাড এলাকা, উত্তরে মাডি এবং স্কালি ক্রীক পর্যন্ত কাজ করেছে ওরা; বেশিরভাগ সময় গরুর দলকে খেদিয়ে দক্ষিণে লাইন কেবিনের দিকে নিয়ে এসেছে। শীত আসতে এখনও যথেষ্ট দেরি, তবে মন্টানার আবহাওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই; তাই একটু আগে-ভাগে শুরু করেছে ওরা, বিক্ষিপ্ত ভাবে জায়গায় জায়গায় চলছে গরু দাবড়ানোর কাজ। পরে সুযোগ হলে আরও সতর্কতার সঙ্গে চিরুনি অভিযান চালাবে।

রাইডিঙে দক্ষ আইজি, তবে দড়ি হাতে মন্দ নয়, কিছুদিনের মধ্যে শিখে নিল। গরু দাবড়ানোর কাজে অভিজ্ঞতার বিকল্প নেই বটে, কিন্তু এক রাতে সেটা কারও পক্ষেই অর্জন করা সম্ভব নয়। যতটা সম্ভব পরামর্শ দিচ্ছে জিম, বাকিটা আইজি নিজেই শিখে নেবে।

রেঞ্জে গরুর অবস্থা বেশ ভাল, যদিও অপেক্ষাকৃত দুর্বল বা অযোগ্যগুলোকে আলাদা করা সম্ভব। কিছু কমবয়সী বলদ এবং বাছুর সহ গাভীকে হ্যাঙ্গিং ওম্যানের দিকে রওনা করিয়ে দিয়েছে ওরা। সেদিন গরু বা বুনো প্রাণীদের ছাড়া অন্য ট্র্যাক চোখে পড়ল না ওদের।

শেষ বিকালে উল্‌ফ ক্রীকের ধারে একটা রীজের উপর উঠে

থামল ওরা, নীচে টাং উপত্যকার দিকে তাকাল।

'বুনো হলেও জমিটা ভাল,' মৃদু স্বরে মন্তব্য করল আইজি।

'হ্যাঁ।'

দিনের উজ্জ্বলতা বিদায় নিয়েছে, দূরে ছায়া ঘনাচ্ছে, ঠাণ্ডা নেমে আসছে প্রকৃতিতে। দূরের আকাশে চক্কর কাটছে একটা ঈগল...শিগ্‌গিরই নেমে আসবে; আকাশের দখল ছেড়ে দেবে বাদুড় আর পেঁচাদের কাছে। গাছপালার ফোকরে ধূসর একটা নেকড়ের মুখ দেখতে পেল জিম, মাথা নিচু ওটার, শিকারের গন্ধ পাওয়ার আশায় নাক বাড়িয়ে দিয়েছে।

নিশ্চল দাঁড়িয়ে গোধূলিলগ্নের স্নিগ্ধ স্থবিরতা উপভোগ করছে ওরা। 'ইন্ডিয়ানরা যে সাদাদের ঠেকানোর জন্য লড়ছে বা প্রাণ বিলিয়ে দিচ্ছে, এতে আসলে বিস্ময়ের কিছু নেই,' শেষে সমীহের সুরে নীরবতা ভাঙল আইজি। 'এটা তো একসময় ওদের দেশই ছিল। কিন্তু একটু একটু করে সাদাদের কাছে দখল হারাচ্ছে ওরা।'

'হ্যাঁ, লড়ছে ওরা, কেউ কেউ মরছেও। তবে একটা কথা কি, লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সিয়োক্স বা চেয়ানিদের হারানো চাট্টিখানি কথা নয়।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে ঢাল ধরে নেমে এল ওরা, বাড়ির পথ ধরল।

'অতীত বা বন্ধন বলে কিছু থাকে না এখানে,' বলল আইজি। 'বলতে চাইছি সত্যিকার অর্থে মুক্ত জীবন যাপন করে সবাই।'

'দুশ্চিন্তা করার মত জিনিস খুব কমই আছে এখানে,' বলল জিম। 'এবং খারাপ লোকের সংখ্যাও কম। পালিয়ে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু লুকিয়ে থাকা যায় না। আগে বা পরে ঠিকই সত্য প্রকাশ পেয়ে যায়।'

আইজির কথায় কিছুটা হলেও উদ্বিগ্ন বোধ করছে জিম। মুক্ত জীবনের নেশায় কি এখানে এসেছে ও? পালাচ্ছে কোন কিছু থেকে? কিন্তু এমন কিছু ঘটায়নি যে-জন্য পালাতে হবে। বেঘোর

শত্রুতা নেই কারও সঙ্গে...এমনকী মারপিট করলেও কারও উপর ক্ষোভ থাকে না ওর। ঘোড়ার রেস বা মুষ্টিযুদ্ধ দেখে মানুষ যেমন আনন্দ পায়, ঠিক তেমন মানসিকতা নিয়ে লড়ে জিম, লড়াই ওর কাছে নিখাদ আনন্দ আর উত্তেজনার একটা উৎস। সমস্ত সামর্থ্য দিয়ে লড়ে ও, কিন্তু পরে কোনরকম বিদ্বেষ বা তিক্ততা রাখে না মনে। লড়াই করে আনন্দ পায়, কারও প্রতি রাগ বা জেদ অনুভব করে না...যদি না ওকে ছড়ি হিসাবে ব্যবহার করে কেউ। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ওর মেজাজ বরাবরই ঠুনকো, অল্পতে তেতে ওঠে, কিন্তু তারপরও কখনোই কোন লড়াইয়ে উন্মত্ত বা বুনো হয়েছে এমন কোন ঘটনা মনে পড়ল না ওর। ওভাবে মারপিট করতে শেখেনি জিম।

হয়তো নিজেকে আবিষ্কার করার বা নিজের সামর্থ্য জেনে ফেলার ভয়ে এসেছে এখানে। তবে ব্যাপারটা কখনোই অপরিহার্য মনে হয়নি। সাফল্য সম্পর্কে বহু বড়বড় বুলি বা গল্প কানে এসেছে ওর, কিন্তু জীবনে সত্যিকার সফল কোন মানুষ দেখেনি—যাদের আক্ষরিক অর্থে সফল বলা যায়—ওর চেয়ে সুখী কাউকেও দেখেনি।

কথাবার্তা তেমন বলে না আইজি, তবে দু'একটা যা বলে, তাতেই চিন্তার অনেক খোরাক পেয়ে যাচ্ছে জিম—ব্যাপারটা বিস্মিত করছে ওকে। বাড়ির কথাই ধরা যাক। আইজির মতে নিজস্ব একটা বাড়ি থাকা উচিত ওর। ঠিকই বলেছে সে, আনমনে ভাবল জিম, মনের মত একটা জায়গা থাকা দরকার।

গরুর ব্যাপারে দুর্বলতা রয়েছে ওর। জানে, বোঝেও গরুর কারবার। একটা রেঞ্জ কেমন হওয়া উচিত, জানে ও, অন্যের র‍্যাঞ্চে বছরের পর বছর কাজ করে শিখেছে। সত্যি কথা হচ্ছে, এদের অনেকেরই জিমের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।

ষাঁড়ের কথাই ধরা যাক। গরুর র‍্যাঞ্চে ষাঁড়ের প্রয়োজন রয়েছে। ভাল ষাঁড়ের কদর সর্বত্র। যার উন্নত জাতের ষাঁড় থাকে,

স্টক নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কথা নয় তার। মাথা গুনে গরুর মালিক হওয়ার দিন শেষ, মাংসের গুণগত মান নিয়ে চিন্তা করার সময় এসেছে এখন। পুরানো দৃষ্টিভঙ্গি ঝেড়ে ফেলে ব্যবসায়িক বিচক্ষণতায় গরু ব্যবসা করা উচিত। হাজার মাইল জুড়ে তৃণভূমি দরকার হয় না, দরকার সীমিত সীমানায় হৃষ্টপুষ্ট কিছু গরু, এদের সঠিক যত্ন এবং ঘাসের মোক্ষম ব্যবহার।

কিন্তু নিজের জন্য একটা জমি কীভাবে হবে? স্বপ্ন দেখে জমি কেনার টাকা যোগাড় করা যায় না। উন্নত জাতের পছন্দের ষাঁড়ই বা পাবে কোথায়? হোমস্টীড এক জিনিস, চাইলেই যে-কেউ শুরু করতে পারে, কিন্তু জমিতে গরু চরানো পুরোপুরি ভিন্ন ব্যাপার। ছোট্ট একটা ক্রীক বা ওঅটর হোলের ধারে হোমস্টীড করা যায়, পাবলিক রেঞ্জও ব্যবহার করা সম্ভব, যদি না তার মত লোকের খুব ভিড় পড়ে যায়।

রাইফেলের গর্জনের শব্দে জিমের ভাবনা ছুটে গেল।

একটাই রাইফেল। একটা শট। শব্দটার প্রতিধ্বনি মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে। দু'জনেই লাগাম টেনে ঘোড়া থামিয়ে ফেলেছে ওরা, গুলির উৎস অনুমান করার প্রয়াস পেল।

'কাছাকাছি,' বলল আইজি।

'গুলিটা আমাদের উদ্দেশে করেনি।'

আর কোন গুলি হলো না। পাল্টা গুলিও করেনি কেউ।

মিনিট দুয়েক স্যাডলে নিশ্চল বসে থাকল ওরা, তারপর পাহাড়সারির দিকে এগোল, ধীরগতিতে—যেহেতু সামনে কী আছে জানে না।

হতে পারে হরিণ শিকার করেছে কোন ইন্ডিয়ান। ভাবনাটা আইজিকে জানাল জিম, একমতও হলো নিগ্রো, কিন্তু দু'জনেই জানে যে বাস্তবে এমন কিছু হয়নি। গুলির শব্দ শোনার পর থেকে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেছে যে আসলে কী ঘটেছে। কেউ একজন খুন হয়ে গেছে।

অ্যামবুশ করা হয়েছে হতভাগ্য মানুষটাকে।

হাত বাড়িয়ে স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিল জিম। এক মুহূর্ত পর আইজিও তাই করল। পরস্পরের কাছ থেকে কিছুটা সরে গেল ওরা, ঢাল ধরে নীচে নামছে—সতর্ক, যে-কোন পরিস্থিতির জন্য তৈরি। যতটা সম্ভব গাছের আড়াল ব্যবহার করছে।

গত কয়েকদিনে নিজের মধ্যে ঘটে যাওয়া একটা পরিবর্তন উপলব্ধি করছে জিম। এমন নয় যে জিনিসটা নতুন, যেহেতু আগেও একবার অনুভব করেছে—বহুদিন আগে; বিপদ নাকের ডগায় এসে পৌঁছানোর আগে বোধহয় কেউই টের পায় না।

বিলি জোয়েল এবং জিপি কলিন্সেরও কৃতিত্ব আছে এতে, দু'জনেই সতর্ক করে দিয়েছিল ওকে। পরে, লাইন ক্যাম্পে শন ফ্রোমের উপস্থিতিতে আরেকটু সচেতন হয়েছে জিম। তবে শুধু এসবই নয়।

বাতাসে মৃত্যু আর ভয়াবহ বিপদের আভাস সতর্ক করে তুলেছে ওকে, পরিবর্তন এনে দিয়েছে ওর মধ্যে। সবকিছু যে ভেবে-চিন্তে করতে অভ্যস্ত জিম, তা নয়, বরং হামেশা স্রোতে গা ভাসিয়েছে বা প্রয়োজনের তাগিদে যা মনে হয়েছে তাই করেছে। রাইড করতে জানে ও, জানে ল্যাসো চালাতে; কিছুটা শূটিংও জানে। বেঁচে থাকার জন্য আরও কিছু জ্ঞান বা দক্ষতাও অর্জন করতে হয় মানুষকে। কিন্তু কেউ যখন নির্জন জায়গায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বা একাকী থাকে—সে নাবিক, রাইডার, জেলে বা সৈন্যই হোক—কিছুটা হলেও ভাবুক প্রকৃতির হতে বাধ্য। স্রেফ সময় কাটানোর জন্য হলেও ভাবতে হয়। জিমের প্রায়ই মনে হয় পরিবেশের উপর বিপদের সরাসরি প্রভাব রয়েছে।

ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারবে না জিম। এমনিতে কম কথার মানুষ ও, হাতের নাগালে পড়ার মত যা পায় তাই পড়ে। নিজেকে জ্ঞানী মনে না-করলেও এ-ব্যাপারটা সত্যি বলে বিশ্বাস

করে। এমনও সময় আসে যখন সত্যি সত্যি বিপদের উপস্থিতিতে ভারী হয়ে যায় বাতাস বা পরিবেশ।

এখন বোধহয় ঠিক তাই ঘটছে।

প্রতিটি রীজে ঘন পাইনের সারি, মাটি কামড়ে টিকে আছে ঢালু জমির বুকে; তবে উপত্যকার তলার দিকে সংখ্যা নিতান্ত কম। ঢালটা ক্রমান্বয়িক, টানা তলায় নেমে গেছে, সমতলের তুলনায় গভীরতা বড়জোর কয়েকশো ফুট বেশি।

সাঁঝের আঁধারিতে কালচে সাজ পেয়েছে পাইনসারি, তবে সূর্যের শেষ মুহূর্তের আলোয় কিছুটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে দূরের শাখাগুলো। উপত্যকার ঘাস বেশ উঁচু, হালকা বাতাসে মৃদু দুলছে; কিন্তু অন্য সবকিছু নিশ্চুপ, নিথর।

প্রায় নিঃশব্দে এগোচ্ছে ওরা।

ঘোড়ার পায়ের সঙ্গে ঘাসের হালকা সংঘর্ষের শব্দ শুনতে পাচ্ছে দু'জন, স্যাডলের খসখস শব্দও কানে আসছে। দূরে কোথাও ডেকে উঠল একটা রাতের পাখি। প্রতিটি মুহূর্তে রাইফেলের গুলির আশঙ্কা করছে ওরা, কিন্তু কোন শব্দ হলো না, কাউকে দেখতেও পেল না। কেবল ঝিরঝিরে বাতাসে ঘাসের বুকে মৃদুমন্দ কাঁপন আর মাথার উপর আকাশে অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে।

আরেকটু এগোতে দূর থেকে ঘোড়াটাকে দেখতে পেল ওরা। মাথা নিচু করে ঘাস খাচ্ছে ওটা, প্রেয়ারি ডগ ক্রীকের মাথায় ছোট্ট একটা টিলার উপর।

পাশেই পড়ে আছে হতভাগ্য লোকটি। বাতাসে কেঁপে উঠল শার্টের প্রান্ত, সিল্কের ব্যান্ডানা উড়ে এসে মুখের উপর পড়ল। নামার দরকার হলো না, দেখেই বোঝা যাচ্ছে মৃত, এবং একনজর দেখেই লোকটির পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গেল জিম। জর্জ গ্রে। দক্ষ কাউহ্যান্ড হিসাবে এলাকায় সুনাম ছিল। জর্জকে শেষ এলাকাটার দিকে দেখেছে জিম, ভাল একটা আউটফিট খুঁজছিল।

বাম কাঁধের চওড়া হাড়ের নীচ দিয়ে ঢুকে গেছে বুলেট, বেরিয়ে এসেছে শার্টের পকেট ফুটো করে। জখমের জায়গা আর ছুটে আসা গুলির কোণ অনুমান করে জিম সিদ্ধান্তে পৌঁছল বেশ কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে।

সদ্য যুবক বলা চলে। সুদর্শন হাসি-খুশি আমোদপ্রিয় তরুণ। একমাথা ঘন চুল, এখনও বাতাসে মৃদু মৃদু নড়ছে। জিমের মনে পড়ল পুবে কোথাও আত্মীয়-স্বজন আছে জর্জের। রোমাঞ্চকর জীবনের প্রত্যাশায় পশ্চিমে এসে বেঘোরে মারা পড়েছে ছেলেটা।

সাত

কেবিনে ফিরে আসার সময় তেমন কোন কথাই হলো না ওদের মধ্যে, এবং একেবারে দুপুরে খাবারের সময় ছাড়া কেবিনের কাছে গেল না কেউ।

মানুষের মৃত্যু দেখতে কারোই ভাল লাগে না, সে যে-ই হোক। জর্জ গ্রে বয়সে ছিল তরুণ, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা সদ্য যুবার এমন অকাল ও অস্বাভাবিক মৃত্যু মেনে নেওয়া কঠিন। ঘটনাটা উদ্বিগ্ন করে তুলেছে জিমকে, জর্জকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখে দুঃখ পেয়েছে; চারপাশে একটু স্কাউটিং করতে উদ্বেগ আরও বেড়ে গেল। চামড়ার নাল পরানো সেই ঘোড়াটার ছাপ রয়েছে ধারে-কাছে!

কোন কিছু বা কারও কাছ থেকে যখন হেঁটে সরে যাচ্ছিল জর্জ, তখনই পিছন থেকে গুলি খেয়েছে। জিমের ধারণা, বড়জোর

সত্তর ফুট দূর থেকে করা হয়েছিল গুলিটা। লাশের আশপাশে নানান চিহ্ন থেকে বোঝা গেছে তাড়াহুড়ো ছিল না জর্জের; যার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল বা যেদিকে যাচ্ছিল, এ-নিয়ে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা করছিল না।

মাটিতে যত চিহ্ন পড়ে বা থাকে, ঠিকমত দেখতে জানলে তারচেয়ে বেশিই বোঝা সম্ভব। এটা অভিজ্ঞতার ব্যাপার। জিম যে ট্র্যাকিংয়ে খুব দক্ষ, তা নয়, কিন্তু ওর বদ্ধমূল ধারণা আর যাই হোক এভাবে গুলি খাবে এমন কিছু আশা করেনি জর্জ গ্রে। হেঁটে সরে যাওয়ার এক পর্যায়ে থেমেছিল সে, সম্ভবত কিছু বলার জন্য বা দেখানোর জন্য, তারপর আবার হাঁটতে শুরু করে; তবে বেশিদূর যেতে পারেনি, চার-পাঁচ কদম এগোনোর পর পিছন থেকে আঘাত করে ঘাতক বুলেট।

গুলিটা যে-ই করে থাকুক, এরচেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় খুন হতে পারে না, জিম অন্তত দেখেনি। মাত্র একটা শট, নিপুণ নিশানায় করা। সম্ভবত জর্জের দেহ মাটিতে পড়ার আগেই মারা পড়েছে সে।

কেবিনে এমন কোন চিহ্ন নেই যা দেখে বোঝা যাবে কেউ এসেছিল। গল্প করার ইচ্ছে উবে গেছে দু'জনের, এমনকী খাবার তৈরি করার আগ্রহও পেল না কেউ। সেদ্ধ করা কিছু বীন ছিল, বিস্কুট সহযোগে খাওয়া সেরে নিল ওরা। শেষে কেবিন থেকে বেরিয়ে নদীর ফোর্ডের কাছে চলে এল জিম, চিহ্ন জরিপ করল কেউ নদী পেরিয়েছে কি-না, কিন্তু কোন ট্র্যাকই নেই।

হ্যাঙ্গিং ওয়্যানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকল জিম, নীরবে পানির কুলকুল ধ্বনি শুনছে, মৃদু শব্দে পাড়ের উপর আছড়ে পড়ছে ছোট ছোট ঢেউ। হঠাৎ উপলব্ধি করল আইজিকে নিয়ে বিরূপ পরিস্থিতির মুখে পড়ে গেছে। শুধু ভয় দেখানো বা ভড়কে দেওয়ার ব্যাপার নয়; সত্যিকার বিপজ্জনক পরিস্থিতি এটা, সামনে সমূহ বিপদ আর ঝামেলা রয়েছে।

ব্যাপারটা উপেক্ষা করার উপায় নেই। জর্জ গ্রের মত একই পরিণতি হতে পারে ওদের। কাউহ্যান্ড হিসাবে দক্ষ ছিল জর্জ, আগাগোড়া ভালমানুষ, চৌকস রাইডার। সম্ভবত সততার কারণেই আচমকা মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে ওকে। কেউ নিশ্চই চেয়েছিল সততা বিসর্জন দিক জর্জ। সেটা হয়নি বলেই ওর অকাল মৃত্যু।

সত্যি-মিথ্যে জানে না জিম, তবে ওর বদ্ধমূল ধারণা বাস্তবে এমন কিছুই ঘটেছে।

একই পরিণতি যদি ওর ভাগ্যে ঘটে, এ-নিয়ে আক্ষেপ করবে না কেউ। কয়েকটা দিন কেটে যাওয়ার পর বিস্মৃতির আড়ালে হারিয়ে যাবে জিম বেনবো। ব্যাপারটা ভাবুক করে তুলল জিমকে, এত সামান্য মানুষের দাম! পৃথিবীতে কিছুই কি রেখে যাবে না ও, এমন কিছু যাতে ওকে মনে রাখবে অন্তত গুটিকয়েক মানুষ?

কেবিনে ফিরে এসে দেখল পুরানো একটা পত্রিকা পড়ছে আইজি। মুখ তুলে তাকাল সে। 'কী মনে হয়, খুনী লোকটাই কি আমাদের দরজায় গুলি ছুঁড়েছিল?'

'উঁহুঁ, এমন সম্ভাবনা নিতান্ত কম। যদ্দূর বুঝেছি জর্জের খুনী অযথা সীসা নষ্ট করার পক্ষপাতী নয়, বরং বাইরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষায় থাকবে সে, সুযোগ পেলে নিখুঁত নিশানায় গুলি করবে। বেশি দূর থেকে নয়, আবার একেবারে কাছ থেকেও নয়।

'আইজি, এই লোকটাকে মোকাবিলা করতে হবে আমাদের। লোকটা জাত খুনী। কখনও যদি চামড়ার নাল পরানো ঘোড়ার পিঠে কাউকে দেখো, ভুলেও ওই লোকের দিকে পিছন ফিরো না—সে যে-ই হোক।'

কিছুক্ষণ ঠায় বসে থাকল নিগ্রো, শেষে বলল: 'লাশটা শহরে নিয়ে যাবে নাকি?'

'হ্যাঁ। জজের জেরার জন্য হয়তো কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে। সেক্ষেত্রে, হপ্তাখানেক বা তারও বেশি তোমার একা থাকতে হবে এখানে।'

'আমাকে নিয়ে চিন্তা কোরো না। নিশ্চিন্তে তোমার কাজ কোরো।'

জর্জ গ্রের লাশ নিয়ে যখন মাইলস সিটিতে পৌঁছল জিম, দেখল মূল রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে লোকজন। প্রথম দলের মধ্যে বিলি জোয়েল আর নেড স্টিলকে চোখে পড়ল ওর।

'লাশটা কার?' জানতে চাইল জোয়েল।

'জর্জ গ্রের।'

বিস্ময় ফুটল বার-জে মালিকের মুখে। 'জর্জ গ্রে? তুমি ওর লাশ পেলে কোথায়? আমি তো জানতাম চেরি ক্রীকের ধারে গরু পাঞ্চিং করছে ও।'

জর্জ গ্রের মৃত্যু সম্পর্কে নিজের জানা সবই সংক্ষেপে বলল জিম। খেয়াল করল চারপাশে কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে গেছে। একটু দূরে, কিন্তু শ্রুতিসীমার মধ্যে, এক লোককে সাইডওঅকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল জিম, চেনা চেনা মনে হচ্ছে লোকটাকে, কিন্তু ঠিক চিনতে পারল না। নেড স্টিলের একটা প্রশ্নে মনোযোগ সরে গেল ওর, র‍্যাঞ্চারের প্রশ্নের জবাব দিয়ে ফের যখন লোকটার দিকে তাকাল, দেখল উধাও হয়ে গেছে সে।

সহসা জিম বুঝে ফেলল কার চেহারার সঙ্গে মিল আছে লোকটার। আগন্তুকের মধ্যে এমন কিছু ছিল যা ভ্যান ফেনট্রেসের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে ওকে। ফেনট্রেসকে শেষ দেখেছিল ডাকোটায়।

পরদিনই শুনানির ব্যবস্থা করা হলো। আইনকে যা জানানো উচিত বলে মনে করেছে, অর্থাৎ খুনের রহস্য উদ্ঘাটন বা বিচারকার্যের জন্য অপরিহার্য নজির উপস্থাপন করল জিম; ও একরকম নিশ্চিত যে চামড়ার নাল পরানো ঘোড়ার মালিকই এই অপকর্মের হোতা, যদিও মাইলস সিটির লোকজনের কাছে

ব্যাপারটা একজন ইন্ডিয়ানের কাজ বলে মনে হবে। তবে এ-নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্য করল না জিম, চায় না লোকজন মনে করুক ইন্ডিয়ানদের দৌরাত্ম্য শুরু হয়েছে আবার।

গুজবে মেতে উঠছে লোকজন। এটাই সবচেয়ে বাজে ব্যাপার। এভাবে চলতে থাকলে নিরীহ মানুষও খেপে যাবে। খেপা লোকজনকে সংগঠিত করে ফেলবে কেউ। ইন্ডিয়ানদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়বে হুজুগে বাহিনী। মুখোমুখি হলে রেডস্কিনরাও ছেড়ে কথা বলবে না। তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। জিম হলফ করে বলতে পারবে চামড়ার নাল পরানো ঘোড়ার মালিক মোটেই ইন্ডিয়ান নয়, তাই সাক্ষী হিসাবে ঘটনা জানানোর সময় ঘোড়াটার ব্যাপারে কিছু বলল না, বরং অন্য যে-সব নজির দেখেছে বা পেয়েছে, তার উপর জোর দিল। শেষে যোগ করল: চেনা কারও হাতে খুন হয়েছে জর্জ গ্রে, মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগেও যার সঙ্গে কথা বলেছে, ঘুণাক্ষরেও আশা করেনি যে পিছন থেকে গুলি করবে লোকটা।

একটা কথা মুখ ফস্কে বলে ফেলার পরপরই মনে মনে আফসোস করল জিম।

'আবার দেখতে পেলে খুনীর ট্র্যাক চিনতে পারবে তুমি, মি. বেনবো?' জানতে চাইল এক জুরি।

'পারব বোধহয়।'

এই স্বীকারোক্তির সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে টার্গেট গ্যালারির ঠিক মাঝখানে দাঁড় করিয়ে ফেলল জিম বেনবো।

কোর্টরুমের একেবারে পিছন দিকে দু'তিনজন অপরিচিত লোক রয়েছে, এদের কাউকে ভাল করে দেখার সুযোগ হলো না জিমের। কামরায় আরও একজন রয়েছে, তবে একে চেনে জিম। পিট ফার্গো।

লিভারি স্টেবলের উল্টো দিকে এক ভাড়া বাড়িতে উঠেছে জিম। সে-রাতে স্রেফ অবচেতন মনের তাড়নায়, যতটা সম্ভব

সন্তর্পণে বিছানাটাকে কামরার অন্যপাশে সরিয়ে নিয়ে এল জিম। হালকা একটা কট মাত্র, সরাতে তেমন অসুবিধা হলো না বা কৌশল প্রয়োগ করতে হলো না। বুট আর জামাকাপড় খুলে শুয়ে পড়ল ও, কোর্টরুমে দেখা আগন্তুকদের কথা মনে করল। সহসা একজনকে চিনতে পারল—বাড রাসেল। ডাকোটায় ক্রে র‍্যান্ডের প্রতিনিধি। জেমসটাউনে ওকে দশ ডলার ধার দিয়েছিল সে।

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে জিম, দারুণ ক্লান্ত না-হলে হয়তো তখনই লাইন কেবিনের উদ্দেশে যাত্রা করত। থেকে গেছে বলে অনুতাপ হচ্ছে এখন।

পিস্তলে কখনোই চালু নয় ও, কিন্তু বিলি জোয়েল সাপ্লাই দিয়েছে যখন, ফেলে রাখা সমীচীন মনে করেনি বলে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। উইনচেস্টারটা তো আছেই। কটে যখন শুয়ে পড়ল, দু'হাতের কাছে থাকল দুই অস্ত্র।

ধীরে ধীরে নীরব হয়ে গেল চারপাশ। রাতের কোলাহল কমে আসছে। বোর্ডওঅকে বুটের শব্দ হলো, সশব্দে একটা দরজা আটকাল কেউ, তারপর দড়াম করে বোর্ডের উপর আছড়ে পড়ল কেউ, তীব্র খিস্তি আওড়াল। শেষে, একেবারে শান্ত হয়ে গেল সবকিছু। ঘুমিয়ে পড়ল জিম।

গুলির প্রচণ্ড শব্দে আচমকা ঘুম ভাঙল ওর। ঝট করে বিছানায় উঠে বসল জিম, হাতে সিক্সশূটার। উঠে বসার সময়ও আরেকটা বুলেটের দেয়াল ভেদ করার কুৎসিত শব্দ শুনল। সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের দিকে একটা বুলেট পাঠিয়ে দিল জিম।

মুহূর্ত কয়েকের নীরবতা, তারপর চড়া কণ্ঠের হৈচৈ শোনা গেল। হলরুমে রাগী স্বরে ঘটনার রহস্য জানতে চাইল কেউ, একের পর এক প্রশ্ন করছে। জিমের দরজায় করাঘাত হলো এবার। করাঘাত না-বলে বরং লাগাতার কিল-ঘুসি বলা উচিত। বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলল ও। বাড়ির মালিক দাঁড়িয়ে আছে সামনে, সঙ্গে নৈশ-পুলিশ, পিছনে কৌতূহলী আধ-ডজন মানুষের ভিড়।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল পুলিশ লোকটা।

'কেউ গুলি করেছে আমাকে,' জবাবে বলল জিম। 'ঘুম ভেঙে যাওয়ার পরপরই পাল্টা একটা গুলি করেছি আমি।'

হাতের লণ্ঠন উঁচু করে পুরো কামরায় তল্লাশি চালাল ওরা। সরু বোর্ডের দেয়াল ভেদ করেছে দুটো বুলেট। বিছানাটা না-সরালে বুলেট দুটো লাগত জিমের শরীরে।

'তুমি দেখছি বিছানা সরিয়ে ফেলেছ,' বলল বাড়ির মালিক। 'এমন কিছু হবে আগেই টের পেয়েছিলে নাকি?'

'পার্টিশনের ওপাশের লোকটা এত জোরে নাক ডাকছিল যে ঘুম আসছিল না, তাই বিছানা এখানে সরিয়ে নিয়ে এসেছি।'

মজার ব্যাপার, কথাটা বিশ্বাস করল সবাই। বেশিরভাগ লোক চেনে ওকে, জানে মারপিট করা ছাড়া এমনিতে নিরীহ মানুষ জিম বেনবো; ওর মত গোবেচারা মানুষকে ঘুমের মধ্যে গুলি করার কারণ বিস্ময় নিয়ে ভাবলেও কিনারা করতে পারল না কেউ। কারণটা অবশ্য ওর কাছেও অজ্ঞাত...যদি না অন্য কারও বাড়া ভাতে ছাই না-দিয়ে থাকে।

পুলিশ আর বাড়িঅলা চলে যাওয়ার পর বিছানাটাকে আগের জায়গায় এনে শুয়ে পড়ল জিম। আনমনে ভাবছে লাইন কেবিনের কাজটা নিয়ে ভুল করল কি-না। হয়তো ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যাওয়া উচিত। বহুদিন ধরে মনে এই স্বপ্নটা লালন করে আসছে ও, কিন্তু যাওয়ার সুযোগ হয়নি। শীতে দারুণ সুন্দর হয়ে ওঠে ক্যালিফোর্নিয়া।

সমস্যা হচ্ছে লাইন কেবিনে আইজিকে রেখে এসেছে। পশ্চিমের মানুষ হলে কথা ছিল না, কিন্তু আনাড়ি হওয়ায় শীতের মধ্যে একা কাজ সামলানো দূরে থাক, টিকে থাকাই কঠিন হবে আইজির জন্য।

সবচেয়ে বড় কথা, কখনও বিপদ দেখে পিছু হটেনি ও। এখন কেন হবে? এই গোয়ার্তুমি না-করলে হয়তো ত্রিশ ডলারের

কাউহ্যান্ড হয়ে থাকতে হত না।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল জিম।

সকালে শেভ এবং গোসল সেরে ম্যাককুইন হাউসে ঢুকে ভরপেট নাস্তা খেল। পকেটে পর্যাপ্ত টাকা নেই বটে, তবে খাওয়ার পরও যথেষ্ট থেকে যাবে।

কফি গিলছে, এ-সময় বিলি জোয়েলকে রেস্তরাঁয় ঢুকতে দেখল। ওর উল্টোদিকে বসল বার-জে মালিক।

'কেমন চলছে?'

'জর্জ গ্রেকে তো দেখেছ।'

'জানতে চেয়েছি গরুর কী অবস্থা?'

'বেশিরভাগই সেরা, হৃষ্টপুষ্ট। খারাপগুলোকে এখনই আলাদা করা উচিত। মি. জোয়েল, রেঞ্জে এমন বহু গরু আছে যেগুলোকে অযথাই পুষছ। আলাদা করার পর অনায়াসে বেচে দিতে পারবে ওদের।'

মিনিট কয়েক গরুর ব্যবসা নিয়ে কথা বলল ওরা। নেড স্টিলকে ঢুকতে দেখে নীরব হয়ে গেল দু'জন। এগিয়ে এসে ওদের শুভেচ্ছা জানাল স্টিল, তারপর একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

'জিম, আমাদের মধ্যে অনেকেই ভাবছে শিগ্‌গিরই একটা ক্লিন-আপ পার্টি গঠন করা উচিত,' বলল স্টিল। 'পুব মন্টানা থেকে পশ্চিম ডাকোটা পর্যন্ত, হয়তো পুরো অঞ্চল পরিষ্কার করা লাগবে।'

স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকল জিম, নিশ্চিত জানে এরপর কী বলবে মানুষটা।

'লড়াকু লোক হিসাবে সুনাম আছে তোমার।'

'আমার মুঠি দিয়ে, হ্যাঁ। মিথ্যে নয় কথাটা।'

'লড়াকু মানুষ, এটাই হচ্ছে পরিচয়, সেটা অস্ত্র আর মুঠিতেই হোক। ভাল কয়েকজন লোক চাই আমার, জিম, আছেও।' কয়েকটা নাম বলল সে, কিন্তু মাথা নাড়ল জিম।

নেড স্টিল ভালমানুষ। সৎ ও দক্ষ র‍্যাঞ্চার। মন্টানার সর্বত্র তাকে এক নামে চেনে সবাই। কিন্তু শান্তিবাহিনীর ধারণাটা মোটেই পছন্দ করতে পারছে না জিম।

'অস্ত্রে মোটেই চালু নই আমি,' বলল ও। 'আর আইনের ব্যাপারে আমি কখনোই নাক গলাই না। আইনকে আইনের নিয়মে চলতে দেওয়া উচিত। আমাদের মত মানুষ নাক গলাতে গেলে সমস্যাই হয়। এখানকার ল-ম্যানরা যদি সামলাতে না-পারে, তুমি বরং নতুন এবং যোগ্য কাউকে বেছে নিয়ো।'

'এই ঝামেলা সামাল দেওয়ার মত মুরোদ নেই ওদের, অত অস্ত্রশস্ত্রও নেই ওদের কাছে,' দৃঢ় স্বরে বলল নেড স্টিল। 'ভার্জিনিয়া সিটিতেও একই ঘটনা ঘটেছিল।'

হতে পারে। 'দুঃখিত, স্যার। আইনের চেয়ে বরং গরু পাঞ্চিংই ভাল বুঝি আমি।'

'রাসলারদের নাকের ডগার মধ্যে বাস করছ তুমি,' হাল ছাড়ল না স্টিল, তবে কণ্ঠে খানিকটা বিরক্তির ছোঁয়া। 'এমনকী তোমাকে গুলিও করেছে ওরা। এরপরও চুপ করে থাকবে?'

'অবস্থা দেখে তাই মনে হচ্ছে, হয়তো সত্যি ওদের নাকের ডগায় বাস করছি আমি,' স্বীকার করল জিম। 'কিন্তু বার-জের কোন গরুতে হাত না-দেওয়া পর্যন্ত কিছু করব না আমি। প্রয়োজনে জান দিয়ে লড়ব, কিন্তু মানুষ শিকারী নই আমি।'

আর কোন কথা না-বলে দুই র‍্যাঞ্চারই চলে গেল। খাওয়া শেষে আরও কফির ফরমাশ দিল জিম। লাইন ক্যাম্পে ওদের তৈরি কফির তুলনায় এটা বেশ হালকা, তবে কফি বলে কথা।

নিজের ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত জিম, কোন দিকে মনোযোগ নেই। হঠাৎ মেয়েলি কণ্ঠে চটকা ভাঙল। দুই র‍্যাঞ্চারের সঙ্গে আলাপ করার সময় এত ব্যস্ত ছিল যে অন্যদিকে নজর দেওয়ার ফুরসত পায়নি। ওর পরপর রেস্তরাঁয় ঢুকেছে মেয়েটা, পাশের টেবিলে বসেছে।

মেয়েটা অপূর্ব সুন্দরী।

'বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, স্যার। অটার ক্রীকে যাব কীভাবে, বলতে পারো?'

'অটার ক্রীক? সেটা নদীর মতই বড়, ম্যা'ম। মহিলাদের জন্য একটু বেশি দূর, ওটা এমন এক জায়গায়...'

'বেন ফিলিপসের বসতিতে যাব আমি।'

ছিপছিপে দেহ মেয়েটার, শহুরে বেশভূষায় দারুণ লাগছে। পশ্চিমে নতুন বোধহয়।

'তুমি ওর আত্মীয়?' জানতে চাইল জিম।

'আত্মীয় কি-না?' বিহ্বল দেখাল মেয়েটিকে, কিন্তু একটু পরই উজ্জ্বল হয়ে গেল মুখ। 'হ্যাঁ, নিশ্চই! বেন আমার ভাই।'

চেয়ার ঘুরিয়ে মেয়েটির মুখোমুখি হলো জিম, যথাসম্ভব সতর্ক কণ্ঠে বলল: 'জায়গাটা আহামরি গোছের কিছু নয়, ম্যা'ম। বলতে চাইছি...বছর খানেক আগে শেষবার যখন দেখেছি বেনকে, ভালই করছিল ও। কেবিনটা নিজের জন্য তৈরি করেছে ও, জুতসই কিছু হয়নি।

'কয়েকটা গরু আর ভাল কিছু ঘোড়া আছে ওর। সময় পেলে হয়তো দাঁড়িয়ে যাবে ওর ছোট্ট র‍্যাঞ্চ। তবে শহুরে কোন ভদ্রমহিলার জন্য উপযুক্ত জায়গা নয় ওটা।'

'সাহায্য দরকার ওর,' প্রায় নিস্পৃহ স্বরে কথাটা বলল মেয়েটি। 'আমার সাধ্যে কুলালে করব।' মুহূর্তের জন্য থেমে যোগ করল: 'এছাড়া আর কেউ নেইও।'

'ও কি জানে তুমি আসছ?'

'না। আমার আসার খবর পেলে মানা করবে বলেই জানাইনি।'

'ওদিকেই যাব আমি, ম্যা'ম,' নিজের পরিচয় জানাল জিম। 'বিলি জোয়েলের কাজ করি আমি। হ্যাঙ্গিং ওয়্যানে জোয়েলের একটা লাইন ক্যাম্প আছে। তোমাকে নিয়ে যেতে আপত্তি নেই আমার, কিন্তু আমার মতামত যদি জানতে চাও তা হলে বলব

'তুমি বরং শহরে থেকে যাও, বেনকে তোমার আসার খবর জানিয়ে দেব আমি।'

'সেটা একটু উদ্ভট হয়ে যায় না? আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কেন এতদূর আসবে ও? ওর যদি সত্যি সাহায্যের দরকার হয়ে থাকে, তা হলে অযথা কিছু মূল্যবান সময় নষ্ট হবে। আমি নিশ্চিত সময়টা ওর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

সুশ্রী মুখের দিকে চেয়ে তর্ক করা কঠিন, কিন্তু তারপরও শেষ চেষ্টা করল জিম। 'বেন কি তোমাকে জানিয়েছে যে বিপদে আছে ও?'

'না...কিন্তু ওর চিঠি পড়ে আমার তাই মনে হয়েছে।'

চিঠির ব্যাপারটা না-বললেও চলত। হাজির হয়ে গেছে যখন, মনে সংশয় ছিল বলেই এসেছে।

বেন ফিলিপস ছিপছিপে দেহের আইরিশ যুবক। ভালমানুষ। ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের রণাঙ্গনে সৈনিক ছিল একসময়। চার-পাঁচ বছর আগে মন্টানায় আসে প্রথম, চারপাশে ঘোরাঘুরি করার পর অটার ক্রীকের কাছে হোমস্টীড গড়ে। শুরু থেকে ঝামেলার মধ্যে কাটছে তার।

প্রতিবেশী কয়েকজন র‍্যাঞ্চার রয়েছে যারা নেস্টরদের একেবারে পছন্দ করে না, এদের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার আগেই ইন্ডিয়ান হামলার শিকার হয় ফিলিপস। তরুণ কয়েকজন বাক সহজ শিকার মনে করেছিল তাকে।

খাইবার পাসে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এখানে দারুণ কাজে লেগেছে বেন ফিলিপসের। ইন্ডিয়ানরা সুবিধা তো করতে পারেইনি, বরং একজন যোদ্ধা আর দুটো ঘোড়া হারিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, সঙ্গে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল আহত আরেক যোদ্ধার দেহ। এরপর থেকে সিয়োক্সরা আর ঘাঁটায়নি ফিলিপসকে।

সরাসরি শত্রুতা প্রকাশ করেনি কোন র‍্যাঞ্চার, কিন্তু আভাসে

বাক (Buck): ইন্ডিয়ান যোদ্ধা

সন্দেহের আঙুল নির্দেশ করছিল ফিলিপসের দিকে। যেখানে-সেখানে দাবি করল বেন আসার পর থেকে গরু খোয়া যাচ্ছে তাদের। এ-ধরনের মন্তব্যের পিছনে সত্য কমই থাকে, কিন্তু লোকজনের মনে সন্দেহ উস্কে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। পরে কী ঘটেছে জানা নেই জিমের, কারণ কিছুদিনের জন্য এখান থেকে চলে গিয়েছিল ও।

রেস্তরাঁয় মেয়েটিকে রেখে বাইরে সাইডওঅকে বেরিয়ে এল জিম।

বিলি জোয়েলকে দেখতে পেল, রোগান ব্রেভিনের সঙ্গে কথা বলছে।

ব্রেভিন এলাকার বড় র‍্যাঞ্চার। কাটখোট্টা টাইপের মেজাজী মানুষ। একটু বেশি মাত্রায় কর্তৃত্বপরায়ণ, তাই ব্রেভিনের অধীনে কাজ করতে অনীহা বোধ করে জিম, তবে একবার রাউন্ড-আপের সময় কাজ করেছে তার সঙ্গে। অন্য যে-কোন র‍্যাঞ্চের চেয়ে ক্রুদের বেশি বেতন আর ভাল খাবার দেয় সে, কিন্তু উগ্র মেজাজের কারণে তাকে পছন্দ নয় জিমের। তবে এটা ঠিক যে, এলাকায় সম্ভবত সবচেয়ে সফল র‍্যাঞ্চার রোগান ব্রেভিন। তার কথার দাম অনেক।

সরাসরি কঠিন চাহনিতে ওকে দেখল ব্রেভিন। 'মেয়ে পটানো শুরু করলে কবে থেকে, বেনবো? তুমি তো এমন ছিলে না! কে ও?'

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে জানাল জিম। 'ভাইয়ের স্প্রেডে যেতে চায় ও।'

কথাটা বলে ফেলার পর জিমের মনে পড়ল রোগান ব্রেভিন ফিলিপসের উপর নাখোশ হওয়া র‍্যাঞ্চারদের একজন। ফিলিপসের কম বদনাম করেনি সে, শুধু সরাসরি রাসলার হিসাবে অভিযোগ করাই বাকি ছিল।

'ওকে নিয়ে যেয়ো না ওখানে,' চাঁছাছোলা কণ্ঠে জানিয়ে দিল সে, প্রায় নির্দেশের মত শোনাল কথাটা। শুনেই ভিতরে ভিতরে

খেপে গেল জিম, তবে নিজেকে সামলে নিল। রোগান ব্রেভিনের চাকুরি করে না ও।

'আমাকে নিয়ে যেতে অনুরোধ করেছে মেয়েটা। তাই করব আমি।'

সরু হয়ে গেল ব্রেভিনের চোখ। 'ঈশ্বরের কসম, বেনবো, আমি তোমাকে বলেছি...পরে কিন্তু দোষ দিতে পারবে না...'

'হ্যাঁ, বলেছ,' র‍্যাঞ্চারের মুখের কথা কেড়ে নিল জিম। 'আমার যা খুশি করব, নিজের চরকায় তেল দাও তুমি।'

জিমের আশঙ্কা হলো ব্রেভিন হয়তো ঘুসি মেরে বসবে ওকে, কিন্তু শ্রাগ করল র‍্যাঞ্চার, বলল: 'বেশ, নিয়ে যাও ওকে। তারপর গোল্লায় যাও!'

ঘুরে দাঁড়াল জিম, এগোনোর সময় পিছনে রোগান ব্রেভিনের কণ্ঠ শুনতে পেল: 'ও যদি আমার কাজ করত, এতক্ষণে চাকুরি নট করে দিতাম।'

'কিন্তু লাইন ক্যাম্পে থাকার সাহস ও ছাড়া বোধহয় আর কারও নেই। ও যদি দ্বিগুণ বেতন চাইত, তা হলেও রাজি হতাম আমি,' জবাবে বলল বিলি জোয়েল। 'এটা তুমিও জানো, রোগান। তা ছাড়া, জিম বেনবো ভালমানুষ।'

'হতে পারে...আমি শুধু ভাবছি কাজটা নিতে কেন এত আগ্রহ ছিল ওর। আর ফিলিপসের বোনটাকে ওখানে নিয়ে যেতেই বা এত আগ্রহ কেন ওর?'

জবাবে কী বলেছে বার-জে মালিক, শুনতে পেল না জিম। শুনতে চায়ও না। নিজের উপর ভয় হচ্ছিল ওর, মনে হচ্ছিল দু'জনের কথা আরও শুনলে খেপে গিয়ে হয়তো রোগান ব্রেভিনের নাকের ডগায় ঘুসি বসিয়ে দেবে। সত্যি যদি তাই করে, পরিণামে আচ্ছা মার যে খাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

জো গ্যাননের মতই দৈত্যাকার দেহ ব্রেভিনের, সম্ভবত আরও ক্ষিপ্র। সত্যি কথা হচ্ছে, বছর খানেক আগে একবার গ্যাননকে

পিটিয়েছে ব্লেভিন। বেধড়ক পিটিয়েছে, ঘটনাটা নিজের চোখে দেখেছে জিম।

তখনই চিন্তাটা উঁকি দিল ওর মনে। আইজির কাছ থেকে তালিম নেওয়া উচিত। মারপিটের কিছু কৌশল যদি শেখা যায়, কে জানে ভবিষ্যতে কাজে লাগতেও পারে! লাইন কেবিনে কাজের ফাঁকে ফাঁকে শিখে নিতে পারবে। সময়টাও ভাল কাটবে তাতে।

শহর থেকে যখন বেরোল ওরা, পাশের মেয়েটির কথা ভাবছে না জিম। বেন ফিলিপস সম্পর্কে রোগান ব্লেভিনের কয়েকটা মন্তব্য মনে পড়ছে ওর। ব্লেভিন একরোখা মানুষ, যখন কিছু একটা বিশ্বাস করে, কোনভাবেই তার মত পরিবর্তন করা যায় না। শত্রু হিসাবে এরা খুবই বিপজ্জনক হয়।

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল ক্যারেন ফিলিপস। 'আহ্, এত সতেজ বাতাস!' বিস্ময় আর মুগ্ধতা মেয়েটির কণ্ঠে। 'এত সুন্দর জায়গা! বেন কেন এখানে এসেছে, এবার বুঝতে পারছি!'

'ঠিকই বলেছ, ম্যাম,' অন্যমনস্ক স্বরে বলল জিম, তবে বাতাস বা সুন্দর প্রকৃতির কথা ভাবছে না ও, ভাবছে রোগান ব্লেভিনের কথা।

আট

লালচে চুল মেয়েটার, সোনালি কিংবা আগুনরঙাও নয়; নিটোল রোদপোড়া মুখের সঙ্গে দারুণ মানিয়ে গেছে। ছিপছিপে দীর্ঘ দেহ। বেগুনী রঙের চোখ, নাকের উপর কয়েকটা ফুটকি রয়েছে।

'সরাসরি আয়ারল্যান্ড থেকে এসেছ?' জানতে চাইল জিম।

'হ্যাঁ।'

'তুমি নিশ্চই ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য অধীর হয়ে পড়েছ।'

'ভাই হলেও বাবার মতই আমার দেখাশোনা করেছে ও।'

'আর কেউ নেই তোমাদের?'

'হ্যাঁ, রবার্ট আছে অবশ্য। সবার বড় ও। খুব ছোট থাকতে ঘোড়া থেকে পড়ে পা ভেঙে যায় ওর। সেই থেকে পঙ্গু হয়ে আছে।'

এগিয়ে চলল ওরা। মাইলের পর মাইল পথ পিছনে ফেলে যাচ্ছে। নিজের ঘোড়াকে সঠিকভাবে চালাচ্ছে ক্যারেন, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ আইরিশদের মধ্যে বেশিরভাগ মহিলা ঘোড়ায় চড়তে পটু। বেন ফিলিপস নিজেও ঘোড়ার যাদুকর, যে-কোন ঘোড়ায় চড়তে পারঙ্গম। বেশ কিছু বুনো ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছে ও। একেবারে শান্ত হয়ে গেছে ওগুলো। অথচ মন্টানায় যেরকম কঠোরভাবে ঘোড়াকে পোষ মানানো হয়, বেনের পদ্ধতি সে-তুলনায় অনেক কোমল আর ভদ্র।

ক্যারেন ফিলিপস পরিপূর্ণ লেডি। ওর মধ্যে এমন শান্ত সৌন্দর্য রয়েছে যে দ্বিতীয়বার তাকাতে বাধ্য হবে যে-কোন পুরুষ।

'অচেনা কারও সঙ্গে কথা বলে ঝুঁকিই নিয়েছিলে তুমি,' অনেকক্ষণ পর বলল জিম।

স্মিত হাসল ক্যারেন। 'ঠিক অচেনা বলা যাবে না, মি. বেনবো, নির্ভরযোগ্য লোক হিসাবে তোমাকে দেখিয়ে দিয়েছে একজন। তখনই আমার মনে পড়ল যে চিঠিতে তোমার কথা লিখেছিল বেন।'

'কে আমাকে দেখিয়ে দিল?'

সামান্য ইতস্তত করল মেয়েটি, শেষে বলল: 'মি. ফার্গো।'

'পিট ফার্গো?' রীতিমত বিহ্বল হয়ে গেছে জিম।

'আসলে আগে থেকে চিনি ওকে। আমাদের ল-ইয়ার কাজ করায় এমন একটা ফার্মের হয়ে কাজ করে ও। আমি মাইলস সিটিতে আসব শুনে ল-ইয়ার চাচা মি. ফার্গোর সঙ্গে দেখা করতে বলল। ব্যস্ততা না-থাকলে সে-ই নিয়ে যেত আমাকে। শেষে তোমার কথা বলল।'

আলাপ চালিয়ে গেল ওরা, এবার পথ যেন দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত একটা ব্যাপার খেয়াল করল জিম, কীভাবে যেন ওকে প্রভাবিত করে ফেলেছে ক্যারেন—অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে ও, নিজের আর আইজির সম্পর্কে বলে গেল—কীভাবে পরিচয় হলো, ওকে কী পরামর্শ দিয়েছে আইজি এবং নিজস্ব একটা জমির মালিক হওয়ার জন্য কী ভাবছে।

'যতই ভাবি না কেন, বাস্তবে অবশ্য এমন কিছু হবে না কখনও,' শেষে বলল ও। 'নগদ টাকা নেই আমার কাছে, এবং যোগাড় করতে পারব বলেও মনে হয় না।'

'কিন্তু গরু বা রেঞ্জ সম্পর্কে অনেক জানো তুমি। টাকা আছে এমন কেউ যদি তোমার জ্ঞান কাজে লাগায়?'

'মামুলি একজন কাউহ্যান্ডের সঙ্গে এমন কারও পরিচয় হয় কখনও?'

কিন্তু মনে মনে আশান্বিত হয়ে উঠেছে জিম, বেশ কয়েকটা আইডিয়া খেলে গেল মাথায়। ব্যাপারটা হঠাৎ করে ঘটেছে, আগে কখনও এভাবে ভাবেনি। একটা ভাবে তো অন্যটাকে যাচাই করার ইচ্ছে তীব্র হচ্ছে।

এটা সত্যি যে র‍্যাঞ্চিং করার জন্য বহু মানুষই টাকা বিনিয়োগ করেছে। ওয়াইওমিং-এর বহু আউটফিটের মূলধন বাইরের কিছু মানুষ যুগিয়েছে, কিন্তু র‍্যাঞ্চ পরিচালনা করছে স্থানীয় অভিজ্ঞ কোন ক্যাটলম্যান।

বেন ফিলিপসের হোমস্টীডের অবস্থান এবং বেসিনের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশদ জানতে চাইল ক্যারেন। উল্টাপাল্টা প্রশ্ন

করছে না মেয়েটি, বরং প্রতিবার ঠিক প্রশ্নটাই করছে; তাই জবাব দেওয়াও সহজ হয়ে গেল জিমের জন্য। বেন ফিলিপসের সবচেয়ে বড় সমস্যা, ক্যারেনকে জানাল ও, বড়সড় কয়েকটা আউটফিটের মাঝামাঝি ওর অবস্থান। তবে সবার মধ্যে রোগান ব্লেভিনই বেশি বিপজ্জনক।

রাসলিং সম্পর্কে জানতে চাইল মেয়েটি—কীভাবে করা হয়। ব্র্যান্ডিং রড বা সিনশের ব্যবহার বিশদভাবে ব্যাখ্যা করল জিম, ব্র্যান্ড বদল করার কিছু উদাহরণ উল্লেখ করল যাতে সহজে বুঝতে পারে ক্যারেন।

ব্র্যান্ডের কারসাজি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচমকা একটা রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল, জিম উপলব্ধি করল খুব সহজে রোগান ব্লেভিনের আর-বি মার্কাকে র‍্যাফটার-৪৪ বানানো সম্ভব। শন ফ্রোমের কাছে এই ব্র্যান্ডের কথা শুনেছিল। জিমের মনে হচ্ছে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে এমন মার্কা পছন্দ করা হয়েছে।

সূর্যাস্তের সময় টাং ক্রীকের ধারে পৌঁছল ওরা। স্যাডল ছেড়ে নামল দু'জন, চট করে ক্যারেনের জন্য একটা লীন-টু তৈরি করে ফেলল জিম। পশ্চিমে অনভ্যস্ত মেয়েটাকে খোলা জায়গায় ঘুমাতে দেওয়া ঠিক হবে না। এক পাশে আগুন জ্বালাল ও। মোটামুটি নিশ্চিন্ত যে সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলা থাকায় ওকে বিরক্ত করতে আসবে না কেউ। অন্য কোথাও হয়তো একজন লেডিকে বিরক্ত করতে সাহস পাবে অপরাধীরা, কিন্তু পশ্চিমে নয়। হোক না বৈরী অস্থির একটা দেশ, হাজার অপরাধী বা ব্যর্থ মানুষ ঠাঁই গেড়েছে এখানে; কিন্তু ন্যূনতম এটুকু মর্যাদা নারীকে দেয় সবাই।

সভ্য জীবনে অভ্যস্ত হচ্ছে সবাই। একটু একটু করে গড়ে উঠছে নতুন এক সভ্যতা। এখানে গরু বা ঘোড়াচোরকে যতটা ঘৃণার চোখে দেখা হয়, মহিলাদের উত্ত্যক্তকারীকে তারচেয়েও বেশি ঘৃণার চোখে দেখা হয়। পৃথিবীর অন্য কোথাও হলে হতে পারে, কিন্তু পশ্চিমে, এই সময়ে কোন মহিলাকে বিরক্ত বা উত্ত্যক্ত

করে পার পাবে না কেউ। তেমন ঘটনা ঘটলে সাধারণ মানুষ নির্ঘাত লিঞ্চ করবে লোকটাকে, ফাঁসিতে লটকে দেবে তৎক্ষণাৎ। আউটলরা উত্যক্তকারীকে লিঞ্চ করেছে, এমন ঘটনাও ঘটেছে।

খাওয়ার পর আগুনের পাশে বসে অনেকক্ষণ কথা বলল ওরা। পুরুষদের বাচাল করে তোলার জন্য বোধহয় সুন্দরী মেয়ের উপস্থিতিই যথেষ্ট। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত জিম, বেডরোলে শুয়ে পড়ার সময় ভাবল, ওর বা মন্টানার বর্তমান হাল সম্পর্কে বিস্তর জেনে গেছে ক্যারেন ফিলিপস, অথচ আয়ারল্যান্ড বা নিজের সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানায়নি।

বেন ফিলিপসের স্প্রেডের কাছাকাছি চলে এসেছে, এ-সময় বি-পি ব্র্যান্ড মারা প্রথম বলদটা ক্যারেনই দেখতে পেল। একজন কাউহ্যান্ডের দ্বিতীয় প্রবৃত্তি হচ্ছে সরাসরি না-তাকিয়েও গরুর ব্র্যান্ড দেখে নেওয়া। চলার পথে নির্দিষ্ট কোন দিকে না-তাকিয়ে পেরিয়ে যাওয়া প্রতিটি ঘোড়া দেখে নেয় সে, কোনটার দিকেই বিশেষ মনোযোগ দেয় না। এটা কাউহ্যান্ড মাত্র আয়ত্ত করে নেয়। অথচ ক্যারেন ফিলিপস পশ্চিমে নতুন, পাঞ্চার তো নয়ই। বেশ চটজলদি গরুর পালের মধ্যে বি-পি ব্র্যান্ডটা দেখেছে ক্যারেন, এবং চট করে সম্পর্কটাও আবিষ্কার করে ফেলল।

'ওটা নিশ্চই বেনের গরু,' বলল মেয়েটি। মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করার পর বলল, 'এই ব্র্যান্ডটাও র‍্যাফটার-৪৪ বানানো সম্ভব, তাই না?'

'হ্যাঁ, ম্যাম।' তা হলে সত্যিকার পরিস্থিতি ঠিকই বুঝে নিয়েছে মেয়েটি, আনমনে ভাবল জিম। খানিকটা অনিচ্ছার সুরে বলল, 'আর-বির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা, র‍্যাফটার-৪৪ বানানো সম্ভব।'

'নিশ্চই,' চিন্তিত দেখাল ক্যারেনকে। 'এজন্যই বেনকে সন্দেহ করে মি. ব্লেভিন।'

'আরও কারণ আছে, বরং সেটাই মুখ্য...র‍্যাঞ্চার মাত্রই

হোমস্টীডারদের পছন্দ করে না। এরা উড়ে এসে জুড়ে বসে কি-না। কখনও কখনও মাংসের দরকার হলে বড় র‍্যাঞ্চারের গরু জবাই করে ফেলে হোমস্টীডাররা। করুক বা না-করুক, প্রায় সব হোমস্টীডার এই সন্দেহের পাত্র। র‍্যাঞ্চের জমি দখল ছাড়াও পানি এবং ঘাসও ব্যবহার করে এরা। র‍্যাঞ্চাররা এই জিনিসটা বেশি অপছন্দ করে।'

'পানির কি এতই গুরুত্ব?'

'হ্যাঁ। এখন হয়তো অনেক পানি রয়েছে রেঞ্জে, এ-বছর পর্যাপ্ত বৃষ্টি হয়েছে কি-না, কিছুদিন আগেও বিগ হর্ন এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু শুকনো মরসুম এলে কেউই মাথা ঠিক রাখতে পারে না। যার যার চাহিদা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ম্যাম, তুমি যদি থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকো, ঝামেলা হবে এমন চিন্তা মাথায় নিয়ে থাকতে হবে। তৈরি থাকতে হবে তোমার। এখানকার প্রায় কোন র‍্যাঞ্চারই তোমার ভাইকে পছন্দ করে না।'

ঘাড় ফিরিয়ে জিমের দিকে তাকাল ক্যারেন। 'কিন্তু তুমি তো বড় একটা র‍্যাঞ্চের কাজ করছ, অথচ আমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে কিছু বলছ না।'

'হয়তো ওকে পছন্দ করি বলে। বেন নিরীহ মানুষ, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে, কারও সাতে-পাঁচে নেই। তবে নিজের অধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার। ভালমানুষ মাত্র তাই করা উচিত। ওকে পছন্দ না-করার জন্য শুধু এটাই যথেষ্ট।'

লাগাম টেনে ঘোড়া দাঁড় করাল জিম। 'বেনের কেবিন বেশি দূরে নেই আর, মিস্ ফিলিপস। একটা কথা বলে দেওয়া ভাল। শান্তি বাহিনী গঠন করার কথা ভাবছে মাইলস সিটির লোকজন। যদি তাই ঘটে, ওই বাহিনীকে নিজের পছন্দমত চালাবে ব্রোগান ব্লেভিন। সে যা বলবে, তাই করবে ওরা।

'ব্লেভিন এক কথার মানুষ। চরমপন্থী। চোর তাড়াতে গিয়ে সৎ দু'জন নেস্টরকে ফাঁসিতে লটকে দিতেও বাধবে না ওর। তা

ছাড়া, শান্তি বাহিনী বরাবরই সীমা লঙ্ঘন করে। প্রথমে এলাকা উজাড় করে ফেলে ওরা, তারপর ব্যক্তিগত বিদ্বেষ মিটিয়ে নেয়। বেনকে বোলো ও যেন বাড়ির কাছে থাকে সবসময়। ব্লেভিন যদি শান্তি বাহিনীকে নেতৃত্ব দেয়, নির্ঘাত সন্দেহজনকদের তালিকার প্রথমে থাকবে বেন।'

'বেন? অসম্ভব! গরু দূরে থাক, কারও কোন কিছু চুরি করবে না বেন। তা ছাড়া, চুরি করতে যাবে কেন? ব্যাপারটা হাস্যকর লাগছে আমার কাছে।'

'ব্লেভিনকে বোলো কথাটা।'

এক ঘণ্টা পর গন্তব্যে পৌঁছল ওরা।

দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল বেন ফিলিপস, কপালে হাত তুলে রোদ থেকে দৃষ্টি আড়াল করল। বাদামি চুলের মানুষ সে, জিমের চেয়ে একটু বেশি লম্বা, ছিপছিপে মেদহীন দেহ; দেখেই বোঝা যায় প্রচণ্ড পরিশ্রমী। হাঁটার মধ্যে এক ধরনের চপলতা রয়েছে, যা দেখে অন্যদের মনে হতে পারে বেন সারাক্ষণ অস্থিরতায় ভোগে, তবে আসলে মোটেই নার্ভাস নয় সে। অন্যরা যাই বলুক, জিমের ধারণা বেন ফিলিপস শক্ত ধাতুতে গড়া।

কয়েক কদম এগিয়ে এল সে, ততক্ষণে আঙিনায় প্রবেশ করেছে জিম আর ক্যারেন। বেনের চাহনি দেখেই বোঝা যাচ্ছে যা দেখছে, বিশ্বাস করতে পারছে না।

'ক্যারেন?' বিহ্বল অবিশ্বাসী কণ্ঠে শব্দটা উচ্চারণ করল বেন ফিলিপস। *'ক্যারেন!'*

ঝটিতি স্যাডল ছাড়ল ক্যারেন, উড়ে গিয়ে ভাইয়ের বাহুতে ধরা দিল। চলে যাওয়ার জন্য ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল জিম।

মুখ তুলে তাকাল বেন, বোনকে সরিয়ে দিল একপাশে। 'যেয়ো না, জিম। ভিতরে এসো।'

'এমনিতে দেরি হয়ে গেছে,' বলল জিম। 'গতকালই আমার ফেরার কথা ছিল। আইজি নিশ্চই দুশ্চিন্তা করছে।'

'নিগ্রো লোকটার কথা বলছ?'

'দেখেছ ওকে?'

'এদিক দিয়ে যাচ্ছিল সেদিন,' অদ্ভুত চাহনি দেখা গেল বেনের চোখে। 'জানতাম না লাইন কেবিনে দু'জন আছ তোমরা।'

'আমি যাচ্ছি,' বললেও ঘোড়ার লাগাম ঢিলে করেনি জিম। 'আমার যদি কিছু করার থাকে, বলতে দ্বিধা কোরো না।' কথাটা ক্যারেন ফিলিপসের উদ্দেশে বলেছে ও, বলার পরপরই হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়াকে আগে বাড়াল।

কিন্তু আঙিনার কিনারে এসে প্রায় থামিয়ে ফেলল ঘোড়াটাকে। মাটিতে গেঁথে আছে ওর দৃষ্টি। এরচেয়ে স্পষ্ট আর হতে পারে না, এবং একটা নয়, অন্তত এক ডজন। ট্রাফের দিকে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল জিম, যেন পানি খাওয়াবে ওটাকে; যদিও তাই করল, এবং এই সুযোগে চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

ওঅটর ট্রাফের ধারেও ছাপ রয়েছে, কিছু পুরানো কিছু নতুন। প্রতিটি ছাপ রহস্যময় সেই ঘোড়ার—চামড়ার নাল পরানো।

*

পাহাড়ের চূড়ার কাছে স্থির হয়ে আছে রূপালি চাঁদ। দূরে করুণ সুরে ডেকে উঠল একটা কয়োট। ফোর্ড পেরিয়ে হ্যাঙ্গিং ওয়্যানের ওপাড়ে উঁচু জায়গায় উঠে এল জিমের ঘোড়া। অন্ধকার কেবিন দেখে শঙ্কিত মনে লাগাম টানল জিম।

'আইজি?' নিচু স্বরে ডাকল ও। 'আইজি কাস্টার?'

কাঠের স্তূপের কাছ থেকে ভেসে এল নিগ্রোর কণ্ঠ, এত নিচু স্বর যে জিমের সন্দেহ হলো আদৌ ঠিক শুনেছে কি-না।

'ম্যান, তোমাকে দেখে জানি পানি ফিরে পেলাম!' স্বস্তি আইজির কণ্ঠে। 'এদিকে মহা ঝামেলা হয়ে গেছে, একেবারে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার দশা আমার!'

'রাক্ষুসে খিদে লেগেছে। আমি খেতে বসছি, তুমি বরং বলতে থাকো।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডল-ব্রিডল খুলে ওটাকে করালে ছেড়ে দিল জিম, কেবিনে ফিরে দেখল টেবিলে খাবার গোছাচ্ছে আইজি, টমেটোর একটা ক্যানের উপর মোমবাতি জ্বালিয়েছে।

'এ-ক'দিন সন্ধ্যা নামার আগে খেয়ে নিতাম,' জানাল নিগ্রো। 'ঘুমাতাম ভোরের দিকে। এখন বুঝতে পারছি রাইলি কেন পিছনের দেয়ালে লগ খুলে লুকানো একটা দরজা তৈরি করেছিল।'

মাংস, সীম আর রুটি। গোগ্রাসে গিলছে জিম। এদিকে বলে যাচ্ছে আইজি: 'দরজায় বেশ কয়েকবার গুলি করেছে ওরা। তেলের ল্যাম্পের চিমনি ভেঙে ফেলেছে, আর আরেকটু হলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল কেবিনে। এসব করেও ক্ষান্ত হয়নি, দু'দিন আগে এক রাতে রহস্যময় কিছু রাইডার এসেছিল।'

'রহস্যময় রাইডার?'

'হ্যাঁ। উদ্ভট পোশাক ছিল ওদের পরনে। বর্ষাতির মত আলগা কাপড়। ওরা বোধহয় ভেবেছিল ভড়কে যাব আমি।' ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে হাসল আইজি। 'পেঁচা বা ভূত দেখার বয়স অনেক আগেই ফেলে এসেছি।

'প্রথমে কেবিনের চারপাশে চক্কর কাটল ওরা, উদ্ভট চিৎকার জুড়ে দিল। শুনতে শুনতে যখন কান ঝালাপালা হয়ে গেল, আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। ওদের ডেকে বললাম চেঁচিয়ে যদি গলা শুকিয়ে গিয়ে থাকে তো ক্রীক থেকে পানি পান করে যেন তেষ্টা মিটিয়ে নেয় সবাই। শুনেই ভয়ানক খেপে গেল ওরা, বাপ-মা তুলে গালাগাল করল আমাকে, আর বলল তুমি ফিরে আসার আগেই যেন কেটে পড়ি, নইলে তোমাকে সহ ঝুলিয়ে দেবে আমাকে।'

শন ফ্রোম বা শর্টি গোরের সঙ্গে মেলে না ব্যাপারটা। এ-ক্ষেত্রে সরাসরি গুলি করত ফ্রোম, দারুণ রগচটা লোকটা। সম্ভবত রোগান ব্লেভিনের লোক এরা, ভাবল জিম।

পরের কয়েকদিন প্রচুর খাটল ওরা, বেশিরভাগ সময় একসঙ্গে থাকল; নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া আলাদা হলো না, হলেও বেশিক্ষণের জন্য নয়।

আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে, ঠাণ্ডার পরিমাণ বেড়েই চলেছে। প্রচুর কুয়াশা পড়ছে। গাছের পাতা লাল আর সোনালি বর্ণ ধারণ করেছে। রাতের বেলায় সবুজ কটনউড ছিপছিপে সোনালি মোমবাতির অবয়ব ধারণ করে, সামান্য বাতাসে জ্বলজ্বল করতে থাকে। উপত্যকায় থাকে ঘোলাটে কুয়াশার চাদর।

ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করছে ওরা, আরও গরু তাড়িয়ে নিয়ে আসছে কেবিনের দিকে। সূর্য পুরোপুরি ডুবে গেলে বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ হয়। যতক্ষণ স্যাডলে থাকছে, হাতের কাছে তৈরি রাখছে রাইফেল। চেনা বা অচেনা, কাউকেই চোখে পড়েনি এ-কয়েকদিন।

তারপর, কয়েকটা দিন ব্যস্ততার মধ্যে কাটানোর পর কাজে বিরতি দিল ওরা। কাস্তেয় ধার দিয়ে উপত্যকার ঘাস কাটতে শুরু করল। ওয়্যাগনের পাটাতন আর দেয়াল মেরামত করে খড় জমিয়ে ফেলল করালে, জুত মত বেঁধে রাখল যাতে বাতাসে খসে না-পড়ে। ছেলেবেলা থেকে খড় কাটতে অভ্যস্ত জিম, কিন্তু আবিষ্কার করল আইজির তুলনায় ও নস্যি। আইজির কাস্তে চালানোর ভঙ্গিই আলাদা—একেক পোঁচে কয়েক মুঠো করে খড় কেটে ফেলে সে।

এক রাতে কেবিনের কোণে একটা ব্যারেলের উপর জমে থাকা তুষার চোখে পড়ল।

দু'তিনদিন যখন আগে-ভাগে কাজ শেষ হয়ে গেছে, জিমকে মুষ্টিযুদ্ধের তালিম দিয়েছে আইজি। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মাইলস সিটি ত্যাগ করার আগে কয়েকটা দস্তানা যোগাড় করে ফেলেছে নিগ্রো, সত্যি কথা বলতে কি জিপি কলিন্স ওকে দিয়েছে জিনিসগুলো। গাছপালার নীচে খোলা এক টুকরো জায়গা রয়েছে,

সেখানেই অনুশীলন করল ওরা। কাঠের গুঁড়ো দিয়ে একটা ব্যাগ ভরে গাছ থেকে ঝুলিয়ে দিল, শীতের জন্য কাটা কাঠ থেকে গুঁড়ো সংগ্রহ করেছে।

মুষ্টিযুদ্ধের কয়েকটা কৌশল ওকে শেখাল আইজি—কীভাবে সরাসরি ঘুসি হাঁকাতে হয়, জ্যাব কষতে হয়, কিংবা প্রতিপক্ষের ঘুসি এড়িয়ে যেতে হয়; মুখোমুখি অবস্থায়, যখন নাকে-নাক ঠোকাঠুকি হওয়ার অবস্থা, তখন কীভাবে আক্রমণ করতে হয়, কিংবা নিজের বেগতিক অবস্থায় কীভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীর সুবিধা নষ্ট করে দেওয়া যায়। কুস্তির কয়েকটা কৌশলও জিমকে দেখিয়েছে আইজি, বক্সিং রিংয়ে হয়তো কাজে আসবে না; কিন্তু রাস্তার লড়াইয়ে দারুণ কার্যকরী হতে পারে।

অনুশীলন করতে গিয়ে মুষ্টিযুদ্ধে আইজির দক্ষতা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল জিম। দারুণ ক্ষিপ্র সে, তাড়াহুড়ো করে না কিংবা মার খেলেও বোঝা যায় না আসলে কতটা যন্ত্রণা অনুভব করছে, অথচ জিম একবারও ঠিকমত আঘাত করতে পারেনি তাকে।

কিন্তু শুরু থেকে ব্যাপারটাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে জিম। মারপিট খুব পছন্দ ওর, উপভোগ করে, প্রচুর উত্তেজনা আর আনন্দের খোরাক রয়েছে এতে। আইজি কাস্টার জানেও কীভাবে শিখাতে হয়।

'মুষ্টিযুদ্ধের কৌশল, যার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও রয়েছে,' ব্যাখ্যা করল নিগ্রো। 'আসলে বহু বছর ধরে শিখেছে মানুষ। হাত ঘুরিয়ে ঘুসি দেওয়ার চেয়ে সরাসরি মারাই সহজ, কারণ ওভাবে টার্গেট আর তোমার দূরত্ব কম। মনে রাখবে, টার্গেটে পাশ থেকে ঘুসি মারার চেয়ে ওটার হৃৎপিণ্ড বরাবর ঘুসি হাঁকানো অনেক বেশি কার্যকরী।'

রাতে আর কোন উপদ্রব হয়নি এ-কয়েকদিন। কঠিন, কষ্টসাধ্য, একঘেয়ে এবং রীতিমত ক্লান্তিকর কাজ; কিন্তু সামান্য অনীহাও নেই ওদের। দায়িত্বে অবহেলা করলে চলে না। মাঝে

মধ্যে একটা দিনের বিরতি নেয়, এক-দুই ঘণ্টার জন্য মুষ্টিযুদ্ধ অনুশীলন করে; কিন্তু যাই করুক, সারাক্ষণই অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি রয়েছে জিমের, যেন বোকার স্বর্গে বাস করছে ওরা।

বেন ফিলিপসের স্প্রেডে যাওয়ার ইচ্ছে চেপে রেখেছে জিম, তবে প্রায়ই অবাধ্য হয়ে ওঠে ইচ্ছেটা। আগ্রহের কারণ জানে ও, কিন্তু এটুকু বিবেচনা আছে যে ক্যারেন ফিলিপসের মত মেয়ে চল্লিশ ডলার মাইনে পাওয়া কোন কাউহ্যান্ডের প্রতি আগ্রহ বোধ করবে না। চোস্ত ইংরেজি বলে মেয়েটা, যে-অভ্যাস কখনও করতে পারেনি জিম।

জিম মাইলস সিটি থেকে ফিরে আসার পর কেবিনের উদ্দেশে গুলি করেনি কেউ, কিংবা আশপাশে চামড়ার নাল পরানো ঘোড়ার কোন ট্র্যাকও চোখে পড়েনি ওদের।

সবকিছু ঠিকভাবে চলছিল, তারপর একদিন সকালে জড়ো করা গরুর কাছে গিয়ে ওরা আবিষ্কার করল রাতের বেলায় ষাট-সত্তরটা গরু একত্র করে দক্ষিণে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে কেউ।

'কিছু খাবার সঙ্গে নেওয়া দরকার,' আইজিকে বলল জিম, সিদ্ধান্ত নিতে এতটুকু দেরি করেনি। 'ফিরে আসতে হয়তো কয়েকদিন লেগে যাবে।'

'চোট্টাদের পিছু নেবে?'

'তবে কী!'

ওরা যখন যাত্রা করল, সূর্যোদয়ের পর এক ঘণ্টাও পেরোয়নি। চওড়া ট্রেইল ধরে দক্ষিণে, হ্যাঙ্গিং ওম্যানের ওপাশে উপত্যকার দিকে এগোল।

নয়

চলার পথে ভাবনার সুযোগ পাচ্ছে জিম বেনবো। স্পষ্ট চওড়া ট্রেইল, ট্র্যাক দেখে বোঝা যাচ্ছে নিশ্চিন্তে এগিয়েছে রাসলাররা। কেউ অনুসরণ করতে পারে ভাবলেও আমল দেয়নি কিংবা ধরে নিয়েছে কেউ এলেও তাদের ঠিক সামলাতে পারবে। রাসলাররা যাই ঠিক করে থাকুক, দুটো ক্ষেত্রেই সমূহ বিপদে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে জিম আর আইজির।

তবে এ-নিয়ে ভাবছে না জিম। বিচ্ছিন্ন সূত্রগুলো জোড়া লাগানোর চেষ্টা করছে, এর বেশ কয়েকটা একেবারে স্পষ্ট।

প্রথমে পিট ফার্গো। লোকটা যদি সত্যি পিঙ্কারটন গোয়েন্দা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে তার সঙ্গে ক্যারেন ফিলিপসের ল-ইয়ারের যোগাযোগ থাকার ঘটনা মিলে যায়। ভ্যান ফেনট্রেসকে খুঁজছে সে, কিন্তু ফেরারী এই আউটলকে শেষ ওরা দেখেছে ডাকোটায়···এমনও হতে পারে মাইলস সিটিতে তাকেই দেখেছে জিম, যদিও নিশ্চিত নয় ও। ওর দেখার ভুলও হতে পারে।

ফার্গোর উপস্থিতির ব্যাখ্যা মিলে যায়, সম্ভবত ভ্যান ফেনট্রেসের পিছু নিয়ে এখানে এসেছে সে; কিংবা রাসলিঙের কিনারা করতে এসেছে এখানে। পিঙ্কারটন গোয়েন্দারা সাধারণত ট্রেন ডাকাতির তদন্ত করলেও কখনও কখনও রাসলিঙের ব্যাপারেও কাজ করে।

জিমটাউনে বাড রাসেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল জিমের, ওর

পুরানো বন্ধু ক্লে র‍্যান্ডের হয়ে কাজ করছে লোকটা। টাকা আছে রাসেলের, আর জিম যা শুনেছে তাতে মনে হচ্ছে র‍্যান্ড রীতিমত টাকার কুমীর বনে গেছে। কোন না কোন উৎস থেকে এই টাকা এসেছে।

ক্লে র‍্যান্ড সম্পর্কে জানা সব তথ্য নিজের মনে উল্টেপাল্টে দেখল জিম, শেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছল র‍্যান্ডের সমৃদ্ধির মূলে যদি রাসলিং হয়, একটুও অবাক হবে না। ডাকোটা অঞ্চলের সমস্ত ট্রেইল ওর নখদর্পণে, অনায়াসে মন্টানা এবং ওয়াইওমিং নিয়ে যেতে পারবে চুরি করা গরু।

অবৈধ পথে কামানো টাকা কখনও সন্তুষ্টি আনে না। সব চোরই নিজেকে অতি চতুর ভাবে, মনে করে যেভাবে হোক পার পেয়ে যাবে; কিন্তু আসলে সে নেহাত বোকা কিংবা অতি অহংবাদী।

দারুণ চাতুর্যের সঙ্গে গরু সরাচ্ছে রাসলাররা, লাগাতার সাফল্য তাদের অতি আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে; কিন্তু অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস বিপর্যয় ডেকে আনে। সৎ নিরীহ মানুষকে ঠকিয়ে স্বার্থ সিদ্ধি করে ওরা, কখনও উপলব্ধি করে না যে সৎ মানুষও খেপে যেতে পারে। নেড স্টিল, বিলি জোয়েল আর রোগান ব্লেভিনের কথাবার্তা শুনে জিম বুঝেছে ওই সময়টা অতি আসন্ন।

প্রতিটি ঘটনার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করলেও চামড়ার নাল পরানো ঘোড়ার ব্যাপারে একেবারে ব্যর্থ হয়েছে জিম। কোনভাবেই মেলাতে পারছে না। ওর বদ্ধমূল ধারণা এসবের সঙ্গে গভীর কোন সম্পর্ক আছে ঘোড়াটার।

'প্রন্তো,' হঠাৎ নীরবতা ভাঙল আইজি। 'আমাদের গরু যদি খুঁজে পাই, কী করবে?'

'এখনও সিদ্ধান্ত নিইনি। হয়তো ফিরে এসে দল ভারী করার চেষ্টা করব, কিংবা চড়াও হব ওদের উপর, গরু ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব।'

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল নিগ্রো, কিছু বলল না।

চমৎকার জমি। ঠিক মরসুমে সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ তৃণভূমিতে রূপ পেয়ে যায়। পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত বা শীতের বরফ গলে যথেষ্ট পানি জমলে, সতেজ ঘাসের অভাব হবে না। জিমের অনুমান গরু নিয়ে সরাসরি হ্যাঙ্গিং ওম্যানের দিকে চলে গেছে রাসলাররা।

'স্কুঅ বাটের দিকে যাচ্ছে ওরা,' জানাল জিম। 'ওখান থেকে বিয়ার লজ মাউন্টেন পাড়ি দেবে।'

'কী মনে হয়, ক'জন আছে ওরা?'

'চার কি পাঁচজনের ট্র্যাক দেখেছি। স্কুঅ ক্রীকে পৌঁছব যখন, বড়জোর এক ঘণ্টা ব্যবধান থাকবে আমাদের মধ্যে। কমও হতে পারে, কারণ গরু নিয়ে এগিয়েছে ওরা, আর আমরা রাইড করছি। আমার ধারণা, ধারে-কাছে কোথাও কিছু সময়ের জন্য গরু লুকিয়ে রাখবে ওরা।'

ট্রেইল ক্রীকের ধারে একটা পাহাড়ী চাতালের নীচে ক্যাম্প করল ওরা। একপাশে মাটির উঁচু ঢিবি রয়েছে, পাশেই ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে ঝর্নার একটা শাখা। বড় কোন গাছ নেই কোথাও, খর্বাকৃতির কয়েকটা উইলো আর চোকচেরি রয়েছে শুধু, তবে একটু দূরে অগভীর নিচু জায়গায় ঘাস রয়েছে, যেখানে ঘোড়াগুলোকে রেখে এসেছে ওরা।

একেবারে ছোট্ট করে আগুন জ্বালিয়েছে, এত ছোট যে দুই মুঠো দিয়ে আড়াল করা যাবে আগুনটাকে। সামান্য ধোঁয়া যাও-বা উঠছে, উইলোর শাখা আর বাতাসের কারণে মিলিয়ে যাবে বাতাসে।

বেডরোলে শুয়ে পড়ল জিম, দু'হাতের তালুয় মাথা রেখে তাকিয়ে থাকল তারাজ্বলা আকাশের দিকে। বেন ফিলিপসের বাড়ি গিয়ে অস্বাভাবিক একটা জিনিস আবিষ্কার করেছে, যা তলে তলে করে খাচ্ছে ওকে—চামড়ার নাল পরানো ঘোড়ার উপস্থিতি। এই

লোকের হাতে খুন হয়েছে জর্জ গ্রে। ক্যারেন ফিলিপসের মুখটা ভুলতে পারছে না জিম...কে যে সেই সৌভাগ্যবান মানুষটি হবে! ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল ও।

সূর্য ওঠার আগেই যাত্রা করল ওরা, দ্রুত এগোল স্কুঅ বাটের দিকে। জিমের সন্দেহ ওখানেই রাত কাটিয়েছে রাসলাররা, আবার যাত্রা করার জন্য নিশ্চই তাড়াহুড়ো করছে না। সামনে পাউডার নদী পেরোতে হবে। পৌঁছতে দেরি হয়ে যাওয়ায় গতরাতে নিশ্চই চেষ্টা চালায়নি ওরা, কারণ এক পাল গরু নিয়ে অন্ধকারে নদী পেরোনো সহজ নয়। একই কারণে দিনের আলো পুরোপুরি ফুটে ওঠার আগে নিশ্চই নদী পেরোবে না। নদীটা তেমন গভীর নয়, কিন্তু কয়েক জায়গায় চোরাবালি রয়েছে। বেফাঁস পা ফেললে স্রেফ তলিয়ে যাবে গরু, দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে তুলতে হবে তখন।

ঘণ্টা খানেক পর, সূর্য যখন দূরের পাহাড়ের পিছনে উঁকি দিচ্ছে, স্কুঅ বাটের পশ্চিম এলাকায় গাঢ় ছায়ায় পৌঁছে গেছে জিমরা। রাসলাররা যদি চালাক হয়ে থাকে, বাটের উপরে একজনকে রাখবে যাতে পিছনের ট্রেইলের উপর নজর রাখতে পারে। তবে এতক্ষণে ওদের আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠার কথা। বাটের উপরে কেউ যদি থাকেও, জিমের ধারণা লোকটাকে ফাঁকি দিতে পেরেছে, কারণ গাছপালার ঘন আড়াল ব্যবহার করে এখানে পৌঁছেছে ওরা, দূর থেকে ওদের দেখতে পাওয়ার মত পর্যাপ্ত আলো এখনও ফোটেনি।

বাটের পার্শ্ব-ঢাল ধরে উঠতে শুরু করল ওরা, যতটা সম্ভব পাইনের আড়াল ব্যবহার করছে, যদিও কোথাও কোথাও আড়াল নেই তেমন। রীজের উপরে পৌঁছল ওরা। জায়গাটা ঘন গাছপালায় পূর্ণ। কিনারায় আসতে ওপাশের নিচু জমিতে জমায়েত করা গরুর পাল দেখতে পেল। মাইল কয়েক দূরে। ক্রিসেন্ট ক্রীকের পাড়ে, পালের ওপাশে স্পটেড হর্স ক্রীক।

বাটের কিনারা ধরে দক্ষিণে এগিয়ে চলল ওরা, সারাক্ষণ আড়ালে থাকছে। হঠাৎ ক্ষীণ ধোঁয়ার রেখা চোখে পড়ল জিমের, আরেক জায়গায় ধুলো দেখতে পেল—একটা ঘোড়াকে সামলাতে বেগ পাচ্ছে এক রাসলার, হাতের ল্যাসো দিয়ে নির্দয়ভাবে আঘাত করছে ঘোড়াকে। দূরে থাকায় লোকটার চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

ওপাশে নীচের জমিন খুঁটিয়ে দেখল জিম। ছোট্ট একটা ড্র স্পট করল, যেটা ধরে ক্যাম্পের কাছে পৌঁছে যেতে পারবে। আইজিকে পথটা দেখিয়ে দিয়ে যাত্রা করল ও। পিছু নিল নিগ্রো।

কাছাকাছি এসে আরেকবার ভাল করে চারপাশ দেখে নিল। চারজন রাইডারকে দেখতে পাচ্ছে, অস্পষ্ট চারটা কাঠামো, এদের উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হলেও কারও চেহারাই দেখতে পাচ্ছে না। সম্ভবত এটাই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। এদের পরিচয় জানা দরকার ছিল। একটু পর কোন্ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, কে জানে! কেউ কেউ আছে খুবই অস্থির এবং বেপরোয়া, সামান্য উস্কানি পেলে লড়াই শুরু করে; কেউ একেবারে নিস্পৃহ থাকতে জানে। দুই দলের কাউকে নিয়ে চিন্তা নেই জিমের, বরং মাঝামাঝি রয়েছে যারা, তাদের নিয়েই চিন্তিত, কারণ হুট করে বোকার মত অস্বাভাবিক কাজটা করে বসে এরা।

ঘুরপথে ঠিক উল্টোদিকে চলে এল ওরা, নদীর উজানে, তারপর পাউডার নদী পেরিয়ে পাড় ধরে স্পটেড হর্সের কাছে পৌঁছল। যা অনুমান করেছিল জিম, মাত্র একজন রাইডার গরুর সঙ্গে নদী পেরিয়েছে, অন্যরা পিছনে রয়েছে, তাড়া দিচ্ছে গরুগুলোকে। সামনের লোকটা আর কেউ নয়, শর্টি গোর।

উইলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সে, গরুগুলোকে একসঙ্গে রাখার প্রাণান্ত চেষ্টা করছে। ত্রিশ গজের মধ্যে আসার আগে জিমকে দেখতেই পেল না। দেখতে পেল যখন, বুক বরাবর ধরা জিমের হাতের উইনচেস্টারটাও দেখতে পেল।

গোঁয়ার প্রকৃতির অস্থির লোক হলেও বোকা নয় শর্টি গোর। পরিস্থিতি বুঝে নিতে একটুও সময় লাগল না, লাগাম ছেড়ে দিয়ে মাথার উপর হাত দুটো তুলে ফেলল সে।

'আইজি, এই ব্যাটার শরীরে একটা গেরো দাও তো,' চাপা স্বরে নির্দেশ দিল জিম। 'তারপর ওর অস্ত্রগুলো নিয়ে নাও।'

ল্যাসো চালানোয় আইজি একটা প্রতিভা! বাফেলো বিল শো-তে এসব কৌশল শিখেছিল সে। জিমের নির্দেশ তামিল হতে একটুও দেরি হলো না, শর্টির কাঁধ দিয়ে পিছলে নেমে গেল ছুঁড়ে দেওয়া ল্যাসো, আঁটসাঁট হয়ে চেপে বসল। টেনে-টুনে পরখ করল নিগ্রো, তারপর বন্দির অস্ত্র দখল করার জন্য এগিয়ে গেল। দক্ষ হাতে শর্টির দেহ তালাশ করল, তারপর দড়ির হ্যাঁচকা টানে শর্টিকে নামিয়ে আনল মাটিতে। আউটলর ব্যান্ডানা খুলে দলা পাকিয়ে মুখে ঢুকিয়ে দিল, তাকে ওখানেই অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে এগিয়ে গেল অন্যদের দিকে।

কাজটা প্রায় অনায়াসে হয়ে গেল। আপসে ধরা দিল যেন ওরা, পাউডার নদী পেরিয়ে নিজেদের অজান্তে উপস্থিত হলো জিমদের রাইফেলের মুখে।

সবাইকে নিরস্ত্র করে জুত করে একসঙ্গে বাঁধল ওরা। কাজ শেষে কয়েক কদম পিছিয়ে এল জিম, জানতে চাইল: 'গরুগুলোকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে?'

উত্তর দিল না কেউ।

উত্তর পাওয়ার আশাও করেনি জিম। 'দেখো, বেশ ভোগান্তি গেছে আমার,' শেষে বলল ও। 'অনেক পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি এখানে, ঝামেলাও কম পোহাতে হয়নি। সবই তোমাদের কারণে। সঙ্গে দড়ি আছে, আশপাশে গাছেরও কমতি নেই, এবং এমন কেউও নেই যে তোমাদের ঝুলিয়ে দিতে গেলে বাধা দেবে।'

'সত্যি কথা বলতে কী,' যোগ করল ও। 'শান্তি বাহিনী গঠন করার চিন্তা করছে মাইলস সিটির লোকজন। তোমাদের পেলে

বর্তে যেত ওরা। তবে ওদের মত অতটা কঠিন নই আমি, ভাবছি: একটা সুযোগ দেব। ঘটে বুদ্ধি থাকলে আর নিজের ভাল চাইলে এখান থেকে চলে যাবে, টেক্সাসে যেতে পারলে হয়তো রক্ষা পেয়ে যাবে এ-যাত্রা।'

শর্টি গোর ছাড়া আর কাউকে চেনে না জিম, যদিও একজনকে পরিচিত মনে হচ্ছে, কোথাও দেখেছিল নিশ্চই। বর্বর একটা দল, সবার কাছে শুনেছে জিম, কিন্তু শোনা কথায় কাউকে ঝুলিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী নয় ও। একটা সুযোগ সবারই পাওয়া উচিত। রোগান ব্লেভিন থাকলে বোধহয় কারও সঙ্গে কথা বলার ঝামেলায়ও যেত না, ধরা মাত্র ঝুলিয়ে দিত।

'তোমাদের ঘোড়া আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাচ্ছি, তবে ছেড়ে দেব সবাইকে। বিনে পয়সায় একটা পরামর্শও দেব: লেজে আগুন লাগা ঘোড়ার মত ছুটবে। ফের যদি এখানে দেখি তোমাদের, পরেরবার কিন্তু এমন দয়া দেখাব না।'

একটা শব্দও খরচ করল না কেউ। রাসলারদের সব ঘোড়া জড়ো করল আইজি, শেষে একজনের বাঁধনের গেরো ঢিলে করে দিল। গরুর পাল নিয়ে নদী পেরিয়ে বাড়ির পথ ধরল ওরা।

'এজন্য হয়তো আফসোস করবে তুমি,' মৃদু স্বরে মন্তব্য করল আইজি। 'ওই গোর লোকটা·· তোমাকে একটুও পছন্দ করে না।'

'সুযোগ পেয়েছে ওরা, কাজে লাগানো বা না-লাগানো ওদের ব্যাপার।'

মনে-প্রাণে তাই বিশ্বাস করে জিম। চালাক হলে সত্যি সত্যি তল্লাট ছেড়ে এখনই চলে যাবে ওরা, কিন্তু খারাপ মানুষ সহজে হাল ছাড়তে চায় না, বিশ্বাসও করতে চায় না যে থেমে যাওয়ার সময় হয়েছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে হয়তো ভুল বুঝতে পারে, কিন্তু তখন আর কিছু করার থাকে না। জিমের সন্দেহ এদের কেউই এলাকা ছেড়ে যাবে না। তবে এও ঠিক কাউকে ফাঁসিতে লটকে দেওয়ার ইচ্ছেও নেই ওর।

পিছনের ট্রেইলে সারাক্ষণ নজর রেখেছে ওরা। কেউ অনুসরণ করছে না।

'দয়া দেখানো মহানুভবতা, প্রন্তো,' বলল আইজি। 'কিন্তু দয়ারও একটা সীমা আছে। খারাপ মানুষ অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এমন এলাকায় বাস করে এই দয়া দেখানোর মানে হয় না।'

ঠিকই বলেছে আইজি, জানে জিম, বোঝেও। কিন্তু নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকতে চায় ও। হ্যাঁ, সুযোগ সব মানুষেরই পাওয়া উচিত। এটাই শেষ। এরপর আর কোন দুর্বলতা দেখাবে না। ঝামেলা চায় না ও, অতীতে এতটা পেয়েছে যে শান্তিতে দু'দণ্ড কাটানোর জন্য এই ছাড়।

সে-রাতে হালকা তুষার পড়ল, কিন্তু পরদিন দুপুরে একেবারে উধাও হয়ে গেল। চারপাশে ঝকঝকে আবহাওয়া। যথেষ্ট ঘাস রয়েছে আশপাশে, জিমরাও তাড়া দিচ্ছে না, তাই ঘাসের সদ্ব্যবহার করে ধীরে-সুস্থে এগোচ্ছে গরুর পাল।

একদিন পর লাইন কেবিনে পৌঁছল ওরা। রাতে আগুনের পাশে এসে বসেছে দু'জন। *পুলিশ ম্যাগাজিন*-এর পুরানো একটা কপি পড়ছে আইজি, আর জীর্ণ *হিস্টরি অব ইংল্যান্ড* হাতড়াচ্ছে জিম। বইটা এখানে রেখে গিয়েছিল কেউ। লাইন কেবিনে এসেছে বেশ কিছুদিন হয়েছে, কিন্তু কখনও খুলে দেখেনি; ইচ্ছেটা হয়েছে ক্যারেন ফিলিপসের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর।

পড়া শুরু করেছে, এ-সময় বাইরে একজনের কণ্ঠ শুনতে পেল।

'হ্যালো, কেউ আছ?' মিনিট দুয়েকের নীরবতার পর সরাসরি ডাকল লোকটা। 'বেন? কথা ছিল তোমার সঙ্গে।'

হাত বাড়িয়ে রাইফেল তুলে নিল আইজি। লণ্ঠনের আলো কমিয়ে উঠে দাঁড়াল জিম। কণ্ঠের মালিককে চিনতে পেরেছে।

দরজা খুলে ডাকল ও: 'ব্রে? ব্রে র‍্যান্ড?'

'বেন না-হয়েই যায় না!' র‍্যান্ডের উৎফুল্ল কণ্ঠ। 'বেয়াড়া বলদটা দেখছি একটুও বদলায়নি! তোমাকে দেখে খুশি হয়েছি,

বেন।'. ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগিয়ে এল সে, চাপা সতর্কতা রয়েছে চলাফেরায়।

'তুমি একা?' জানতে চাইল ক্লে র‍্যান্ড। জিমকে ছাড়িয়ে গেল তার দৃষ্টি, অন্ধকার দরজা দিয়ে ভিতরে তাকাল, তবে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সারা ঘরে উনুনের কোমল আভা চোখে পড়ছে, জানে জিম, জানালার কাছে চলে গেছে আইজি, দরজা দিয়ে দেখা যাবে না ওকে।

'আমার কাছ থেকে দশ ডলার পাওনা আছ তুমি, ক্লে,' বলল জিম। 'প্রথম বেতন পেলে দিয়ে দেব।'

'দূর, ভুলে যাও!' দারুণ শক্তিশালী কালো একটা ঘোড়ায় চড়েছে ক্লে র‍্যান্ড, ঝকঝকে স্যাডল আর ব্রিডল। সবকিছুতে টাকার গন্ধ।

স্যাডলের পমেলে একটা পা আটকে আয়েশ করে সিগারেট তৈরি করল র‍্যান্ড। 'আমার ছেলেদের সঙ্গে বেশ কঠিনই হয়ে গিয়েছিলে তুমি,' মৃদু স্বরে বলল সে। 'পায়ে হাঁটতে বাধ্য করেছ ওদের।'

'আমি যতটা পথ রাইড করে ওদের কাছে গেছি, অতটা পথ হাঁটতে হয়নি ওদের।'

তীক্ষ্ণ চাহনি ছুঁড়ে দিল র‍্যান্ড। 'অবস্থা কী মনে হলো তোমার?'

'ক্লে, তুমি বোধহয় ভুলেই গেছ কার সঙ্গে কথা বলছ। বহুদিন ধরে তোমাকে চিনি আমি, এবং মনেও রেখেছি। ওরা যেভাবে গরুর পাল নিয়ে যাচ্ছিল, আমি জানতাম সামনে কোথাও তাজা ঘোড়া রাখা আছে, বাড়তি কিছু লোকও নিশ্চই অপেক্ষা করছিল, যাতে গরুর পাল আরও দূরে কোথাও নিয়ে যেতে সমস্যা না-হয়। তোমাকে যেহেতু চিনি, তাই জানি জায়গাটা কোথায়—বছর কয়েক আগে ওখানে ক্যাম্প করেছিলাম আমরা। তোমার মন্তব্যটাও মনে আছে, বলেছিলে ওই জায়গা খুঁজে পাওয়া যে-কারও জন্য কঠিন হবে, যদি না আগে থেকে চেনা থাকে। হ্যাঁ, ডেড হর্স ক্রীকের কথা

বলছি। ক্রীকের পিছনের নচে ঘোড়া তৈরি রেখেছ তুমি, ক্লে।'

হাসল র‍্যান্ড, কিন্তু হাসিতে বিন্দুমাত্র আমোদ নেই। ডেড হর্স ক্রীকের পিছনের ওই জায়গার কথা জিমের মনে আছে, শুনেই খেপে গেছে। ভুলেই গিয়েছিল জিমের সঙ্গে থেকে কীভাবে খুঁজে পেয়েছিল জায়গাটা।

'প্রন্তো, আমার সঙ্গে যোগ দিচ্ছ না কেন? বিশ্বাস করো, অল্পদিনে ধনী হয়ে যাবে তুমি।'

'রোগান ব্লেভিনকে চেনো?'

'ছেলেদের মত নোংরা কাজ করতে হবে না তোমার,' বলে গেল ক্লে র‍্যান্ড; জিমের কথায় ভ্রূক্ষেপ করছে না। 'আমাদের কোন একটা ক্যাম্প সামাল দিলেই চলবে।'

'এই তল্লাট পরিষ্কার করবে রোগান ব্লেভিন,' একই সুরে নিজের কথা বলে গেল জিম। 'হাতে কয়েকটা দড়ি নিয়ে বেরোবে ও। তোমার জায়গায় থাকলে এখান থেকে কেটে পড়তাম আমি, ক্লে। উঁহুঁ, তোমার সঙ্গে যোগ দিয়ে কপাল পোড়াতে রাজি নই। আমাকে তো চেনোই, ব্র্যান্ডের সঙ্গে বেঈমানি করি না। বরং প্রয়োজনে রক্ত দেই। এবারও তাই দেব।'

বিরক্ত হয়েছে ক্লে র‍্যান্ড, এবং উদ্বিগ্নও, জিমের ধারণা। তবে রোগান ব্লেভিনকে নিয়ে নয়।

'বেন, আমি যে এখানে এসেছি, ছেলেদের অনেকেই পছন্দ করেনি ব্যাপারটা। তোমাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার জন্য উসখুস করছে ওরা। হয় তোমাকে দেশছাড়া করবে, নয়তো খুন করে ফেলে রাখবে কোথাও। আমার সঙ্গে যদি যোগ নাই দেবে, তা হলে চলে যাও...কথাটা আর বলব না কিন্তু।'

'ক্লে,' নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করল জিম। 'অযথাই চেষ্টা করছ। তুমি নিজেও জানো ভয় দেখিয়ে আমাকে তাড়াতে পারবে না।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ক্লে র‍্যান্ড। 'গোল্লায় যাও তুমি!' এগোতে

গিয়েও নিরস্ত হলো সে, ঘাড় ফিরিয়ে বলল: 'প্রন্তো, চামড়ার নাল পরানো ঘোড়াটায় কে চড়ে, জানো তুমি?'

'লোকটা যেই হোক, ও-ই জর্জ গ্রের খুনী। আমার ধারণা খুনের তদন্ত করার জন্য শিগ্‌গিরই কয়েকজন ডেপুটি চলে আসবে এখানে।'

চলে গেল ক্লে র‍্যান্ড, কিন্তু একাধিক দুশ্চিন্তার খোরাক রেখে গেল জিমের জন্য। চামড়ার নাল পরানো ঘোড়ার মালিকের পরিচয় জানে না র‍্যান্ড, তারমানে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় লোকটা রাসলারদের কেউ নয়—অন্তত র‍্যান্ডের দলের নয়।

আসলে খুব কম গরুচোরই খুনী হয়ে থাকে। গরু চুরি করে ওরা, সিঁদেল চোর যেমন ঘরের জিনিস চুরি করে; কোণঠাসা হলে বা পালিয়ে যাওয়ার সময় কিংবা বন্দিত্ব এড়ানোর জন্য খুনোখুনি করে। ব্যাপারটা লড়াইয়ের সময় ঘটে, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় কোন রাসলারই খুনখারাবিতে যায় না।

সে-রাতে ক্রীকের সমস্ত পানি জমে বরফ হয়ে গেল। পরদিন সকালে বরফের মধ্যে কীভাবে গর্ত করতে হয়, আইজিকে দেখিয়ে দিল জিম। গর্তটা জুতমত তৈরি না-করলে বেশিদিন টেকে না, আবার গরুর পক্ষে পানি পান করতেও অসুবিধা হয়।

দশ

পরের সপ্তাহ নিরুপদ্রবে কেটে গেল ওদের, কোনরকম ঝামেলাই হলো না। এরচেয়ে শান্তিপূর্ণ জীবন কোন কাউহ্যান্ড আশা করে না। দ্বিতীয়দিন প্রায় এক টাব ডুনাট তৈরি করল আইজি, যখনই

বাইরে গেল ওরা, সঙ্গে স্যাডলব্যাগ ভরা ডুনাট নিয়ে গেল।

আবহাওয়া মন্দ নয়। বেশিরভাগ সময় আকাশ পরিষ্কার, তবে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে সারাক্ষণ। বরফের উপর গর্ত করে রাখতে হচ্ছে যাতে পানি পান করতে পারে গরুর দল। মাঝে মধ্যে তুষারের উপর গরুর ট্র্যাক পরীক্ষা করছে ওরা। একবার বিশাল একটা বলদকে ক্রীকের ঝোপে ভরা তলা থেকে টেনে-হিঁচড়ে তুলতে হলো। পানির খোঁজে গিয়ে আটকা পড়েছিল ওটা। সপ্তাহের শেষ দিকে বাছুর শিকার করতে আসা একটা পাহাড়ী সিংহ মারল আইজি। দু'দিন পর একদল নেকড়ের মুখে পড়ে গেল জিম, দুটোকে খুন করে তবে বেরিয়ে আসতে পারল।

আগে থেকে খাটছে ওরা, তাই প্রথম তুষার পড়ার আগেই বেশিরভাগ গরুকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। জায়গাটার আয়তন বড়জোর পাঁচ বর্গমাইল হবে। বাতাস থেকে রক্ষা পাওয়ার মত উপযুক্ত আশ্রয় রয়েছে, খাবার বা পানির অভাব নেই। জিমরা কাজ শুরু করার আগে এ-গরুগুলোই ত্রিশ মাইল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল।

এ-কয়েকদিন লাইন কেবিনের ধারে-কাছে আসেনি কেউ, কোনরকম ঘোড়ার ছাপও দেখতে পায়নি ওরা।

কাউহ্যান্ড হিসাবে দক্ষ হয়ে উঠেছে আইজি। চট করে যে-কোন কাজ ধরে ফেলে, শিখতে সময় লাগে না।

আইজির দেওয়া ধারণাটা না-পেলে হয়তো এই জীবনটাকে উপভোগ করতে পারত জিম। আবার এমনও হতে পারে শুধু আইজি নয়, কারণ কখনও কখনও, বিশেষ করে ইদানীং, কিছুটা হলেও অতৃপ্তি আর অসন্তুষ্টি বাসা বেঁধেছে ওর মনে। শহরে গিয়ে জো গ্যাননকে পেটানোর আইডিয়া আগের মত তেমন আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে না, কিংবা আরামদায়ক উষ্ণ একটা কেবিনে বন্দি থেকে তীব্র শীতের জন্য অপেক্ষা করার চিন্তাও ততটা মধুর মনে হচ্ছে না। অনাগত বসন্তের কথা ভাবছে জিম, এ-কয়েকদিনের

কাজের মজুরি থাকবে ওর হাতে—নেহাত সামান্যই!

কিংবা ক্যারেন ফিলিপস ওর নাগালের বাইরের একটা মেয়ে, এ-চিন্তাটাও হয়তো উদ্বিগ্ন করে তুলেছে ওকে। ধরা যাক, এমন একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হলো ওর, বিয়ের প্রস্তাবও দিল, কিন্তু কী দিতে পারবে মেয়েটাকে? কাউহ্যান্ডের সামান্য আয়ে কি দু'জনের জীবন চলবে?

তাই যখনই যে-কাজ করুক, গাফিলতি নেই জিমের, কিন্তু একইসঙ্গে একটা ভাবনা মন জুড়ে রয়েছে—নিজের সম্ভাব্য করণীয়। ভাগ্য ফেরাতে কী করতে পারে ও? ক্লে র‍্যান্ডের প্রস্তাবটা বারবার মনে পড়ছে, কিন্তু প্রতিবারই বাতিল করে দিচ্ছে। যতবারই মনে আসছে, ঘৃণার সঙ্গে বাতিল করে দিচ্ছে। অথচ কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। একজন কাউবয়ের আর্থিক দৈন্যদশা ঘুচানোর উপায় কী?

একদিন শেষ বিকালে আবারও অতিথির দেখা পেল ওরা। ক্লে র‍্যান্ড।

'প্রন্তো,' বলল সে। 'এখানে আসার ইচ্ছে কখনোই ছিল না আমার। শুধু একটা উপকার চাইতে এসেছি।'

'বলে ফেলো। আমারও দু'একটা উপকার করেছ তুমি।'

'হয়েছে কী,' খানিক ইতস্তত করে বলল ক্লে র‍্যান্ড। 'মনে হচ্ছে এ-মুহূর্তে মাইলস সিটিতে যাওয়া ঠিক হবে না আমার। লোকজন গুজব ছড়াচ্ছে। তুমি নিজেও উপদেশ দিয়েছ আমাকে। শহরে যেতে পারছি না, এদিকে আমার ভেষজ নির্যাস শেষ হয়ে গেছে। ওটা না-হলে মরেই যাব আমি।'

'গার্ডনারের ঘোড়ার মলম আছে আমাদের কাছে,' প্রস্তাব করল জিম। 'মলম দিয়ে দেখেছ কখনও? মানুষ বা পশু, দুটোর জন্যই দারুণ।'

'নির্যাস না-হলে চলবে না আমার। অন্য কিছু নয়, প্রন্তো। শহরে গিয়ে আবার ফাঁপরে পড়ো না, সস্তা নতুন কোন মাল

গছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে ওরা। ড. গডবোল্ডের *জীবন* ভেষজ নির্যাস ছাড়া অন্য কিছু চলবে না।'

'ড. রবার্টসনের পাকস্থলির মহৌষধ আছে আমাদের,' জানাল আইজি। 'আমার মা তো ওটা বলতে অজ্ঞান ছিল।'

সন্দিহান চাহনিতে জিমকে দেখছে র‍্যান্ড। 'জানি না। আমার জানামতে ওই নির্যাসই সেরা, তা ছাড়া আমার মত আর কেউই উদ্ভাবনী ঔষধ ব্যবহার করেনি। ঠিক বলেছি না, প্রন্তো?'

'হ্যাঁ, নিশ্চই! আমরা যখন একসঙ্গে গরু পাঞ্চিং করতাম, ওর বাঙ্কের উপর একটা শেল্ফ ছিল, শেল্ফটা সবসময় ঔষধে ভরা থাকত।'

'ধ্যেৎ, প্রন্তো, তুমি ভাল করেই জানো আমি অসুস্থ মানুষ! এক শীতে লাইন কেবিনে *হোম মেডিক্যাল অ্যাডভাইজার*-টা না-পেলে এতদিনে হয়তো মরে ভূত হয়ে যেতাম। ওটা পড়ার আগে একটু একটু করে কবরের দিকে চলে যাচ্ছিলাম, অথচ কেউই আমার এত অসুস্থতার কারণ ধরতে পারছিল না।'

'ঠিকই বলেছে ও, আইজি,' সিরিয়াস কণ্ঠে বলল জিম। 'ওর আসল ছবিটা কল্পনা করে নাও—দারুণ স্বাস্থ্যবান স্বাস্থ্যসচেতন মানুষ, সারা জীবনে একটা দিনও অসুস্থ ছিল না, বেগার খাটত, দু'জনের খাবার একাই খেত। তখনই বইটা খুঁজে পায় ও।'

'এত অসুস্থ থাকতাম আমি! এতদিনে হয়তো মরেই যেতাম। বেঁচে গেছি শুধু পিটারের বিখ্যাত বড়ি আর ড. ফনস্টকের ভার্মিফিউজের কারণে। তারপরও, বসন্তের আগে ওটা তৈরি করার ইচ্ছে নেই আমার।'

কফিতে চুমুক দিল র‍্যান্ড। 'বলছি তো, আমার চেয়ে বেশি অসুস্থতা কোন লোকের মধ্যে দেখেনি, প্রায় সব উপসর্গই ছিল। মাঝ রাত পর্যন্ত জেগে অ্যাডভাইজারটা পড়তাম, পড়তে পড়তে এমন অবস্থা হলো যে ওটা কুটিকুটি হয়ে যাওয়ার দশা। মেইল কোম্পানির একটা অর্ডার বই আর অ্যাডভাইজারটা ছাড়া পড়ার

মত আর কিছু ছিল না কেবিনে। নানান জিনিসের এত তালিকাও ছিল না অর্ডার বইটায়। লোকের মুখে শেক্সপীয়রের কথা কত শুনি, কিন্তু সে কি পারবে অ্যাডভাইজারের মত একটা নির্ভেজাল বই লিখতে? প্রতিটা অসুখ কত দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছে! আর লেখক এমন সব অপারেশন করেছে যার বর্ণনা পড়লে চুল খাড়া হয়ে যাবে তোমার!'

থেমে কফিতে চুমুক দিল র‍্যান্ড। 'শেক্সপীয়রের কথা বলছিলাম। আমার ধারণা ওর লেখার বেশিরভাগ মালমশলা ধার নেওয়া। এখান থেকে একটু, ওখান থেকে আরেকটু নিয়ে ওর লেখালেখি। যখনই ওর নাটক দেখেছি, এমন সব কথা ছিল যা বহু বছর ধরে লোকমুখে শুনে আসছি আমি! ও যা করেছে, শোনা কথা লিখে গেছে কেবল।

'রক্তপাত বা খুনোখুনির কথা যদি ধরো, তা হলে বলতে হয় একটা গল্পে শেক্সপীয়র যত লোককে খুন করেছে নিউটন হত্যাকাণ্ডেও এত লোক খুন হয়নি। টাউন মার্শালের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল টেক্সিকানরা, শেষ মুহূর্তে ওদের পক্ষ নিয়েছিল জ্যাক অসল্যান্ডার, মুহুর্মুহু গুলি করে শুইয়ে দিয়েছে মার্শালকে।'

টেবিলের দিকে তাকাল ক্লে র‍্যান্ড, উজ্জ্বল হয়ে গেল দৃষ্টি। 'কী ওসব? আরে, আগে বলোনি কেন? এ যে দেখছি ডুনাট! কী জানো, চাইলে কয়েক মণ ডুনাট খেয়ে ফেলতে পারব...'

'সেটা কি উচিত হবে?' মৃদু স্বরে বাধা দিল জিম। 'ভেষজ নির্যাস নেই তোমার কাছে, আর আমি তো শুনেছি ডুনাট নাকি সহজে হজম হয় না।'

দ্বিধান্বিত দেখাল ক্লে র‍্যান্ডকে, লোভ সামলে রাখতে বেগ পাচ্ছে। কিন্তু লোভের কাছে পরাজিত হলো সে। হাত বাড়িয়ে একটু ডুনাট তুলে নিল। 'গত কয়েক বছর ধরে এই জিনিস খাইনি একটাও,' মৃদু স্বরে বলল সে।

কিছুক্ষণ পর একটা থলে ভর্তি ডুনাট নিয়ে অন্ধকার রাতের

উদ্দেশে যাত্রা করল ক্লে র‍্যান্ড। ড. রবার্টসনের মহৌষধটা নিয়ে গেছে সে। বছরের পর বছর ধরে শেল্ফে পড়ে ছিল ওটা, ধুলোর পুরু আস্তর জমে গিয়েছিল।

মনোযোগ দিয়ে র‍্যান্ডের ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনল আইজি, ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল একসময়। 'ও-ই আসল চোর,' মৃদু স্বরে বলল নিগ্রো। 'চোরের সর্দার।'

'মুখের উপর চোর বলাটা অভদ্রতা হত। হাজার হলেও আমাদের অতিথি ছিল সে।'

তবে একটু আগে, রওনা দেওয়ার আগে ক্লে র‍্যান্ড যখন স্যাডলের পেটি টাইট করছে, তখন আভাসে তাই বলেছে জিম। 'ক্লে,' বলেছিল ও। 'তোমার আসায় আপত্তি নেই আমাদের, যখন খুশি আসতে পারো। কিন্তু বিলি জোয়েলের গরু হাতানোর ধান্ধায় আছে এমন কোন রাসলারকে যদি চেনো, বলে দিয়ো জোয়েলের রেঞ্জে যেন না-আসে।

'প্রথমবার বলে এটাকে হালকাভাবে নিয়েছি আমি, ধরে নিয়েছি অতি উৎসাহে অকর্মটা করে ফেলেছে ওরা...কিন্তু পরেরবার দেখামাত্র গুলি করব। আমি গানফাইটার নই, জানো তুমি, ছুটন্ত অ্যান্টিলোপকে গুলি করে ফেলে দিতেও দেখেছ আমাকে। ফের যদি কারও পিছু নেই, এবার আর কাউকে বন্দি করব না বা ছেড়েও দেব না...বিলি জোয়েলের কোন গরুর কাছে কাউকে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করব।'

বেকুবের মত দাঁত বের করে হাসল ক্লে র‍্যান্ড, ঢেকুর তুলে বলল: 'ওই গরু সরানোর ঘটনার জন্য দুঃখিত, বেন। কখনও যদি রাসলারদের সাথে দেখা হয়, এখান থেকে দূরে থাকতে বলব।' ফের জিমকে চওড়া হাসি উপহার দিল সে। 'আমি চাই না ডুনাটের সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাক।'

পোর্চে দাঁড়িয়ে ছিল জিম, ঘুরে কেবিনে ঢোকার ঠিক আগ মুহূর্তে গালে ঠাণ্ডা একটা স্পর্শ টের পেল। জিনিসটা হালকা এবং

ভেজা। ফিরে তাকাতে ঘাড়ে আর জামার আস্তিনে তুষারকণা চোখে পড়ল।

সকালে ঠাণ্ডা বেড়ে গেল। আগুন থাকার পরও বরফের মত শীতল হয়ে গেছে কেবিন। বাফেলো কোট রয়েছে জিমের গায়ে, কম্বলের নীচে গুটিসুটি মেরে শুলো ও, ফায়ারপ্লেসের দিকে তাকাল। দু'জনের মধ্যে আগে জেগেছে বলে মনে মনে নিজেকে গাল দিচ্ছে। বরফের মত ঠাণ্ডা মেঝেয় নামতে হবে, ফায়ারপ্লেসের কাছে যেতে কয় কদম পা ফেলতে হবে হিসাব করল ও; আগুন জ্বালাতে কতক্ষণ লাগবে, তারপর ঠাণ্ডা মেঝে হয়ে উষ্ণ কম্বলের কাছে ফিরে আসতে হবে। শুধু জ্বালালেই হবে না, ভাল করে ধরা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কিছুক্ষণ।

শুয়ে থেকে লাভ হবে না। উঠতে হবে। বহু আগে থেকে একটা শিক্ষা পেয়েছে জিম—শুধু প্রত্যাশায় কোন কাজ হয় না। কাজটা করে নিতে হয়।

লম্বা পা ফেলে কামরা পেরিয়ে গেল জিম, দু'হাতে মুঠি ভরে কাঠের চেলা তুলে নিল। ফায়ারপ্লেসের আগুন প্রায় নিভে গেছে, ছাইয়ের নীচে অনুজ্জ্বল আভা চোখে পড়ছে। ছাই নেড়েচেড়ে আগুন উন্মুক্ত করল জিম, কয়লার ভিতর কাঠের চেলা ঢুকিয়ে দিল। এবার ফুঁ দিতে হলো। একসময় উস্কে উঠল আগুন, ভালমত জ্বলতে থাকার পর জমিয়ে রাখা বাকল আর কাঠের গুঁড়ো যোগ করল জিম। শেষে বিছানায় চলে এল।

আইজির বিছানার দিকে তাকাতে দেখল ওর দিকে তাকিয়ে আছে সে, চোখাচোখি হতে সবক'টা দাঁত বের হাসল নিগ্রো। 'আশা করছিলাম তুমিই আগুন ধরাবে।'

মনে মনে তীব্র খিস্তি আওড়াল জিম।

সকালে রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল আইজি, এদিকে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল জিম। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা...চারপাশে অন্তত ছয় ইঞ্চি তুষারের স্তর জমে গেছে, বাতাস ভারী হয়ে আছে

ধীর গতিতে পড়ন্ত বড়বড় তুষারকণায়।

ফর্ক দিয়ে খড় তুলে ঘোড়াগুলোকে দিল ও, কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করল। দেখতে চায় গত এক ঘণ্টায় কেউ এসেছে কি-না, তা হলে চোখে পড়বে; তবে চোখে পড়ল না। একটা কুড়াল তুলে নিয়ে ধীর পায়ে হ্যাঙ্গিং ওয়্যানের দিকে এগোল, মনোযোগ দিয়ে তুষারের উপর ওর বুটের মচমচ শব্দ শুনল।

পুরোপুরি বরফের নদীতে পরিণত হয়েছে ক্রীকটা।

বরফের মাঝে একটা গর্ত তৈরি করল জিম, তারপর মনে মনে আরও কয়েকটা জায়গা ঠিক করে নিল—প্রয়োজনে, পরে গর্ত তৈরি করবে। কাছাকাছি অন্য ক্রীকেও গর্ত খুঁড়তে হবে। এখান থেকে যথেষ্ট দূরে অটার ক্রীকেও তৈরি করতে হতে পারে।

অটার ক্রীকে গর্ত খোঁড়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠল জিমের মনে। আসলেই কি দরকার হবে? নাকি বেন ফিলিপসের স্প্রেডে যাওয়ার অজুহাত দিচ্ছে নিজেকে? তবে জিম মোটামুটি নিঃসন্দেহ যে প্রয়োজন থাকুক বা না-থাকুক, অটার ক্রীকে গর্ত তৈরি করবে ও।

অনেক দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে, কনকনে ঠাণ্ডা সহ্য করতে হবে; কিন্তু খুব একটা গ্রাহ্য করল না জিম। পরদিন পেট পুরে নাস্তা খেয়ে করালে এসে বিশাল রোয়ানটাকে বাছাই করল, তীব্র ঠাণ্ডার মধ্যে টিকে থাকার জন্য উপযুক্ত হবে ঘোড়াটা। সঙ্গে দুপুরের খাবার আর ফিলিপসের জন্য উপহার হিসাবে আইজির তৈরি ডুনাটের একটা থলে নিয়েছে।

সকাল সাতটায় রওনা দিয়েছে জিম, আনুমানিক দুপুর তিনটার সময় বেন ফিলিপসের কেবিনের পার্শ্ববর্তী ঢালের উপর পৌঁছাল। বরফের উপর গর্ত করার জন্য দুই জায়গায় থেমেছে ও—একটা লী ক্রীকের সাউথ ফর্কে, আরেকটা টুলি ক্রীকে।

বাতাসের বেগ বেড়ে গেছে, তুষারকণা ঘুরপাক খাচ্ছে

বাতাসে। পাইন সারি পেরিয়ে ঘোড়া থামাল জিম, পাহাড়ী ঢাল ধরে নেমে যেতে সহজ হবে এমন একটা জায়গা খুঁজল। তখনই হঠাৎ খেয়াল করল কেবিনটা নেই।

স্যাডলে নিশ্চল বসে থেকে, স্থির দৃষ্টিতে নীচের বেসিনের দিকে তাকিয়ে থাকল জিম, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তুষারাবৃত পথ ধরে আসতে ভুল করে ফেলেনি তো? অন্য কোন উপত্যকায় এসে পড়েছে?

উঁহুঁ, ভুল হয়নি। করালের অবশিষ্ট কয়েকটা কাঠামো তুষারের স্তূপের নীচ থেকে উঁকি দিচ্ছে। তবে কেবিনের কোন চিহ্নও নেই।

মুখ শুকিয়ে গেছে জিমের, বুক ধড়ফড় করছে। কোনরকম দ্বিধা ছাড়াই সরাসরি ঢাল ধরে নামতে শুরু করল ও।

খোলা জায়গায় পৌঁছে কেবিনের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেল। অবশিষ্ট যা আছে, বেশিরভাগই ভারী তুষারের নীচে চাপা পড়ে গেছে। স্যাডল ছেড়ে নামল জিম, বুট দিয়ে খুঁচিয়ে তুষার সরিয়ে দিতে নীচে পুড়ে যাওয়া লগের অবশেষ দেখতে পেল। পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। করালের বেড়ার একটা অংশ মাটির উপর পড়ে আছে। এর তাৎপর্য জানে জিম। দড়ি দিয়ে টেনে উপড়ে ফেলা হয়েছে বেড়াটা, অবাঞ্ছিত নেস্টরদের বেড়া এভাবেই উপড়ে ফেলা হয়।

শঙ্কিত হয়ে পড়ল জিম…ভয় পাচ্ছে একটু পর হয়তো ভয়াবহ একটা ঘটনার নমুনা দেখতে পাবে। তবে পুরো জায়গাটা খুঁজেও কোন লাশ চোখে পড়ল না। ফিলিপসদের ভাগ্যে যাই ঘটে থাকুক, এখানে নেই তারা।

নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল জিম, তাই অন্য কারও উপস্থিতি টের পায়নি। রোয়ানের তীক্ষ্ণ স্বরের হ্রেষাধ্বনিতে সংবিৎ ফিরে পেল।

যে-পাশ থেকে ঢাল ধরে বেসিনে নেমেছে জিম, উল্টোদিকের ঢাল ধরে নেমে আসছে দুই ঘোড়সওয়ার। ওকে দেখতে পেয়ে

পরস্পরের কাছ থেকে সামান্য সরে গেল দু'জন। স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল টেনে কোলের উপর নিল জিম, আড়ালের খোঁজে ডানে-বামে তাকাল। নেই। বনের দিকে ছুটে যেতে পারে, কিন্তু পৌঁছতে পারবে না। সাদা তুষারের পটভূমিতে সহজ টার্গেট হয়ে যাবে ও।

বাতাসে এলোমেলোভাবে ঘুরছে তুষারকণা, কিন্তু বুলেট ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না ওগুলো। সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল জিম, স্যাডলে স্থির হয়ে বসে অপেক্ষায় থাকল। অস্থিরভাবে নড়াচড়া করছে রোয়ানটা, ওটাকে নিরস্ত করল না জিম, নড়াচড়ার মধ্যে থাকলে পেশি শিথিল থাকবে, প্রয়োজনে ছুট দিতে হলে দেরি হবে না।

দু'জনই ওর পরিচিত। নেলসন ম্যাকগিনিস সদ্য যুবা, কিন্তু এই বয়সে গানফাইটার হিসাবে সুনাম অর্জন করে ফেলেছে। শোনা যায় কলোরাডোর কিট কার্সন এবং টেক্সাস ট্রেইলের ডোয়ান'স স্টোরে দু'জন খুন হয়েছে ওর হাতে। তবে ঘটনা দুটো সত্যি কি-না সঠিক বলতে পারে না কেউ। জিমের জানা মতে ম্যাকগিনিসের হাতে খুন হওয়া একমাত্র লোক হচ্ছে গ্লেন্ডিভে বুড়ো এক ইন্ডিয়ান।

কেউ কেউ বলে ম্যাকগিনিস আসলে রোগান ব্লেভিনের লোক।

ম্যাকগিনিসের সঙ্গী মহা বদ এক যুবক। জেফ সীমস নামে তাকে চেনে সবাই।

'নিজের এলাকা ছেড়ে দূরে চলে এসেছ, তাই না?' জানতে চাইল ম্যাকগিনিস।

'জানি না। রেঞ্জের সীমানা তো লোকের কাছে, যে যেখানে যেতে চায়, ওইটুকুই তার সীমানা।'

'স্কুঅ বাটের মত?'

'মানে?'

সিক্সশূটারের ফিতা খোলেনি ম্যাকগিনিস, খেয়াল করল জিম, এদিকে ওর উইনচেস্টার তৈরিই আছে। এ-অবস্থায় সুবিধা করতে পারবে না সে, জিমের আগে পিস্তল ড্র করার কোন সম্ভাবনা নেই। জিমের ধারণা, প্রতিকূল পরিস্থিতি ঠিকই আঁচ করতে সক্ষম হয়েছে সে। এদিকে স্যাডলে স্থির বসে আছে প্রাইস পিটার্স।

'অত কিছু জানি না,' বলল ম্যাকগিনিস। 'শুনেছি গরুর পাল নিয়ে চলে যাওয়ার সময় স্কুঅ বাটে ধরা পড়েছ তুমি।'

'হ্যাঁ। তবে গরুর পাল নিয়ে যাইনি, ফিরিয়ে এনেছি।'

'এটা তো তোমার মুখের কথা। ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করতে হবে তোমার,' তির্যক হাসি ফুটল তরুণ গানফাইটারের ঠোঁটের কোণে। 'ব্লেভিনের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। দেখা হলেই তোমাকে জিজ্ঞেস করবে ও।'

'যা খুশি জিজ্ঞেস করুক না,' নিস্পৃহ স্বরে বলল জিম। ইশারায় পুড়ে যাওয়া কেবিনটাকে দেখিয়ে জানতে চাইল: 'কী ঘটেছে এখানে?'

'ধেত্তেরি! কী ঘটেছে বোঝার জন্য ম্যাপ লাগবে নাকি তোমার? নামে নেস্টর কিন্তু আসলে রাসলার ছিল ফিলিপস্। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে ও।'

হঠাৎ হঠাৎ মেজাজ হারিয়ে ফেলে জিম, এবারও তাই হলো। 'যদি বলে থাকো বেন ফিলিপস একজন রাসলার, তুমি একটা ডাহা মিথ্যুক!'

মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল ম্যাকগিনিসের মুখ, পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল সে। কিন্তু জিমের রাইফেলের মাযল নিরস্ত করল তাকে, পেট বরাবর তাক করা ওটা। দু'জনের দূরত্ব বড়জোর পনেরো গজ। 'পিস্তলটা তুলে নাও, বোকার হদ্দ!' শীতল রোষ প্রকাশ পেল জিমের কণ্ঠে। 'তারপর দেখবে কী করি!'

পিস্তল তুলে নেওয়ার জন্য উসখুস করছে হাত দুটো, সীমাহীন আক্রোশ বোধ করছে নেলসন ম্যাকগিনিস। এদিকে স্যাডলে নিশ্চল বসে আছে সীমস, মুখ ঠাণ্ডায় জমে গেছে যেন; কিন্তু মাথাটা চালু রেখেছে—হাত দুটো রেখেছে দৃষ্টিসীমায়, একচুল নড়েনি বা টুঁ শব্দও করেনি। এই লোকটা ধারে-কাছে থাকলে পিঠের দিকে নজর রাখতে হবে, মনে মনে ভাবল জিম।

মহা খেপে গেছে জিম। 'বেন ফিলিপস নিপাট ভদ্রলোক,' বলল ও। 'ও যদি খুন হয়ে থাকে, সর্বস্ব বাজি রেখে বলতে পারি সেজন্য তোমাদের প্রত্যেকে ফাঁসিতে ঝুলবে!'

'ফাঁসিতে ঝুলব?' তাচ্ছিল্য ঝরে পড়ল ম্যাকগিনিসের কণ্ঠে। 'সামান্য এক নেস্টরকে খুনের দায়ে?'

'যদি সত্যি ওকে খুন করে থাকো, ভুল লোককে খুন করেছ,' শান্ত স্বরে বলল জিম। 'বেন ফিলিপস বনেদী ঘরের সন্তান, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে অফিসার ছিল। হাজারো জায়গায় যোগাযোগ থাকে এমন লোকের। ওকে খুন করে থাকলে পুরো দেশে পাগলাঘণ্টি বাজিয়ে দিয়েছ তোমরা!'

'মামুলি এক নেস্টর, ওর এত গুরুত্ব থাকে কী করে?' খরখরে স্বরে হেসে উঠল সে। 'যদি হয়ও, তাতে কী? ইংল্যান্ড এখান থেকে হাজার মাইল দূরে।'

'তাই? কিন্তু চাইলে বড়সড় অন্তত পাঁচটা ইংরেজ আউটফিটের নাম বলতে পারব, এরা সবাই ফিলিপসদের পারিবারিক বন্ধু।'

একটু বাড়িয়ে বলে ফেলেছে জিম, ক্যারেনের কাছে শুনেছিল ইংল্যান্ডে কয়েকটা খামার-পরিবারের সঙ্গে পরিচয় আছে ওদের। সেক্ষেত্রে, কসম কেটে কথাটার সত্যতা দাবি করতেই পারে ও।

'মেয়েটার ভাগ্যে কী ঘটল?' জানতে চাইল জিম।

'মেয়েটা?'

'ক্যারেন...বেনের বোন।'

পলকের জন্য সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে সীমসকে দেখল ম্যাকগিনিস,

শেষে বলল: 'শুনিনি তো যে ওর একটা বোনও আছে।'

'আছে। মাত্র কয়েকদিন আগে ইংল্যান্ড থেকে এখানে এসেছে। আমি নিজে ওকে শহর থেকে এখানে পৌছে দিয়েছি।'

এবার সত্যি সত্যি ভড়কে গেল দু'জন। তুষারের নীচে চাপা পড়া কেবিনের ধ্বংসাবশেষের দিকে শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাল ম্যাকগিনিস। 'উহুঁ, এখানে কোন মহিলাকে কখনও দেখিনি আমি। ফিলিপস সবসময় একাই থাকত।'

'ফিলিপসকে দেখেছ তুমি?' এই প্রথম কথা বলল জেফ সীমস।

আচ্ছা, বেন তা হলে মারা যায়নি, সন্তুষ্টির সঙ্গে ভাবল জিম। কিংবা, যদি মারা গিয়েও থাকে, অন্তত এই দু'জনের কেউ জানে না।

এগারো

গোলমাল করার খায়েশ নিয়ে এসেছিল ওরা, উৎসাহ উবে গেছে এখন। ক্যারেন ফিলিপস সম্পর্কে বলা জিমের কথাগুলো সত্যি কি মিথ্যে, যাচাই করতে সময় দরকার ওদের। উপরন্তু, বেন ফিলিপস সম্পর্কেও রোগান ব্রেভিনকে জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে আছে নিশ্চই।

এরা কেউই আউটল নয়। মূলত কাউহ্যান্ড, তবে খানিক বেয়াড়া, হয়তো একটু কঠিন ধাতের। ওদের ধারণায় কোন ভুল করেনি ওরা। বড় আউটফিটের চাকুরি করে, এবং নেস্টরদের

দু'চোখে দেখতে পারে না বড় র‍্যাঞ্চাররা; আবার কোন কোন নেস্টর পুরোপুরি সৎও নয়, বড় র‍্যাঞ্চারের গরু চুরি করে; খাবারের প্রয়োজনে মাংস যোগাতে কখনও নিজের গরু জবাই করে না।

র‍্যাঞ্চারদের বিবেচনায় তৃণভূমির সবচেয়ে সমৃদ্ধ অংশ দখল নেস্টরদের অন্যতম জঘন্য বৈশিষ্ট্য। ঝর্না, নদী বা পানির উৎসের ধারে বসতি করে নেস্টররা, যেখানে ঘাসের অভাব হয় না কখনও। ফসল ফলায় তারা, বেড়া দিয়ে ছোট করে ফেলে তৃণভূমি। র‍্যাঞ্চারদের কাছে ঘাস আর পানিই হচ্ছে একটা র‍্যাঞ্চের প্রাণপ্রবাহ।

জমির জন্য এই যুদ্ধে প্রথমদিকে বড় আউটফিট একহাত নিয়ে নেয়, কিন্তু সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নেস্টররা দলে ভারী হতে থাকে। এমন নয় যে তারা সুসংগঠিত, বরং একজনের পর একজন আসতেই থাকে। খুন হয়, ভুখা যায়, তীব্র শীত বা ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে টিকে থাকার চেষ্টা করে; বেশিরভাগই হয়তো হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। কিন্তু তাদের জায়গা নিয়ে নেয় অন্যরা, একজনের পর একজন আসতেই থাকে।

কেউ কেউ বেন ফিলিপসের মত বুনো বল্গাহীন জীবনের টানে আসে, ছোট্ট গরুর র‍্যাঞ্চ দিয়ে শুরু করে। সভ্যতা থেকে বহুদূরে নতুন এক সভ্যতা তৈরি হয় এদের হাতে, একটু একটু করে। বেশিরভাগ ক্যাটলম্যান অবজ্ঞার চোখে দেখে ছোট র‍্যাঞ্চার বা নেস্টরদের, কিন্তু প্রায় সময়ই সেটা ভুল হয়ে যায়। যারা হোমস্টীড করতে আসে, বড় র‍্যাঞ্চারদের মতই লড়াকু, কষ্টসহিষ্ণু, শক্ত ধাতুতে গড়া ওরা; নিজের অধিকারের ব্যাপারেও শতভাগ সচেতন।

বুনো প্রকৃতি নতুন নয় বেন ফিলিপসের কাছে। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় জীবনের সবচেয়ে পছন্দের কিছু সময় কাটানোর পরপরই সে বুঝে ফেলে এরচেয়ে কমে সন্তুষ্ট বা থিতু

হতে পারবে না। জিমের ধারণা ক্যারেনও একই ধাঁচের…কিংবা এমনও হতে পারে এটা কেবলই ওর প্রত্যাশার বহিঃপ্রকাশ।

মাইলস সিটি বা চেয়ানির ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যথেষ্ট খাতির থাকলেও বড় আউটফিটের বেশিরভাগ রাইডার চেনে না বেন ফিলিপসকে। তবে এসব র‍্যাঞ্চের প্রেরণার উৎস যারা, সেই মানুষগুলোর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা রয়েছে বেনের, এদের কেউ কেউ ইংরেজ বংশোদ্ভূত, ওয়াইওমিং-এ বসতি করেছে।

খুব কম মানুষই বেন সম্পর্কে যথেষ্ট জানে। জিম তাদের একজন। কয়েক বছর আগেও, যখন এখানে ছিল ও, দেখেছে বেনকে উন্নাসিক আর অমিশুক এক ইংরেজ মনে করত বেশিরভাগ কাউহ্যান্ড, কিন্তু জিম জানে আসলে মোটেই তেমন নয় সে। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, অথচ সৎ, কর্মঠ এবং বাস্তববাদী। ঘোড়া দাবড়াতে দুর্দান্ত, যে-কোন ধরনের অস্ত্রে নিপুণ। পশ্চিমে এসে অনেক কিছু শিখতে হয়েছে ওকে, কিন্তু শিখেছে খুব দ্রুত।

বেনের প্রতিবেশীদের মধ্যে রোগান ব্লেভিনের র‍্যাঞ্চই সবচেয়ে বড়। সম্ভবত যৌক্তিক কোন কারণ ছাড়াই বেনকে অপছন্দ করে সে। বেনকে ঠিকমত চেনে না, তবে ব্লেভিনের মত রগচটা মানুষের জন্য সেটা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। বেনকে জানা থাকলে বরং আরও অপছন্দ করত, কারণ সেক্ষেত্রে রোগান ব্লেভিনের অতিরিক্ত কর্তৃত্বপরায়ণতা দু'জনের মধ্যে অনিবার্য সংঘর্ষের কারণ হয়ে দাঁড়াত।

এটা সত্যি যে জিম বেশ কয়েক বছর ছিল না এলাকায়, একজন মানুষ বদলে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় সেটা; কিন্তু বহুবার বেনের স্প্রেডে এসেছে ও, গল্প করেছে, রাতের খাবার খেয়েছে কয়েকবার, মাইলস সিটি এবং চেয়ানিতে একসঙ্গে ড্রিঙ্ক করেছে। ডেডউডে একবার দেখা হয়েছিল, মাইনিং সম্পর্কে জানতে ওখানে গিয়েছিল বেন। সেখান থেকে একসঙ্গেই চেয়ানিতে এসেছিল ওরা।

নেলসন ম্যাকগিনিস আর জেফ সীমসের জন্য দুশ্চিন্তার একাধিক কারণ রয়েছে। কোন ভদ্রমহিলাকে খুন করা মানে কবরে একটা পা রাখা; যদি তাই করে থাকে ওরা, সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কপালে ভয়ানক খারাবি আছে ওদের। আসলে কী ঘটেছে নিজেরাও জানে না ওরা, জানতে হলে রোগান ব্লেভিনের সঙ্গে কথা বলা জরুরি মনে করছে।

এবার কী করবে? বড় র‍্যাঞ্চের দুই রাইডারকে উল্টো ঘুরতে দেখে মনে মনে ভাবল জিম। স্যাডলে একই ভঙ্গিতে বসে থাকল ও, রাইফেলের নিশানা এক চুল নড়েনি। প্রশ্নটা ধাঁধার মত সন্দিগ্ধ করে তুলেছে ওকে, চাইছে সঠিক পদক্ষেপ নিতে।

তবে যাই করুক, হাতে সময় নেই। ফিলিপসরা যদি আহত হয়ে থাকে, এই তীব্র ঠাণ্ডার মধ্যে বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারবে না। এখন হয়তো তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি বা কাছাকাছি হবে, কিন্তু রাতে নির্ঘাত শূন্যে নেমে যাবে। রক্তক্ষরণ নিয়ে এমন বিরূপ পরিস্থিতিতে টিকে থাকা সত্যি কঠিন হবে।

পড়ন্ত তুষারে ঢাকা পড়ে গেছে সমস্ত ট্র্যাক। লাগাতার তুষার পড়ছে, ঘন না- হলেও টানা পড়ছে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ওর বা ম্যাকগিনিসদের ট্র্যাকও ঢেকে যাবে।

অস্থির হয়ে উঠেছে রোয়ানটা। ধসে পড়া করাল আর নিশ্চিহ্ন কেবিনের চারপাশে বড়সড় চক্কর কাটল জিম। দুর্দান্ত কয়েকটা ঘোড়া ছিল বেনের, কোনটাই নেই ধারে-কাছে। সম্ভবত তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ওগুলোকে, ব্লেভিনের র‍্যাঞ্চের দিকে হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ ওখানে সহজে বেঁচে থাকতে পারবে ওগুলো এবং পরে সময়মত সবক'টাকে দখল করেও নিতে পারবে। ঘোড়া চোর নয় ব্লেভিন, কিন্তু মালিকহীন র‍্যাঞ্চের ঘোড়া বা গরু দখল পশ্চিমে দোষের কাজ বলে গণ্য করা হয় না।

ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নেই ভাই-বোন, এটা একরকম নিশ্চিতই। উপরন্তু ম্যাকগিনিস আর সীমসের আচরণে মনে

হয়েছে বেন বোধহয় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। সেক্ষেত্রে, ক্যারেনও নিশ্চই সরে যেতে পেরেছে।

কিন্তু কোথায়?

সবচেয়ে কাছে রয়েছে বিলি জোয়েলের লাইন কেবিন, যেখানে ওদের সাদরে অভ্যর্থনা জানানো হত, ভাই-বোন জানত যে ওখানে রয়েছে জিম। কেবিনের সঠিক অবস্থান জানত না ক্যারেন, তবে ধারণা ছিল, জিম নিজেই বলেছিল। আর অতীতে বেন কয়েকবারই ওখানে গেছে।

আর কোথায় যেতে পারে ওরা? আশ্রয় দরকার হবে ওদের, হয়তো জ্বলন্ত কেবিন ছেড়ে বেরোতে হয়েছে...কিংবা আগুন লাগিয়ে দিয়ে ব্লেভিনের রাইডাররা চলে যাওয়ার পর বেরোতে পেরেছে। কিন্তু ম্যাকগিনিস আর সীমসের কথায় মনে হয়েছে ওরা নিশ্চিত জানে যে মারা যায়নি বা মুমূর্ষুও হয়নি বেন, তারমানে বেনকে আহত করতে সক্ষম হয়েছে ওরা। এর তাৎপর্য হচ্ছে, যেভাবেই হোক বোনকে নিরাপদে সরিয়ে দিতে পেরেছে বেন, পথের নির্দেশনা দিতে পেরেছে।

চেনা থাকলে লুকিয়ে থাকার মত বহু জায়গাই রয়েছে। রাইডিং বা শিকার করতে গেলে কিংবা দলছুট গরু খুঁজে বেড়ানোর সময় এলাকার খুঁটিনাটি, পাহাড়ী চেরা বা গুহা সম্পর্কে জানা হয়ে যায়। বেনের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। স্মৃতি হাতড়াল জিম, মনে করার চেষ্টা করল এমন কোন সম্ভাব্য জায়গা আছে কি-না।

শুধু লুকিয়ে থাকার মত হলেই চলবে না, তুষার বা তীব্র ঠাণ্ডা থেকে রেহাই দেবে এমন আশ্রয় হতে হবে, আগুন জ্বালানোর সুবিধা থাকতে হবে, উপরন্তু রোগান ব্লেভিনের লোকজন চেনে না বা শুরুতেই ভাববে না এমন জায়গা হতে হবে।

হ্যাঙ্গিং ওম্যান থেকে পাউডার পর্যন্ত এলাকায় সম্ভাব্য হাইডআউট বা আশ্রয় হতে পারে এমন জায়গার কথা স্মরণ করল

জিম, যেখানে যেতে পারে ফিলিপসরা। কিন্তু জিমের সন্দেহ কাছাকাছি কোথাও রয়েছে ওরা। অতটা সময় পায়নি, উপরন্তু সঙ্গে ঘোড়া ছিল না। সেক্ষেত্রে বেশি দূর যাওয়ার কথা নয়। তবে ঘোড়ার পিঠে স্যাডল সাজানো ছিল বা ফিলিপসরা স্যাডলে ছিল, এই অবস্থায় আক্রমণ হয়েছে, এমন সম্ভাবনাও রয়েছে।

স্রেফ অবচেতন মনের টানে হর্স ক্রীক বাটের কাছাকাছি রীজের উদ্দেশে এগোল জিম।

লুকিয়ে থাকার মত অন্তত এক ডজন জায়গা থাকতে পারে এখানে। সহসা ওর মনে পড়ল বহুদিন আগে একটা গ্রিজলিকে শিকার করার পর দেহটা বাটের এক গুহায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল বেন ফিলিপস। ক্ষীণ হলেও একটা সম্ভাবনা রয়েছে যে হয়তো সত্যি ওখানে গেছে বেন। থাকুক বা না-থাকুক, যাচাই করতে দোষ নেই। উপরন্তু হাতে অন্য কোন সূত্র নেই।

পাহাড়ী ট্রেইল ধরে চলতে দক্ষ রোয়ানটা, এমনকী তুষারেও সমস্যা হচ্ছে না ওটার। সমান জমি থেকে বেশি উঁচু নয়, বড়জোর কয়েকশো ফুট, কিন্তু বন্ধুর সঙ্কীর্ণ ট্রেইল আর জমে থাকা তুষার পথ-চলা কঠিন করে তুলেছে।

সরাসরি এগোল না জিম, বরং এমনভাবে এগোল যাতে দেখে মনে হবে লাইন কেবিনে ফিরে যাচ্ছে। পরে হয়তো কেউ ওর ট্র্যাক অনুসরণ করতে পারে। লী ক্রীকের নর্থ ফর্কে নিচু একটা জায়গা থেকে কিছু গরু একবার বের করে এনেছিল, তুষারে আটকা পড়েছিল গরুগুলো।

জায়গাটায় পৌঁছে জমে থাকা তুষারের উপর দিয়ে এগোল জিম। ইচ্ছে করে শব্দ করছে ও। কয়েকটা গরু রয়েছে, সেগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল সমান জমিতে। কয়েকবার থেমে পিছনের ট্রেইল জরিপ করল।

পড়ন্ত তুষার দৃষ্টিসীমাকে খাটো করে ফেলেছে, কিন্তু যতটুকু দেখতে পাচ্ছে কোথাও কেউ নেই। পিছু নিয়ে আসছে না কেউ।

কাউকে আশাও করেনি জিম। ম্যাকগিনিস আর সীমস এতক্ষণে বোধহয় আর-বির পথে অনেকটা এগিয়ে গেছে।

ঘন্টাখানেক পর ভালুকের শূন্য গুহাটা আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো জিম। তবে শূন্য হলেও এমন কিছু নমুনা রয়েছে যা দেখে বোঝা যায় বেশ কিছুদিন আগে থাকার আয়োজন করেছিল কেউ। একপাশে সযত্নে কাটা কাঠ জমিয়ে রাখা, বিস্তর আগুন জ্বালানোর উপকরণ; আরেক জায়গায় দেয়ালের সঙ্গে গাঁথা পাথুরে শেল্ফে দুই সারিতে খাবারের ক্যান সাজিয়ে রাখা, অন্তত এক সপ্তাহ চলে যাবে এসবে। বেশিও চলতে পারে।

এটা যদি কারও পূর্ব প্রস্তুতি হয়ে থাকে, লোকটা বেন ফিলিপস বা যেই হোক, নিশ্চই বুঝতে পেরেছিল নিকট ভবিষ্যতে বিপদ হতে পারে; তাই নিরাপদে লুকিয়ে থাকার জন্য গুহাটা বেছে নিয়েছে। আগে থেকে খাবার ও আগুন জ্বালানোর সরঞ্জামাদি এনে রেখেছে।

উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার কারণে চামড়ার নাল পরানো ঘোড়ার রাইডারের কথা ভুলেই গিয়েছিল জিম, এবার মনে পড়ল। লোকটা অন্তত কয়েকবার বেনের স্প্রেডে গিয়েছিল। বেন নিজেই রহস্যময় ওই নাল ব্যবহার করে না তো? ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখে জিমের মনে হয়েছে বিশাল ওটা, তুলনায় বেন ফিলিপস মাঝারি আকৃতির মানুষ। বিশালদেহী মানুষ সাধারণত বড়সড় ঘোড়া ব্যবহার করে। তবে জিমের ভুলও হতে পারে। অদ্ভুত একটা ব্যাপার নিজের মধ্যে আবিষ্কার করেছে ও-যখনই চামড়ার নাল পরানো ঘোড়ার রাইডারের কথা মনে পড়ে, তখনই অস্বস্তি এবং আশঙ্কা বোধ করে ও।

গুহার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকে জিম অনুমান করার চেষ্টা করল কোথায় যেতে পারে ভাই-বোন, কিন্তু কোন ধারণাই মাথায় আসছে না। আশপাশে বরফের রাজ্যে কোথাও আছে ওরা, আহত একজন মানুষ-এমনকী হয়তো মৃত্যুর প্রহর গুনছে সে-সঙ্গে

পশ্চিমে নতুন আসা একটা মেয়ে। এদিকে কিছুই করার নেই ওর। তীব্র ঠাণ্ডার মধ্যে উদ্দেশ্যহীন ঘোরাফেরা করে নিজেকে ক্লান্ত এবং ঘোড়াটার উদ্যম নিঃশেষ করাই হবে শুধু; নেহাত বরাত জোরে ওদেরকে পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্যের কোঠায়। ওরা জানে না জিম খুঁজছে ওদের, তাই নিজেদের লুকিয়ে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে, এবং সেটাই স্বাভাবিক। হয়তো জিমকে দেখতে পেলেও এড়িয়ে যাবে।

টালি বুক থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে তাতে ছোট্ট নোট লিখল জিম:

যাই ঘটুক, আমার ঘরের দরজা তোমাদের জন্য সবসময়ই খোলা।

নীচে নাম লিখবে? বুঝতে পারছে না জিম। হয়তো গুহাটা অন্য কেউ আবিষ্কার করবে, কিংবা আদপে বেনের সাপ্লাই নয় এগুলো। নীচে যাই লিখুক, এমন কিছু লিখতে হবে যাতে সহজে বুঝতে পারে বেন। হয়তো ক্যারেনও বুঝতে পারবে। কিন্তু অন্য কেউ যাতে না-বুঝতে পারে, সেটাও খেয়াল রাখতে হবে।

একটু ভাবল জিম, শেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। নোটের নীচে লিখল: *ব্রেনান অন দ্য মুর।*

প্রাচীন একটা আইরিশ গানের নাম এটা। গানটা বহুবার বেনের কণ্ঠে শুনেছে জিম, শোনানোর জন্য কয়েকবার অনুরোধও করেছে। নামটা দেখেই বেন বুঝতে পারবে এই নোট কে লিখেছে। এ-ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত জিম। মাইলস সিটি থেকে একসঙ্গে আসার সময় গানটা নিয়ে ক্যারেনের সঙ্গে আলাপ করেছে ও, বিষয়বস্তু নিয়ে তর্কও করেছে। জিমের ধারণা সম্পর্কটা ক্যারেনও চট করে ধরে ফেলতে সক্ষম হবে।

সহজে চোখে পড়বে, এমন জায়গায় নোটটা রেখে বেরিয়ে

এল ও। গুহামুখের সামনে দাঁড়িয়ে শেষবারের মত তাকাল, তারপর ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোল, উইলোর ঝাড় দিয়ে ফেলে যাওয়া ট্র্যাক মুছে ফেলল; পুরো নিশ্চিহ্ন হচ্ছে না, তবে শিগগিরই তুষার বাকি কাজটুকু সেরে ফেলবে।

লাইন ক্যাম্পে ফিরে আসতে অনেক পথ পাড়ি দিতে হলো। ক্লান্ত বোধ করছে জিম, তবে ক্লান্তির চেয়ে ফিলিপসদের জন্য দুশ্চিন্তা বেশি কাতর করে তুলেছে ওকে। ভুলতে পারছে না তীব্র এই ঠাণ্ডায় অসহায় দিন যাপন করছে দু'জন নিরপরাধ মানুষ। বেন ফিলিপস যদি রোগান ব্লেভিনের শত্রু হয়ে থাকে, ক্যারেনের কোন হাত নেই এতে, অথচ তারপরও দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে মেয়েটিকে।

কেবিনের কাছে আসার আগেই করালে অপরিচিত ঘোড়া চোখে পড়ল ওর। সন্তর্পণে এগোল জিম, স্যাডল ছাড়ার আগে রাইফেল তুলে নিল হাতে, সতর্ক পদক্ষেপে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে আইজি কাস্টার। বেল্টে একটা সিক্সশূটার গোঁজা—এই প্রথম তাকে পিস্তল বহন করতে দেখল জিম—এছাড়া হাতে রয়েছে উইনচেস্টারটা।

কামরায় পা রাখতে একপাশে বিলি জোয়েলকে দেখতে পেল। তিনজন কাউহ্যান্ড রয়েছে র‍্যাঞ্চারের সঙ্গে। এদের সবাইকে চেনে জিম, সবার সঙ্গে কাজ করেছে; কিন্তু কারও চোখের চাহনিই বন্ধুত্বপূর্ণ বলা যাবে না।

'হ্যালো, মি. জোয়েল,' বলল জিম। 'এই অসময়ে?'

অস্বস্তি ভরে নড়েচড়ে দাঁড়াল সে। 'বেন, দুঃখিত, তোমাকে বিদায় করে দিতে হচ্ছে। স্কয়ার মেয আর টার্ক তোমাদের দায়িত্ব বুঝে নেবে।'

'কারণটা জানতে পারি?'

দ্বিধা করল র‍্যাঞ্চার। 'গুজব শুনলাম তোমাকে ওয়াইওমিং-এ

গরু ড্রাইভ করতে দেখেছে কেউ কেউ।'

'কথাটা যে বলেছে, বলার আগে যাচাই করে দেখা উচিত ছিল তার। ওগুলো তোমার গরু ছিল, মি. জোয়েল। ট্র্যাক দেখে পিছু নিয়েছিলাম আইজি আর আমি, রাসলারদের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছি ওগুলো, পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য করেছি ওদের।'

অস্বস্তি ফুটে উঠল বিলি জোয়েলের মুখে, কিন্তু সে কিছু বলার আগেই মুখ খুলল স্কয়ার মেয। 'ক্রে র‍্যান্ডের সঙ্গে খাতির ছিল তোমার। কাছাকাছি ওর ঘোড়ার ট্র্যাক দেখলাম।'

'ও আমার বন্ধু। কিছু ঔষধ নিতে এসেছিল এখানে। তুমি তো চেনো ওকে...ঔষধ ছাড়া চলে না ওর।'

কেউ কিছু বলল না।

'জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও,' আইজির উদ্দেশে বলল জিম। 'এখান থেকে চলে যাচ্ছি আমরা।' এবার জোয়েলের দিকে ফিরে জানতে চাইল: 'হেঁটে যেতে হবে?'

আরক্ত হয়ে গেল র‍্যাঞ্চারের মুখ। 'ফালতু প্যাঁচাল পেড়ো না। দুটো ঘোড়া নিয়ে কেটে পড়ো।'

'মি. জোয়েল,' সতর্ক সুরে বলল জিম। 'একটা কথা পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি, ভাল করে শুনে নাও, তোমরাও,' তিন কাউহ্যান্ডের উদ্দেশে বলল ও। 'আমি চাই কথাটা অন্যদেরও জানিয়ে দেবে তোমরা। সারা জীবনে কখনও কোন গরু চুরি করিনি আমি, তোমরা সবাই জানো সেটা। আজীবনই ব্র্যান্ডের স্বার্থ দেখেছি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজের কামাই হালাল করেছি।

'এবার কথাটা শোনো। ধরে নিচ্ছি আমাদের চোর বলছ না কেউ, স্রেফ সামান্য আভাস দিয়েছ কেবল। বেশ, ওটাই মেনে নিচ্ছি। তোমাদের কেউ, বা অন্য কেউ যদি আমাকে চোর বলো, সঙ্গে একটা পিস্তল রাখলে ভাল করবে। আমি গানফাইটার নই, কিন্তু তাতে পরোয়া করব না, যে-ই আমাকে চোর বলবে, স্রেফ

খুন করে ফেলব তাকে; এবং যতজন বলবে ততজনকেই খুন করব, যতক্ষণ না আমি নিজেই খুন হয়ে যাই। তোমরা সবাই জানো যে জীবনে কোন কাজে ক্ষান্ত দেইনি আমি, এবং যা বলি করে দেখাই।'

টুঁ শব্দও করল না কেউ, জিমের রুদ্র মূর্তি দেখে থমকে গেছে। উঠে জিনিসপত্র গোছাতে চলে গেল আইজি, কিন্তু চারজনের কারও উপর থেকে দৃষ্টি সরাল না জিম।

শেষে, বিলি জোয়েলের প্রতি কিছুটা সহানুভূতি এবং দুঃখ বোধ করায় বলল: 'আরেকটা কথা। রোগান ব্লেভিনের সঙ্গে যদি খাতির জমিয়ে থাকো, ওকে ছেড়ে নিজের রাস্তায় চলে এসো। শান্তি বাহিনীর সঙ্গেও নিজেকে জড়িয়ো না। বেন ফিলিপসের উপর হামলা করেছে ওরা, সম্ভবত বেনের বোনকেও খুন করেছে। মহা গোলমালের রাস্তা খুলে দিয়েছে।'

'ওর বোন?' বিহ্বল এবং বিমূঢ় দেখা গেল বার-জে মালিককে।

'মনে আছে, আমিই ওকে নিয়ে এসেছিলাম এখানে?'

শঙ্কা ফুটে উঠল জোয়েলের মুখে, শেষে বিস্ফোরিত হলো সে। 'জঘন্য এক নেস্টর বেন ফিলিপস আর...গরুচোর। ও যদি...'

'মি. জোয়েল,' র‍্যাঞ্চারের মুখের কথা কেড়ে নিল জিম। 'বেন ফিলিপস ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে অফিসার ছিল একসময়। ইংল্যান্ডের অভিজাত এক পরিবারের সন্তান। তোমার মতই এখানে থাকার ন্যায্য অধিকার রয়েছে ওর, এবং তোমাকে দু'একবার কেনা-বেচার সামর্থ্য আছে ওর, অথচ তারপরও হয়তো গায়ে লাগবে না। কারও গরু চুরি করার দরকার হবে না ওর, কিংবা ইচ্ছেও নেই। পশ্চিমে থাকতে ভাল লাগছে বলেই থাকছে বেন।

'ওয়াইওমিং-এ অসংখ্য বন্ধু আছে ওর, এরা একেকজন লক্ষ

লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছে বিভিন্ন র‍্যাঞ্চে। বিশ্বাস করো, ওর মৃত্যুর খবর যদি চাউর হয়ে যায়, দেখবে ওর শুভাকাঙ্ক্ষীরা হাজির হয়ে গেছে এখানে, সারা তল্লাট খুঁজেও পালিয়ে থাকার মত জায়গা খুঁজে পাবে না ব্লেভিন বা ওর স্যাঙাৎরা।'

জিমের কথা শেষ হওয়া মাত্র কাগজের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল বিলি জোয়েলের মুখ। একটু আগের অস্বস্তি এখন ভয়ে রূপ নিয়েছে। মানুষ হিসাবে মন্দ ছিল না কখনোই, কিন্তু রোগান ব্লেভিনের ছায়ায় থেকে কর্তৃত্ব আর দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলেছে। লোকটার প্রতি করুণা ও সহানুভূতি বোধ করছে জিম, কিন্তু এর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে পেরে স্বস্তিও বোধ করছে।

বেরিয়ে এসে স্যাডলে চাপল জিম আর আইজি। ওদের উপর চোখ রাখতে যেন, পিছু পিছু বেরিয়ে এল টার্ক। রোয়ানটাকে করালে ছেড়ে দিয়ে ডান ঘোড়াটাকে নিয়েছে জিম। রোয়ানটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, সে-তুলনায় ডানটা দারুণ তেজী এবং কষ্টসহিষ্ণু।

'একটু আগে যা বললে, সবই কি সত্যি?' জানতে চাইল টার্ক।

'নিশ্চই।'

মিনিট কয়েক চুপ করে থাকল সে, জিমরা স্যাডলে চেপে বসার পর বলল: 'প্রন্তো, তোমার কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তুমি বরং এলাকা ছেড়ে চলে যাও, নইলে কোথাও লুকিয়ে পড়ো।'

'মানে?'

'আরে, বোকার হদ্দ,' মৃদু স্বরে বলল টার্ক, বরাবরই তাকে বন্ধুবৎসল মনে হয়েছে জিমের। 'বেন ফিলিপসের উপর হামলার ঘটনা যদি সত্যি হয়ে থাকে, হন্যে হয়ে তোমাকে খুঁজতে শুরু করবে ব্লেভিন। ফিলিপসের বোনের ব্যাপারে শুধু তুমিই নিশ্চিত জানতে, তাই একমাত্র তুমিই ওর দিকে আঙুল উঁচাতে পারবে। পাপের খবর ফাঁস হতে দেবে সে? প্রন্তো, তোমার কথা যদি সত্যি

হয়ে থাকে, নির্ঘাত তোমাকে খুন করবে ব্লেভিন!'

ব্যাপারটা মজার হলেও ঠিকই বলেছে টার্ক, আনমনে ভাবল জিম। টার্ক বলার আগে মাথায়ই আসেনি ওর। অন্তত এভাবে চিন্তা করেনি।

এখন ওর পিছু লাগবে রোগান ব্লেভিন। রাসলার, ফিলিপসদের বা অন্য কাউকে খুঁজবে না, শুধু ওকে খুঁজে বেড়াবে। জীবিত একমাত্র সাক্ষীকে কোন ভাবেই বেঁচে থাকতে দেবে না।

তারপর, ইতোমধ্যে যদি বেঁচে গিয়ে থাকে বেন ফিলিপস, খুঁজে বের করে তাকেও খুন করতে হবে ব্লেভিনের। লাশটা লুকিয়ে রাখতে হবে যাতে কারও চোখে না-পড়ে।

এর মানে হচ্ছে, ক্যারেন ফিলিপসকেও খুন করতে হবে তার।

বারো

কনকনে ঠাণ্ডা। তীব্র শীত পড়ছে। নিঃস্ব অসহায় মনে হচ্ছে নিজেদের। বাড়ি নেই, আশ্রয় নেই। কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। বেরিয়ে পড়ার ঠিক আগে বিলি জোয়েল ওদের বলেছিল চাইলে রাতটা কাটিয়ে যেতে পারে কেবিনে, কিন্তু ঘনায়মান অন্ধকার বা তীব্র শীত উপেক্ষা করে বেরিয়ে এসেছে জিমরা। লাইন কেবিনে রাত কাটানোর চেয়ে বরং শীতে বরফ হয়ে যেতে রাজি ছিল।

বেরোনোর আগে, আইজি যখন শেষ ডুনাটটাও ব্যাগে ভরেছে, দেখার মত হয়েছিল সবার মুখ। দৃশ্যটা দেখে বিদায় নেওয়ার কষ্ট ভুলে গিয়েছিল জিম। মেয়ারের লাথি খাওয়া মুখের মত করুণ হয়ে গিয়েছিল। নিজের অজান্তে একটা ডুনাট তুলে নিতে হাত বাড়িয়েছিল স্কয়ার মেয, সঙ্গে সঙ্গে মাংসের খুন্তি তুলে নিল আইজি।

'ধরো ওটা, মি. কাউপাঞ্চার,' সরোষে বলল নিগ্রো। 'ওটা তুলে নেবে আর দেখবে মাথার পাশে আরও একটা মুখ তৈরি হয়ে গেছে তোমার! আর হাতটাও কনুই থেকে খসিয়ে ফেলব।'

হুজুগে লোক স্কয়ার মেয, গায়ে-গতরে বড়সড় হলেও সাহস একেবারে কম। তাকদহীন। মুখ তুলে আইজির দিকে তাকাল সে, দৃষ্টি সরে গেল খুন্তির দিকে। শেষে নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল, ঝুঁকি নিতে নারাজ।

জিনিসপত্র গুছিয়ে এরপর বেরিয়ে আসে জিমরা।

ঘোড়ায় স্যাডল পরানোর জন্য এগোনোর সময় তুষারের উপর বুটের মচমচ শব্দ হলো, কিন্তু যাত্রা করার আগ পর্যন্ত একটা কথাও বলল না আইজি। 'কোথাও যাওয়ার মত জায়গা আছে?' বলতে চাইছি, যাওয়া যাবে এমন কোন জায়গার কথা ভেবেছ নাকি?'

প্রথমে লী ক্রীকের গুহাটার কথা মনে এল জিমের। আশ্রয় তো পাওয়া যাবেই, খাবার এবং উষ্ণতাও মিলবে। একেবারে নাকের ডগার কাছে রয়েছে একটা ক্রীক। পানির সমস্যা হবে না।

কেবিন থেকে যখন যাত্রা করল ওরা, মাটির উপর বারো ইঞ্চি পুরু তুষার জমা হয়েছে। কোথাও কোথাও, যেখানে আলগা তুষার সরে যাওয়ার সুযোগ আছে, সেখানে এর তিন-চারগুণ গভীর, এবং সরে যাওয়ার কোন নমুনা নেই। ঝড়ো বাতাস উঠলেই ব্লিজার্ড শুরু হয়ে যাবে। মন্টানা বা ডাকোটার ব্লিজার্ড পৃথিবীর যে-কোন জায়গার তুষার-ঝড়ের চেয়ে শতগুণ ভয়ঙ্কর।

কোটের কলার কান পর্যন্ত তুলে নিয়েছে জিম, স্কার্ফ দিয়ে হ্যাট বেঁধে নিয়েছে চিবুকের সঙ্গে; মন্টানার কাউহ্যান্ড সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে যে রোমান্টিক ছবি ফুটে ওঠে, সেটার সঙ্গে বিস্তর ফারাক ওর এখন; তবে নিজের চেহারা নিয়ে মোটেই চিন্তিত নয় জিম। লী ক্রীকের গুহা নিয়ে ভাবছে ও, ভাবছে এখন কী করছে ক্যারেন ফিলিপস—যদি আদৌ বেঁচে থাকে।

ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে মুখ, প্রায় জমে যাওয়ার দশা; আঙুলগুলো অনুভূতিশূন্য হয়ে পড়েছে, যদিও লাগাতার এক হাতে ব্রিডল ধরছে না, মাঝে মধ্যে বদল করে মুক্ত হাত ঘষছে উরুর সঙ্গে। কয়েকবারই স্যাডল ছেড়ে ঘোড়ার পাশাপাশি হাঁটল যাতে ঠাণ্ডায় পা দুটো জমে না-যায়।

অন্তত একটা ব্যাপারে সন্তুষ্টি বোধ করছে জিম। বিদায় নেওয়ার আগে এ-কয়েকদিনে যত কাজ করেছে ওরা, তার ফিরিস্তি দিয়েছে বিলি জোয়েল আর কাউহ্যান্ডদের, জানিয়েছে কোথায় কোথায় বরফের গর্ত তৈরি করেছে, কোথায় গেলে সবচেয়ে ভাল ঘাস মিলবে, খারাপ আবহাওয়ায় বাতাসের তীব্র কামড় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোথায় আশ্রয় নিতে পারে গরু।

'গাধার খাটুনি খেটেছ তুমি,' নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে স্বীকার করল বার-জে মালিক।

'হ্যাঁ,' তির্যক সুরে বলল জিম। 'সর্বক্ষণ তো রাসলিং করা যায় না, অবসরে শরীরটা এক-আধটু খাটিয়েছি!'

কয়েকবার গাছের নীচে থেমেছে ওরা, তারার অবস্থান দেখে দিক নির্ণয় করেছে। উত্তরে যাচ্ছে বটে, তবে বেশি উত্তরে যেতে অনিচ্ছুক জিম। তুষারের কারণে চেনা ল্যান্ডমার্ক অচেনা মনে হচ্ছে এখন।

হর্স ক্রীক বাটের কাছাকাছি ক্যানিয়নে যখন প্রবেশ করল ওরা, ততক্ষণে পুব আকাশে দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে। গুহাটা খুঁজে বের করে ভিতরে ঢুকল। শূন্য।

গুহামুখের একটু ভিতরে ঘোড়া দুটোকে থাকার সুযোগ দিল ওরা। সরু করিডরের মত জায়গা, নড়াচড়া করার সুযোগ পাবে না প্রাণীগুলো; কিন্তু অন্তত হিমেল বাতাস আর তুষারের হাত থেকে তো বাঁচবে। ঠাণ্ডা অবশ্য থাকছেই।

গুহার ভিতরে, এক দেয়ালে একটা ফাটল রয়েছে। আধপোড়া কাঠ আর কয়লা দিয়ে ওটা বন্ধ করে দিয়েছে কেউ। ফাটলের কাছে আগুন জ্বালাল ওরা, শুকনো পাতা এবং ঘাস বিছিয়ে মেঝেয় বিছানা করল। জিমের ধারণা বেন ফিলিপসই এগুলো নিয়ে এসেছিল।

কথা বলার ব্যাপারে কেউই আগ্রহ বোধ করছে না। খিদেও পায়নি, তাই এক কাপ কফি পেটে চালান করে দিয়ে শুয়ে পড়ল যার যার কম্বলের নীচে। খাবারের চেয়ে কম্বলের উষ্ণতাই বেশি কাম্য মনে হচ্ছে এখন।

ঘোড়ার আচমকা নড়াচড়ায় ঘুম ভেঙে গেল জিমের।

উজ্জ্বল কমলা রঙ পেয়েছে কয়লাগুলো, বেশিক্ষণ হয়নি আগুন নিভেছে। গভীর ঘুমে অচেতন আইজি...ধীর লয়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। অস্থিরভাবে নড়াচড়া করছে ঘোড়া দুটো, শুনতে পেল জিম। গুহার বাইরে কিছু একটা আছে...যেটা ঘোড়াগুলোর অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কম্বলের নীচ থেকে একটা হাত বের করে উইনচেস্টার তুলে নিল জিম, তারপর সন্তর্পণে আরামদায়ক উষ্ণ বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে এল। মোজা পরা অবস্থায় প্যাসেজের কাছে চলে এল। সবচেয়ে কাছের ঘোড়াটার পিঠে আলতো হাত রাখল।

কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে কথা বলল জিম, ঘোড়া দুটোকে শান্ত করার প্রয়াস। তারপর ওটার পেটের নীচ দিয়ে অন্যটার কাছে এল, এটাকেও পেরিয়ে গেল একইভাবে. খোলা গুহামুখে এসে দাঁড়িয়ে বাইরের শুভ্র পৃথিবীর বিশালত্বে দৃষ্টি চালাল।

ক্ষীণ শব্দ হলো কাছাকাছি, তুষারের উপর দিয়ে শরীর হেঁচড়ে টেনে নেওয়ার আওয়াজ। চাপা স্বরে গুঙিয়ে উঠল কেউ…তারপর নীরব হয়ে গেল চারপাশ।

উইনচেস্টার নামিয়ে রেখে গুহার বাইরে তুষারের জমিতে পা রাখল জিম, বড়সড় দুই কদম ফেলে পৌঁছে গেল লোকটার পাশে।

ঝুঁকে, কলার ধরে লোকটাকে চিৎ করল জিম। স্বল্প আলো, তায় তুষার আলো প্রতিফলিত করছে বলে মুখটা ঠিকমত দেখতে পাচ্ছে না। কলার চেপে ধরে হেঁচড়ে লোকটাকে গুহার দিকে নিয়ে চলল জিম, গুহামুখ পেরিয়ে প্যাসেজে পৌঁছল।

তখনই আগুনে এক মুঠো ঘাস ছুঁড়ে মারল আইজি, দপ করে জ্বলে উঠল শিখা। হ্যামার টানার মৃদু ক্লিক শব্দ কানে এল জিমের।

'বেন, তুমি?' আইজির কণ্ঠ।

'হ্যাঁ। আহত একটা লোককে পেলাম।'

হতভাগ্য লোকটিকে ভিতরে নিয়ে এল জিম। জুত মত আগুন জ্বালাল আইজি, আলোয় আহত মানুষটির মুখ দেখল। শর্টি গোর।

আগুনটাকে বড়সড় করে তুলল আইজি, এদিকে শর্টির দুর্ভোগের কারণ খুঁজতে তার কাপড় খুলে ফেলল জিম। পিঠে দুটো গুলির ক্ষত চোখে পড়ল, রক্ত জমাট বেঁধে লেপ্টে রয়েছে চামড়া আর কাপড়ের সঙ্গে। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল জিম। তীব্র ঠাণ্ডা ছিল বলেই বেঁচে গেছে শর্টি, ঠাণ্ডায় রক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছিল, নইলে রক্তক্ষরণে অনেক আগেই মারা যেত। তবে এখনও যে বেঁচে যাবে শর্টি, তা নয়, বরং সম্ভাবনা কমই মনে করছে জিম।

ওর কাঁধে একটা হাত রাখল আইজি। 'প্রন্তো, ওকে আমার উপর ছেড়ে দাও। কয়েকবারই আহত লোকের চিকিৎসায় এক

ডাক্তারকে সাহায্য করেছি আমি।'

স্বস্তি বোধ করল জিম। এ-ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা নেই ওর, করতে গেলে রীতিমত ভীত হয়ে পড়ে। সাধারণ কালশিটে দাগ, ছোটখাট ক্ষত বা ভাঙা হাড়ের শুশ্রূষা জানে, কিন্তু বুলেটের জখম ভিন্ন জিনিস। দাঁড়িয়ে থেকে আইজির কাজ দেখল ও। একটুও বাড়িয়ে বলেনি নিগ্রো। বাফেলো বিল শোতে যোগ দেওয়ার আগে এক ডাক্তারের ড্রাইভার ছিল সে, ডাক্তারের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখে নিয়েছে।

সরে এসে কফি তৈরি করল জিম, আগুনটাকে চাঙা রাখল। লুকিয়ে রাখা একটা বোতল বের করল। লিকারের প্রতি ওর বা আইজির, কারোই দুর্বলতা নেই; আর তীব্র ঠাণ্ডার মধ্যে যদি বাইরে থাকতে হয়, লোকটার মৃত্যু ত্বরান্বিত করে হুইস্কি। স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে হুইস্কি ভরা শরীরের তাপমাত্রা অনেক আগে কমে যায়, অল্পতে রক্ত হিম হয়ে আসে। হুইস্কি গেলার পর ক্ষণিকের জন্য হয়তো খানিকটা উষ্ণতা পাওয়া যায়, সেটা ত্বকে ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে এ-উষ্ণতা পরিবেশের ঠাণ্ডার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় করুণভাবে হেরে যায়। ফলশ্রুতিতে, হুইস্কি না-খেলে যতটা ঠাণ্ডা হত শরীর, হুইস্কি পানে তারচেয়ে বেশি ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে; এবং ব্যাপারটা অনেক দ্রুত ঘটে। অন্যদিকে, কেউ যদি বাইরের ঠাণ্ডা থেকে ঘরে ফিরে আসে, আর বাইরে না-গেলে হুইস্কি তার শরীর উষ্ণ করে তোলে।

মিনিট কয়েকের মধ্যে বিড়বিড় শুরু করল শর্টি, তারপর চোখ মেলে তাকাল। প্রথমে আইজিকে দেখল, ঝাড়া মিনিট কয়েক কেটে গেল এভাবে, শেষে ঘাড় ফিরিয়ে জিমকে দেখল।

'হ্যালো, শর্টি,' বলল জিম। 'একদম নোড়ো না। তোমার জন্য কফি তৈরি করছি।'

মনে হলো শরীর শিথিল করে দিয়েছে সে, গুহার ছাদের সঙ্গে লেপ্টে থাকা অন্ধকারের দিকে তাকাল, দেয়ালে নাচানাচি করছে

আগুনের শিখার প্রতিবিম্ব। চোখ বুজে ফেলল শর্টি।

মুহূর্ত কয়েক পর চোখ মেলে তাকাল সে। 'আমার ঘোড়াটাকে পেয়েছ নাকি?' কণ্ঠ বিস্ময়কর রকমের চড়া।

'না। খুঁজে দেখব। চিন্তা কোরো না তুমি।' ভেজা মোজা বুটে গলিয়ে দিল জিম। 'শর্টি...কে গুলি করেছে তোমাকে?'

বিহ্বল দেখাল শর্টিকে। *'গুলি খেয়েছি* আমি? সত্যি গুলি খেয়েছি?' ভ্রুকুটির মত কুঁচকে গেল ভুরুজোড়া, ঠোঁট নড়ল অনিশ্চিত ভঙ্গিতে। 'আমি তো ভেবেছি...হঠাৎ পিছন থেকে কী যেন আঘাত করল, সেটা কী আমি নিজেও জানি না।'

বোতলটা শর্টির মুখের কাছে তুলে ধরল আইজি। 'হুইস্কি। এক ঢোক গিলে ফেলো।'

বুট পরে উঠে দাঁড়াল জিম, গায়ে কোট চাপাল। বাতাসের বেগ বেড়ে যাওয়ায় বাইরে ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা পড়ছে। এক দিক থেকে জিম খুশি, কারণ আসার পথে ওরা বা শর্টি যত ট্র্যাক ফেলে এসেছে, সবই তুষার-চাপা পড়ে যাবে। রোগান ব্লেভিন বা অন্য কারও পক্ষে ওদের খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না।

শর্টিকে যেখানে খুঁজে পেয়েছিল, সেখান থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে ঘোড়াটাকে খুঁজে পেল জিম। তুষারের উপর লুটাচ্ছে ওটার লাগাম। বোঝা যাচ্ছে স্যাডল থেকে পড়ে গিয়েছিল শর্টি, কিংবা স্যাডল থেকে নামার পর গুহাটা খুঁজে বের করার সময় পড়ে গিয়েছিল। গুহাটা আগে থেকে শর্টির চেনা বলেই মনে হচ্ছে জিমের। সেক্ষেত্রে, অন্যদেরও চেনা থাকতে পারে।

লাগাম তুলে নিয়ে ঘোড়াটাকে লীড করে গুহামুখে নিয়ে এল জিম, ওটার পিঠ থেকে তুষার খসিয়ে দিল।

ভিতরে ঢুকে দেখল চোখ বুজে পড়ে আছে শর্টি। ঘোড়া থেকে খসিয়ে আনা স্যাডলটা পাশে রাখল জিম। মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল আইজি।

'হাবিজাবি বলছে ও। বলছে কোথায় নাকি দেখা হয়েছে কার

সঙ্গে...আর টাওয়ার রীজের কাছে গোলাগুলি হয়েছে।'

'নিশ্চই ডেভিল টাওয়ারের কথা বলেছে। বীয়ার লজ মাউন্টেনের কাছে জায়গাটা।'

ব্লেভিন ওখানে ছিল কি-না, কে জানে, আনমনে ভাবল জিম।

শর্টির উপর ঝুঁকে পড়ল ও, জানতে চাইল: 'শর্টি, ব্লেভিন ওখানে ছিল?'

'না,' উত্তর এল।

চোখ মেলে তাকাল সে, মিনিট কয়েক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, নিষ্পলক পরিষ্কার দৃষ্টি। তারপর দৃষ্টি এবং মাথা, দুটোই সরিয়ে নিল শর্টি, অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তাকাল চারপাশে।

'বেন, আমি আসতে সক্ষম হয়েছি, তাই না? গুহায় আসতে পেরেছি।'

'এখানে কি তুমিই সাপ্লাই এনেছ? সাজিয়ে রেখেছ সবকিছু?'

'আরে নাহ্!' অদ্ভুত চাহনিতে জিমকে দেখল শর্টি। 'তুমি কীভাবে এই গুহার কথা জানলে? এটা তো বুড়ো ক্লাইড ওরামের হাইডআউট।'

ক্লাইড ওরাম! কয়েক বছর হলো নামটা শোনেনি জিম। তবে একসময় এই এলাকায় ছিল কুখ্যাত এ-আউটলর ডেরা।

'শন ফ্রোম এই জায়গাটা চিনত...আশপাশে ওরামের স্বজনরা আছে। ওদের সম্পর্কে গোপন কী একটা খবর জানে শন। একবার বিপদে পড়ে এখানে লুকিয়ে ছিলাম...তাই এবার যখন পালিয়ে আসতে হলো...এখানে চলে এলাম।'

কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে শর্টির।

'পালিয়ে এলে কেন?' জানতে চাইল জিম।

মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকল সে, শেষে বলল: 'কী করব তা হলে? ওরা এত লোক ছিল...স্রেফ গুঁড়িয়ে দিয়েছে আমাদের, নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে! কোত্থেকে যে এল, খোদা মালুম...কাউকে জীবনেও দেখেনি।'

'ওরাই কি গুলি করেছে তোমাকে?'

'গুলি খেয়েছি আমি?' আবারও বিহ্বল শোনাল শর্টির কণ্ঠ। 'আমার তো মনে হয়েছিল কেউ পিছন থেকে ধাক্কা দিয়েছে, কিন্তু আশপাশে তো কেউই ছিল না, শুধু...'

কথা শেষ করতে পারল না শর্টি। যে-সুপ তৈরি হচ্ছিল ওর জন্য, সেটা আর খাওয়া হবে না।

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল আইজি, আগুনের কাছে গিয়ে স্টোভ থেকে সুপের পাত্র নামিয়ে ফেলল। ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মারা গেছে শর্টি, কিন্তু যা বলতে চেয়েছিল, সেটা কখনও জানা হবে না ওদের।

আশপাশে আর কেউ ছিল না, শুধু...কে লোকটা?

কেউ পিছন থেকে গুলি করেছিল শর্টি গোরকে, খুব কাছ থেকে, লোকটা এমন কেউ ছিল যাকে চিনত শর্টি, ঘুণাক্ষরেও তার কাছ থেকে বিপদ আশা করেনি। জর্জ গ্রের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছিল।

তা হলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ব্লে র‍্যান্ডের আউটফিট। তারমানে র‍্যান্ডও কি খুন হয়ে গেছে?

শর্টির ভাষ্যমতে "ওরা" কারা?

যুগপৎ হতাশ এবং বিষণ্ন বোধ করছে জিম। হঠাৎ মনে হলো এখান থেকে চলে যেতে পারলে খুশি হত, সমস্ত সমস্যা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারত। এ-মুহূর্তে এটাই যেন ওর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। রেলরোডের কাছাকাছি যদি থাকত, হয়তো একটা বক্সকারে চেপে বসত। তুষার অঞ্চল ছাড়িয়ে অনেক দক্ষিণে চলে যেত, জীবনের বাকি দিনগুলি মেক্সিকান সীমান্তের ধারে গরু পাঞ্চিং করে কাটিয়ে দিত।

শীতে নিরবিচ্ছিন্ন কিছু সময় কাটাতে এখানে এসেছিল ও, কাজ ছিল একটাই–বিলি জোয়েলের গরুর দেখভাল করা; কিন্তু বাস্তবে যা হয়েছে–কাজ থেকে বরখাস্ত তো হয়েছেই, উপরন্তু

গরুচুরির বদনাম কামিয়েছে, যে-চুরি ঠেকাতে বিশ্রী আবহাওয়ায় বহু পথ পাড়ি দেওয়ার দুর্ভোগ সয়েছে; আর এখন একজন মানুষকে সাহায্য করতে গিয়ে চরম ব্যর্থ হয়েছে, এদিকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে পুরো র‍্যান্ড আউটফিট। অচেনা কিছু লোক এসে পাইকারি হারে খুন করে গেছে, অথচ এদের কাউকে চেনে না কেউ, এমনকী ঘটনার কথাও জানে না কেউ।

এটাই জিমের দুশ্চিন্তার কারণ। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, রীতিমত উদ্ভট লাগছে। মরে যাওয়ার আগে শর্টি গোরের সঙ্গে ওদের দেখা না-হলে র‍্যান্ড আউটফিটের নিশ্চিহ্ন হওয়ার ঘটনা জানতে পারত না, অন্য কেউ জানার আগে হয়তো কয়েক মাস এমনকী কয়েক বছরই চলে যেত।

কিন্তু শর্টিদের জিম্মায় যে-গরুগুলো ছিল, ওগুলোর কী হলো?

অবাস্তব একটা অনুমান করল জিম, তবে একটু ভাবার পর গ্রহণযোগ্য মনে হলো, অন্তত নিজের কাছে, যদিও আইডিয়াটা প্রায় পাগলামির পর্যায়ে পড়ে।

এক বাটি সুপ ওর হাতে ধরিয়ে দিল আইজি, আরেকটা বাটি নিজের জন্য নিয়েছে। কেউই তাকাচ্ছে না শর্টির দিকে।

'আইজি, এখান থেকে চলে যাব আমরা,' বলল জিম। 'মাইলস সিটি বা অন্য কোথাও চলে যাব, ওখান থেকে একটা ট্রেনে উঠে পড়ব।'

'বেশ।'

সুপ শেষ করে বাটিটা একপাশে নামিয়ে রাখল জিম, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছল। মুখ তুলে তাকাতে দেখল স্থির দৃষ্টিতে ওকে দেখছে আইজি।

'ব্যাপার কী?'

'ক্যারেন ফিলিপসের কথা ভুলে গেছ নাকি? ওর ব্যাপারে খোঁজখবর না-করেই চলে যাবে?'

সামান্য যাও-বা দ্বিধা ছিল জিমের মনে, সবই মুহূর্তের

ব্যাবধানে চলে গেল। আইজি জানে মুখে যাই বলুক ক্যারেন ফিলিপসের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না-হওয়া পর্যন্ত কোথাও যাবে না জিম।

'সকাল হোক, তারপর চারপাশে তালাশ করে দেখব আমরা।'

'মি. বেনবো,' মৃদু স্বরে বলল আইজি। 'দিনের মত যথেষ্ট আলো আছে এখন, অন্তত কয়েক ঘণ্টা থাকবে।'

ঠিকই বলেছে আইজি। সত্যিই তো, সময়টাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। ব্যাপারটা উপলব্ধি করে উঠে দাঁড়াল জিম, জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সাপ্লাই থেকে কিছুটা নিয়ে যাত্রা করল। গুহায় জমানো বেশিরভাগ খাবার রেখে যাচ্ছে, অন্য কারও উপকারে আসবে।

শর্টির পকেট হাতড়ে ত্রিশ ডলার আর জীর্ণ একটা খামে ভরা চিঠি খুঁজে পেয়েছে জিম। মিসৌরি থেকে শর্টির বোন লিখেছিল চিঠিটা। টাকাগুলো খামে ভরে রেখেছে জিম, ইচ্ছে শহরে গিয়ে ফিরতি ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে, তা হলে টাকা এবং চিঠি পেয়ে যাবে শর্টির বোন। শর্টির ঘোড়াটাকে প্যাক হর্স হিসাবে সঙ্গে নিয়েছে, আর তাকে গুহায় রেখে এসেছে।

'সঙ্গে কোদাল নেই, তা ছাড়া মাটিও ঢেকে আছে তুষারে,' অজুহাত দেখাল আইজি।

সহসা প্রথমবার এসে রেখে যাওয়া নোটটার কথা মনে পড়ল জিমের। ঘুরে আইজির বাহু ধরে তাকে থামাল জিম।

'ওখানে এক টুকরো কাগজ দেখেছ? একটা নোট?'

'মেঝেয় কী যেন পড়ে ছিল...ভাল করে দেখিনি আমি।'

আইজিকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত জায়গাটায় চলে গেল জিম, যেখানে রেখে গিয়েছিল নোটটা। আগের মতই আছে ওটা। একই নোট, তবে নীচে আরও একটা লাইন লিখে গেছে কেউ।

দ্য কেবিন অব কিলওয়ার্থ।

নীচে পেডলার ব্রাউন নামে একজনের স্বাক্ষর। ইঙ্গিত হিসাবে তেমন কিছু নয়, কিন্তু এরচেয়ে বেশিও প্রয়োজন ছিল না জিমের।

মাইলস সিটি থেকে ক্যারেনের সঙ্গে রাইড করার ফাঁকে, টাং ক্রীক পেরিয়ে আসার সময় পোকার জিম বাটের কাছাকাছি পুরানো ট্রেইলের ধারে জীর্ণ প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়া একটা কেবিন দেখেছিল। একই ধরনের কেবিন রয়েছে আয়ারল্যান্ডে, বলেছিল ক্যারেন, কিলওঅর্থ মাউন্টেন এলাকায় বেশিরভাগ বাড়ি এ-ধরনের কেবিন।

কিলওঅর্থ মাউন্টেন এলাকা থেকে *বোল্ড ব্রেনান* গানটার উদ্ভব। পেডলার ব্রাউন এবং ব্রেনান দুটো আলোচিত চরিত্র। প্রথমে ব্রেনানের সম্পত্তি লুট করে তাকে নিঃস্ব করেছিল ব্রাউন, কিন্তু পরে আবার ব্রাউনই তাকে নিঃস্ব করে। একেবারে শেষে অংশীদার হয় দু'জন।

এর তাৎপর্য পরিষ্কার: এখানে এসেছিল ফিলিপসরা, কিন্তু পর্যাপ্ত সাপ্লাই দেখেও থাকেনি; তারমানে ওরা ভয় পাচ্ছিল বেশিদিন লুকিয়ে থাকতে পারবে না।

ক্যারেন এসেছিল এখানে! মনে নিদারুণ স্বস্তি আর উচ্ছ্বাস বোধ করল জিম, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল গুহার বাইরে।

'উঠে পড়ো, আইজি,' বলল ও। 'এক জায়গায় যাব আমরা।'

পথের হিসাবে এমন কোন দূরত্ব নয়, বড়জোর পাঁচ-ছয় মাইল, কিন্তু এই পথটুকু অনেক দীর্ঘ মনে হবে জিমের। ক্যারেন ফিলিপস সুস্থ আছে, দেখা পর্যন্ত উদ্বেগ কাটবে না ওর।

তেরো

পোকার জিম বাটের ট্রেইল ধরল ওরা। চলার সময় শর্টি গোরের বলা কথাগুলো বিশ্লেষণ করছে জিম। রহস্যময় অচেনা একদল রাইডার আক্রমণ করেছিল র‍্যান্ড আউটফিটকে, হামলাটা এত আচমকা ছিল যে পাল্টা লড়াই করার কোন সুযোগ পায়নি শর্টিরা, উল্টো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শর্টি যে গুলি খেয়েছে, এমনকী নিজেও টের পায়নি; জানতও না কতটা গুরুতর ছিল ওর জখম।

শর্টির শেষ কথাটা বেশি ভাবাচ্ছে জিমকে। *আশপাশে আর কেউ ছিল না, শুধু...*

কে ছিল শর্টির ধারে-কাছে? এমন কেউ যার কাছ থেকে বিপদ আশা করেনি সে। বন্ধুর মত, যাকে বিপজ্জনক মনে করেনি শর্টি।

'আমার ধারণা ছিল বেনই গুহাটা গুছিয়েছে,' অন্যমনস্ক সুরে আইজিকে বলল জিম। 'কিন্তু ও নয়, অন্য কেউ করেছে কাজটা। শর্টিও নয়, অন্য কেউ।'

'ফ্রোম করতে পারে? ও তো গুহাটা চেনে।'

শন ফ্রোম কুখ্যাত এক আউটল, বহুদিন ধরে এই এলাকায় ছিল। গুজব আছে যে ক্লাইড ওরামের দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল ফ্রোম, স্বভাবতই গুহাটা চেনা ছিল তার।

পোকার জিম বাটে যখন কেবিনের সামনে থামল ওরা, পাইনের ছায়ায় পাথুরে ঢালের উপর কেবিনটা, খুব কাছে না-

গেলে সহজে চোখে পড়ে না। তুষারাবৃত থাকায় প্রায় পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেছে।

গভীর তুষার মাড়িয়ে কষ্টেসৃষ্টে এগোচ্ছে ঘোড়া দুটো, তবে শেষপর্যন্ত পাইনের সারির নীচে পৌছল। কেবিনের বাইরে বেশ কিছু ছাপ চোখে পড়ল ওদের। এক পাশে মাটি খুঁড়ে তৈরি করা স্টেবলের সামনেও রয়েছে। স্যাডল ছাড়ল ওরা। ঘোড়া দুটোর দায়িত্ব নিল আইজি, এদিকে দ্রুত পায়ে দরজার সামনে চলে গেল জিম, করাঘাত করল।

ক্যারেন ফিলিপস দরজা খুলল। হাতে একটা পিস্তল শোভা পাচ্ছে, চোখের চাহনি দেখে বোঝা গেল প্রয়োজনে ওটা ব্যবহার করতে একটুও দ্বিধা করবে না।

জিমকে দেখে পিস্তলের মাযল নামিয়ে ফেলল ক্যারেন। 'সত্যি খুঁজে পেয়েছ আমাদের! আমি জানতাম!'

একপাশে সরে গিয়ে ওকে ঢোকার জায়গা করে দিল ক্যারেন। দরজা দিয়ে ঢুকতে নিচু হতে হলো জিমকে। পাহাড়ী অনেক কেবিন তাড়াহুড়ো করে তৈরি করা হয়, প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির যোগান থাকে না, কখনও কখনও দরজা এটার মত নিচু করতে বাধ্য হয় লোকেরা। ঘরের মেঝে থাকে কিছুটা নিচু, দরজা থেকে কয়েক ধাপ নেমে যেতে হয়; তারপর অবশ্য মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সমস্যা হয় না।

কামরার ওপাশে বাঙ্কে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে বেন ফিলিপস, মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে অবস্থা সুবিধার নয়।

একটা হাত তুলল সে। 'প্রন্তো, তোমাকে দেখে খুশি হলাম। ক্যারেনের ব্যাপারে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না আমার। ওর দিকে খেয়াল রেখো।'

'তোমাদের দু'জনের দিকেই খেয়াল রাখব,' বলল জিম। 'আমার সঙ্গে আইজি এসেছে, জখমের চিকিৎসা জানে ও। একটু অপেক্ষা করো, দেখবে কীভাবে তোমাকে সারিয়ে তুলি আমরা।'

'ওর যত্ন নিয়ো—শুধু এই বলার আছে আমার।'

'রোগান ব্রেভিনের কাজ?'

জিমের দিকে তাকাল বেন, মুখ কঠিন হয়ে গেছে। 'হ্যাঁ...ব্যক্তি হিসাবে তাকেই দায়ী করা যায়। নিরস্ত্র অবস্থায় আমাকে গুলি করেছে ও, আর পালিয়ে না-আসতে পারলে ঠিক ঝুলিয়ে দিত।'

মাথা নেড়ে ক্যারেনের দিকে ইশারা করল সে। 'সময়মত আমাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ও, শার্টের কলার ধরে কোনমতে টেনে নিয়ে যায় বাড়ির ভিতর। এরপর অবশ্য যে বুদ্ধিটা করেছে, আমি নিজেও ভাবতে পারিনি। কেবিনের পিছনে গিয়ে জানালা দিয়ে বের করে এনেছে আমাকে।'

'কেবিনের পিছনের বনে আগেই ঘোড়া লুকিয়ে রাখা ছিল,' ব্যাখ্যা করল ক্যারেন। 'মাইলস সিটিতে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিলাম আমরা। বেনকে গুলি করার পর মনে হলো শুধু এতেই থামবে না ওরা, বরং সুযোগ পেলে কেবিনটাও পুড়িয়ে দেবে।'

'ওরা কি জানত যে কেবিনে তুমিও ছিলে? মানে...একজন মহিলা ছিল, এটা জানত ওরা?'

'ওরা আমাকে নাও দেখে থাকতে পারে। উঁহুঁ, মনে হয় না জানত।'

নিচু দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল আইজি। এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে ইশারায় বেনকে দেখিয়ে দিল জিম।

'তারপর?' ক্যারেনের উদ্দেশে জানতে চাইল জিম।

'আমরা যখন রওনা দিয়েছি, ততক্ষণে কেবিন পুড়িয়ে দিয়েছে ওরা। কেবিন থেকে বনের দূরত্ব বেশি ছিল না, মাত্র কয়েক গজ, তাই সরে আসতে সমস্যা হয়নি আমাদের।'

মেজাজী মানুষ হিসাবে কুখ্যাতি রয়েছে জিমের। এমন নয় যে শুধু লড়াই বা মারপিট করার সময় খেপে যায়, বরং ব্যাপারটা অন্য সময়েই ঘটে, পরিণতিতে নিজেই ভয়ানক সমস্যা তৈরি করে

বসে। এজন্যই সবসময় নিজেকে সামলে রাখার চেষ্টা করে জিম। মারপিটের সময় খেপে যাওয়ার দরকার হয় না, খেপে লাভও হয় না, কারণ সাধারণত স্রেফ আনন্দের জন্য মারপিট করে ও। কিন্তু এখন কৌতূহলজনক অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটছে ওর মধ্যে, অন্তস্তলে টের পাচ্ছে জিম, ব্যাপারটা শঙ্কিত করে তুলছে ওকে।

ঘুরে কেবিন থেকে বাইরে দিনের আলোয় বেরিয়ে এল জিম। মেঘলা আকাশ, ভারী ঘোলাটে মেঘের সারি থাকলেও তুষারের কারণে উজ্জ্বল হয়ে গেছে চারপাশ। দোরগোড়ার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল ও, ক্যানিয়ন বরাবর দূরের কালচে গাছের সারির দিকে চলে গেছে দৃষ্টি, গাছের চূড়ার উপর সাদা তুষারের স্তর জমেছে। জীবনে আর কখনও এতটা রাগেনি জিম, শীতল কুৎসিত রাগে প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে।

ফিলিপসরা নিঃসন্দেহে ভালমানুষ, কিন্তু বুনো পশুর মত তাদের গুলি করা হয়েছে, ধাওয়া করা হয়েছে। বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, জিনিসপত্র নষ্ট করা হয়েছে; ওদের খুঁজে পেলে নির্ঘাত খুন করে ফেলত ব্রেভিন বাহিনী। সন্দেহজনক চরিত্র এবং ফিলিপসদের সঙ্গে সুসম্পর্কের কারণে জিম নিজেও ঝুঁকির মধ্যে আছে, ওকে খুঁজে পেলেও খুন করে ফেলবে ব্রেভিনের ক্রুরা।

প্রচণ্ড রাগে কাঁপছে জিমের সারা দেহ, হাত-পার কাঁপন ঠেকাতে পারছে না। নিজেকে সুস্থির রাখতে হিমশিম খাচ্ছে ও। কিন্তু একইসঙ্গে সীমাহীন অনিয়ন্ত্রিত রাগ উল্টো ছেঁকে ধরছে ওকে, মনের আরেকটা অংশ স্রেফ দর্শক হিসাবে থাকতে চাইছে—দেখতে চাইছে আদপে শেষপর্যন্ত কী ঘটে।

উঁহুঁ, যত ঝুঁকি বা বিপদের সম্ভাবনাই থাকুক, পিছু হটবে না। এখান থেকে কেটে পড়ার ইচ্ছে নেই ওর। বরং ব্রেভিন বাহিনীকে খুঁজে বের করার ইচ্ছে, পাল্টা লড়াই করবে, মারের বিপরীতে মার দেবে, বুলেটের জবাব বুলেটে দেবে; ঘৃণা কী জিনিস জানবে ওরা। কুৎসিত একটা অধ্যায় শুরু করেছে ওরা, এখন এর

পরিণাম তো সইতে হবেই।

মনের একটা অংশ সতর্ক করছে ওকে, বলছে এই কৌশলে কাজ হবে না; কিন্তু আরেকটা অংশে দুশ্চিন্তা–সংঘর্ষ কেবল সংঘর্ষের জন্ম দেয়, বিদ্বেষ বা রেষারেষির কোন শেষ নেই; ব্রেভিন বাহিনী যা করেছে, শুধু তাতে থেমে থাকবে না, বরং প্রয়োজনে পাইকারি হারে খুনযজ্ঞ চালাবে, এরচেয়ে জঘন্য কাজ করতেও দ্বিধা করবে না। কেউ যখন এতটা হিংস্র হয়ে ওঠে, তখন শিকার হিসাবে দুর্বল, অসহায় আর নিরীহ মানুষদের বেছে নেয়। এমন বহু ঘটনা শুনেছে জিম যেখানে উন্মত্ত মবকে হটিয়ে দিয়েছে দৃঢ়চেতা সশস্ত্র মানুষ, অথচ নিরস্ত্র অবস্থায় একই লোকের ভাগ্যে করুণ পরিণতি ঘটেছে।

মানুষ যখন শয়তানের রূপ ধরে ধ্বংসযজ্ঞে মেতে ওঠে, ভালমানুষের পক্ষে তখন বসে থাকার উপায় থাকে না। নিজের প্রাণ বা অধিকার রক্ষার্থে হলেও রুখে দাঁড়াতে হয়।

পাশে ক্যারেনের উপস্থিতি টের পেয়ে সংবিৎ ফিরে পেল জিম।

'জানতাম ঠিকই আমাদের খুঁজে বের করবে তুমি, মি. বেনবো,' মৃদু স্বরে বলল মেয়েটি।

'আমার নাম জিম, তবে বেশিরভাগ মানুষ প্রন্তো বলেই ডাকে।'

'আমি বরং জিমই ডাকব,' ক্ষণিকের জন্য থামল ক্যারেন। 'বেনকেও বলেছি যে আমাদের খুঁজতে আসবে তুমি।'

'মাইলস সিটিতে নিয়ে যেতে হবে ওকে,' বলল জিম। 'একটা ট্রেভয়েস তৈরি করে ফেলব, তুষারের উপর দিয়ে ওকে নিয়ে যেতে তা হলে তেমন সমস্যা হবে না, অন্তত কিছুটা হলেও আরামদায়ক হবে বেনের জন্য।'

মিনিট কয়েক কথা বলল ওরা, তারপর ভিতরে চলে গেল ক্যারেন। কয়েক পা এগিয়ে গাছের নীচে এসে দাঁড়াল জিম,

এখান থেকে ক্যানিয়নের উপর এবং নীচ, দু'দিকই চোখে পড়ছে। মনে মনে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করল, একইসঙ্গে সমাধানের পথ খুঁজছে।

এতদিনে শান্তি বাহিনীর বেরিয়ে পড়ার কথা...সম্ভবত দলটাতে রোগান ব্রেভিনের আউটফিট ছাড়া অন্য কেউ থাকবে না। এদের আক্রোশের শিকার হবে ফিলিপসরা। জিমকেও ছেড়ে কথা বলবে না।

ক্রে র‍্যান্ডের রাসলারবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া রহস্যময় দলটা তো আছেই। জিম নিশ্চিত এরা ব্রেভিনের লোক নয়, বরং ভিন্ন একটা দল।

দুশ্চিন্তা করার জন্য আরও একজন রয়েছে–রহস্যময় সেই রাইডার, যে নিজের ঘোড়ায় চামড়ার নাল ব্যবহার করে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে, লোকটা ঠাণ্ডা মাথার জাতখুনী। যে-কোন আউটফিটের লোক হতে পারে সে–হয়তো র‍্যান্ড বাহিনীর, কিংবা রোগান ব্রেভিনের ক্রু।

যারা ফিলিপসদের শত্রু, তারা জিমেরও শত্রু। এদের প্রত্যেকের কাছ থেকে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে একমাত্র মাইলস সিটি বা বড় কোন লোকালয়ে যেতে পারলে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ওদের, যেখানে অন্তত সাধারণ মানুষের অনুমোদন এবং মতামত পাবে ওরা। এখানে থাকলে, খুন করে লাশগুলো কবর দিয়ে দিলে ব্রেভিন বাহিনীর সমস্ত অপরাধ ঢাকা পড়ে যাবে। হয়তো কেউ কেউ ওদের নিয়ে প্রশ্ন তুলবে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে ভুলে যাবে সবাই। শহরে, অন্যদের উপস্থিতিতে ওদের খুন করা সহজ হবে না। বিশেষ করে ফিলিপসদের ক্ষেত্রে কথাটা প্রযোজ্য।

কিন্তু মাইলস সিটি অনেক দূরের পথ, যোজন দূরত্বে মনে হচ্ছে এখন। সীমাহীন দুর্ভোগ সইতে হবে। সঙ্গে রয়েছে আহত একজন মানুষ। আচমকা ব্রেভিন বাহিনীর তোপের মুখে পড়ে

যাওয়ার সম্ভাবনা তো রয়েছেই। উত্তর-পুবে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার সময় পদে পদে বিপদের ঝুঁকি রয়েছে। রাইড করতে পারলে অসুবিধা ছিল না, কিন্তু মুক্ত মানুষের মত ঘোড়া ছোটাতে পারবে না ওরা, তবে একটা স্লেজ তৈরি করতে পারলে মোটামুটি অল্প সময়ে মাইলস সিটিতে পৌঁছতে পারবে।

ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থেকে ইতিকর্তব্য স্থির করার চেষ্টা করলেও চোখ এবং কান দুটোই সজাগ জিমের, ক্যানিয়নের দু'পাশে দৃষ্টি রেখেছে—দেখতে চায় কেউ আসে কি-না। কিন্তু শূন্য ক্যানিয়ন চোখে পড়ছে শুধু। কেবিনে সামান্য ধোঁয়া তৈরি হচ্ছে, জিম মোটামুটি নিশ্চিত ক্যানিয়নের বাইরে থেকে চোখে পড়বে না, যেহেতু চোখে পড়ার মত উচ্চতায় যেতে যেতে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে ক্ষীণ ধোঁয়া।

কেবিন থেকে বেরিয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়াল আইজি। 'বেশ খারাপ ওর অবস্থা, প্রন্তো। অবস্থা ভাল ঠেকছে না।'

'দু'তিনদিনের রাইডে টিকতে পারবে?'

শ্রাগ করল নিগ্রো। 'টিকতেও পারে, সঠিক বলা মুশকিল। আমার ধারণা টিকবে না, কিন্তু বেন ফিলিপস শক্ত ধাতের মানুষ, ওর সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।'

ক্ষণিকের জন্য থামল আইজি, তারপর পকেট থেকে কয়েকটা সিগার বের করে এগিয়ে দিল জিমের দিকে। 'মি. ফিলিপস দিল...পরখ করে দেখো।' একটা নিজেই ধরাল সে। 'আগে আগে রওনা দিলে ভাল হত না?'

মাথা নাড়ল জিম।

'আচ্ছা, রোডি কে?'

'রোডি!?'

'কয়েকবার এই মেয়েটার কথা বলল ও। সুস্থ অবস্থায় নয় অবশ্য, যখন ঘোরের মধ্যে ছিল...বারবার রোডি নামে মেয়েটার কথা বলছিল।'

'আমার মনে হয় আয়ারল্যান্ডে ওর পরিচিত কেউ হবে মেয়েটা। রোডি নামে আশপাশে কেউ আছে বলে শুনিনি আমি।'

আইজিকে কিছুক্ষণের জন্য পাহারায় রেখে কফি পান করতে ভিতরে গেল জিম। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কফি খেয়ে খানিকটা চাঙা করে নেওয়া দরকার। তবে ভিতরে রেখে যাওয়া রাইফেলটাও নেওয়া প্রয়োজন, যদিও বেল্টে সিক্সশূটার রয়েছে।

মগে কফি ঢেলে পরিবেশন করল ক্যারেন, সঙ্গে রুটির স্যান্ডউইচ এবং গরম মাংস দিয়েছে।

'এই বিপদ কেটে গেলে কী করবে তুমি?' জানতে চাইল মেয়েটি।

'হোমস্টীড করব। কোথাও থিতু হয়ে ছোট্ট একটা জমিতে গরু পালব।' জবাবটা এত দ্রুত দিয়েছে জিম যে নিজেই অবাক হয়ে গেল। কিছু না-ভেবে বলে দিয়েছে। বলার পর জিমের স্থির বিশ্বাস জন্মাল, সত্যি তাই করবে। পর্যাপ্ত পানি আছে এমন কোন জায়গায় নিজের আউটফিট তৈরি করবে, জায়গাটা যত ছোটই হোক। কেউ যদি ওকে হটাতে আসে, চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। ফিলিপসদের মত পশ্চিমে নতুন বা আনাড়ি নয় ও, বরং যে-কোন পরিস্থিতি সামাল দিতে অভ্যস্ত।

'ভাবছি নিজের জন্য একটা জমি খুঁজব,' স্বগতোক্তির সুরে বলল জিম। 'ছোট্ট র‍্যাঞ্চে কয়েকটা ঘোড়া আর কিছু গরু থাকবে।'

কথাটা যখন মুখ ফুটে বলাই হয়ে গেছে, জিমের ধারণা ব্যাপারটা আগে থেকে অবচেতন মনে ছিল, কিন্তু বাস্তবে কখনও গভীরভাবে চিন্তা করেনি। এমনকী পছন্দের জায়গাটাও চেনা আছে ওর, বেশ কিছুদিন আগে একবার দেখেছিল। বিগ হর্নের বিপরীতে ছোট্ট একটা উপত্যকা। চারপাশে বন্ধুর জায়গা, কিন্তু যথেষ্ট পানি এবং ঘাস আছে ওখানে।

জায়গাটা সত্যি পছন্দ জিমের।

বাথান গড়া নিয়ে কিছুক্ষণ আলাপ করল ওরা। রেঞ্জের ব্যাপারে ক্যারেন অনেক কিছুই জানে, আবিষ্কার করে রীতিমত বিস্মিত হলো জিম। এটা ঠিক যে নিজের সমস্যা, পরিকল্পনা এবং কাজের পদ্ধতি ছাড়াও আশপাশে কী হচ্ছে এ-সম্পর্কে ওকে লিখে জানাত বেন, কিন্তু ক্যারেনের জ্ঞান শুধু তাতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এরচেয়ে ঢের বেশি। রহস্যটা ক্যারেন নিজেই ব্যাখ্যা করল। ওয়াইওমিং এবং মন্টানার র‍্যাঞ্চে বিনিয়োগ করেছে এমন কয়েকজন ইংরেজের সঙ্গে আলাপ করেছে ও, আর কাগজে তো পড়েছেই।

'*ফোর্টনাইটলি রিভিউ*-তে অনেক লেখা পড়েছি আমি,' যোগ করল মেয়েটি। 'পশ্চিমে এসে ঘুরে গেছে এমন মানুষের লেখা ওগুলো। মন্টানায় কী করছে বেন, এ-নিয়ে প্রচণ্ড কৌতূহল ছিল আমার, তাই প্রাসঙ্গিক যে-কোন লেখা পেলেই পড়তাম।'

'দারুণ একটা কাজ করেছ,' অকুণ্ঠে স্বীকার করল জিম। শুধু কাগজ বা ম্যাগাজিন পড়ে কারও পক্ষে এতটা জানা সম্ভব—ব্যাপারটা চমকিত করেছে ওকে।

আইজিকে বিশ্রাম দিতে বেরিয়ে এল ও, ঘোড়াগুলোর অবস্থা পরখ করল আগে। ক্যারেনের সাফল্য নিয়ে ভাবছে। স্রেফ পড়ে যদি একটা মেয়ে এত জানতে পারে, তা হলে চোখ-কান খোলা রেখেও ওর পক্ষে অনেক কিছু শেখা সম্ভব। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এখন থেকে সিরিয়াস হতে হবে।

'কিছুই দেখলাম না,' জানাল আইজি। 'তবে অবস্থা মোটেও সুবিধার মনে হচ্ছে না। আমাদের বোধহয় চলে যাওয়া উচিত।'

'আজ রাতেই?'

উত্তর দিতে আগ্রহী মনে হলো না নিগ্রোকে, তবে শেষে বলল: 'এক কাজ করা যাক, ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি। ফিলিপস বিশ্রাম নিচ্ছে, রাতটা যদি বিশ্রামে কাটিয়ে দেয়, সামনে ধকল সওয়ার জন্য কিছুটা হলেও শক্তি ফিরে পাবে।'

'ঘুমাচ্ছে ও।'

'অযথা সময় নষ্ট করছি কেন আমরা? একটা স্লেয বানিয়ে ফেললেই পারি! সঙ্গে কুড়াল এনেছি আমি, আর কেবিনে একটা বাটালি দেখলাম। ওটার অবস্থা বিশেষ সুবিধার নয়, প্রায় ভোঁতাই বলা চলে, তবে কষ্টেসৃষ্টে ধার দেওয়া যাবে বোধহয়।'

'কুড়াল চালাতে পারো কেমন?'

'মোটামুটি,' জবাব দিল আইজি। 'তবে তোমার চেয়ে ভাল না। কাজটা বরং তুমিই করো।'

'বলা যায় কুড়াল হাতেই বড় হয়েছি আমি। বেশ, একটা স্লেযই বানাব আমরা। কুড়াল নিয়ে বেরোচ্ছি আমি, দেখি চাকা হিসাবে ব্যবহার করা যাবে এমন কিছু পাই কি-না।'

রাইফেল আর কুড়াল হাতে পাহাড়ে উঠে এল জিম। একটু খোঁজাখুঁজির পর লজপোল পাইনের সারির কাছে চলে এল, সরু কয়েকটা শাখা কেটে ফেলল। কেবিনে ফিরে এসে ছাল ছাড়িয়ে বাটালি দিয়ে এমনভাবে কেটে ফেলল যাতে নীচের দিকে সমতল একটা পৃষ্ঠ তৈরি হয়।

এ-কাজে জিমের চেয়ে দক্ষ আইজি। হাতের ব্যবহারে চৌকস সে। আজীবন কাউবয় ছিল জিম, স্বভাবতই ঘোড়ার পিঠে বসে করা যায়, এমন কাজে দক্ষ ও; আইজির দক্ষতা ঠিক বিপরীত।

তবে হোমস্টীড গড়ার ইচ্ছে যেহেতু আছে, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল জিম, সব ধরনের কাজ শিখতে হবে ওকে, পটু হতে হবে। নিজের কেবিন নিজেকে তৈরি করতে হবে, এমনকী ছোট্ট একটা বাগান তৈরি করার জন্য হয়তো জমিও চাষ করতে হবে। এসব অবশ্য অনেক পরের ব্যাপার, আগে কয়েকটা ঘোড়া আর কিছু গরুর মালিক হতে হবে ওকে।

কাজের ফাঁকে সারাক্ষণই চারপাশে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে জিম। মাঝে মধ্যে বন্ধুর এলাকা খুঁটিয়ে দেখছে। ক্রমে আইজির মত সন্দিগ্ধ ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে। অবচেতন মনে

তাড়না—শিগ্‌গিরই এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। এখানকার বাতাসে অস্বস্তিকর কী যেন আছে, সদ্য পড়া তুষার চারদিকে ভূতুড়ে পরিবেশ তৈরি করেছে।

উদ্বেগের কারণ হতে পারে ঝামেলা বা বিপদের আশঙ্কা, জানে যে-কোন মুহূর্তে উদয় হতে পারে রোগান ব্রেভিনের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী; কিংবা ক্রে র‍্যাঞ্চের আউটফিটকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া রহস্যময় দলটাও এসে পড়তে পারে। ভাবনাগুলো মোটেই স্বাস্থ্যকর বা স্বস্তিকর নয়, মনে দুশ্চিন্তার পাহাড় তৈরি করে শুধু।

একটা ব্যাপারে নিশ্চিত জিম—নিকট ভবিষ্যতে রোগান ব্রেভিনের সঙ্গে শোডাউন হবে ওর। ব্যাপারটা অবিসম্ভাবী, যদিও দৈত্যাকার লোকটাকে কীভাবে মোকাবিলা করবে, বুঝতে পারছে না জিম। অর্থ, ক্ষমতা, প্রভাব, লোকবল...সবই রয়েছে তার; যদি সমানে-সমানেও লড়ে, শারীরিক দিক দিয়ে ওর চেয়ে ঢের শক্তিশালী সে।

'তোমার কাছ থেকে যদি আরও তালিম নেওয়া যেত,' আফসোসের সুরে বলল জিম। 'অনেক উপকার হত আমার।'

'যথেষ্ট শিখেছ তুমি,' মাথা নেড়ে বলল আইজি। 'যা শিখেছ তাতে সন্তুষ্ট থাকো। ওগুলো মনে রাখতে বা কাজে পরিণত করতে পারলেই কাজ হয়ে যাবে। মারপিটের ব্যাপারে সহজাত প্রবৃত্তি আছে তোমার। একটা প্রতিভাই বলা উচিত তোমাকে। বিশ্বাস করো, বাড়িয়ে বলছি না। অল্প বয়সে শিখতে পারলে হয়তো চ্যাম্পিয়নদের কাতারে চলে যেতে।'

দিনের বাকি সময় আর রাতের প্রায় পুরোটাই ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল বেন ফিলিপস। ভোরের দিকে, কেবিনে যখন কফি পান করছে জিম, তখন চোখ মেলে তাকাল সে। একপাশে কম্বল মুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে ক্যারেন।

'জিম? তুমি নাকি?' জানতে চাইল বেন।

এগিয়ে গিয়ে বিছানার কিনারে বসে পড়ল জিম। 'সুপ লাগবে? চাইলে কফিও দিতে পারি তোমাকে।'

'উঁহুঁ, এখন নয়,' মিনিট খানেক চুপ করে থাকল বেন। 'ক্যারেন কি ঘুমাচ্ছে?' জিম নড করতে সে বলল, 'এখানে আসা মোটেই ঠিক হয়নি ওর, কিন্তু ও এরকমই। আয়ারল্যান্ডেও পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগত ওর, বুনো ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসত। ওকে দেখে মনে হচ্ছে আয়ারল্যান্ডে না-জন্মে বরং মন্টানায় জন্মানো উচিত ছিল ওর।'

বেনকে নিয়ে মাইলস সিটিতে যাওয়ার পরিকল্পনা খুলে বলল জিম। চুপ করে শুনল সে, শেষে সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে বলল: 'চেষ্টা করতে পারো। আর যাই হোক, অন্তত একটা লাভ হবে এতে—মাইলস সিটিতে পৌঁছতে পারলে নিরাপত্তা নিয়ে ভাবতে হবে না ক্যারেনকে। তবে আমার কথা ভিন্ন, আমি নিশ্চিত যে মাইলস সিটি আর দেখা হবে না আমার।'

'বোকার মত কথা বলছ!'

'আমার মন বলছে, জিম,' কৌতূহলী চাহনিতে জিমকে মাপল বেন। 'ওর দিকে খেয়াল রেখো। ও আসলে এখানকার মানুষ।'

'তা কেন, নিশ্চই বাড়ি ফিরে যাবে ও।'

দু'পাশে মাথা নাড়ল বেন ফিলিপস। 'হ্যাঁ, যেতে পারে, তবে আমার মনে হয় না যাবে। ও আসলে আমার মতই, জিম। বিগ হর্ন পর্বতশ্রেণী দেখেছে ও, রেঞ্জে ঘুরেছে ইচ্ছেমত। এসব দেখার পরও কি ফিরে যাওয়া যায়? উঁহুঁ, এখানেই থাকবে ও।'

হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে গেল বেনের চাহনি। 'তুমি তো জানো, জিম, এখানে মানুষ মাপার মাপকাঠি সম্পূর্ণ আলাদা। পুবে বা ইয়োরোপে শিক্ষা আর সামাজিক অবস্থান দিয়ে মানুষের ওজন বিচার করা হয়, কিন্তু পশ্চিমে—এবং এটাই দুনিয়ার সব জায়গায় হওয়া উচিত—সবার আগে বিবেচ্য বিষয় লোকের চরিত্র। এমন নয় যে শিক্ষা বা সামাজিক প্রতিপত্তির কোন মূল্য নেই। আছে।

তবে ব্যক্তি হিসাবে কে কেমন, এটাই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, সে স্কুলে গেছে কি-না কিংবা কোত্থেকে এসেছে, তার ভূমিকা নিতান্ত কম।

'তোমার কথাই ধরো, জিম। তোমার ব্যাপারে কিছুই জানি না, জানি না তোমার বংশ পরিচয় কী বা কোত্থেকে এসেছ; পরোয়াও করি না। কিন্তু এই দেশে থাকার জন্য যা দরকার—সবই আছে তোমার। সাহস, ধৈর্য, দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা, ভাল-মন্দ যাচাই করতে পারার ক্ষমতা...আর কী চাই!'

যুগপৎ বিস্মিত এবং বিব্রত বোধ করছে জিম। সরে গিয়ে আগুনের কাছে চলে এল ও, হাঁটু গেড়ে বসে একটা মগে কফি ঢালল বেনের জন্য। ফিরে এসে বেনকে কফি খেতে সাহায্য করল।

মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল বেন ফিলিপস। 'মাইলস সিটি পর্যন্ত যেতে পারলে সুস্থ হয়ে যেতাম। তারপর দেখে নিতাম রোগান ব্লেভিনকে! কিন্তু জানি সম্ভব হবে না।'

'হ্যাঁ, উচিত একটা শিক্ষা পাওনা আছে ওর,' একমত হলো জিম। 'অন্যের উপর জুলুম চালানোর দিন ফুরিয়ে গেছে, খবরটা হয়তো জানে না ব্লেভিন। তোমাদের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে সে।'

ভোরের উন্মেষে ফিলিপসদের লুকিয়ে রাখা ঘোড়াগুলো আনতে বনে চলে গেল জিম। স্লেয তৈরি হয়ে গেছে। স্লেযের সঙ্গে নিজেদের ঘোড়া দুটো জুড়ে দিল ও, বাড়তি ঘোড়ার পিঠে চাপাল সমস্ত মালপত্র। স্যাডলে চেপে সবার সামনে সামনে এগোল আইজি কাস্টার।

বন থেকে ক্যারেনের ঘোড়াটা আনলেও ওটার পায়ের ছাপ দেখেনি জিম; মেয়েটিকে স্যাডলে উঠতে সাহায্য করার সময় ছাপ চোখে পড়তে বিষম খাওয়ার দশা হলো ওর। চট করে ঘোড়াটার পায়ে চলে গেল ওর দৃষ্টি, দেখল ইন্ডিয়ান রীতিতে ওটার পায়ে চামড়ার নাল লাগানো।

চোদ্দ

সূর্য যখন উঠছে, ততক্ষণে অনেকটা পথ পিছনে ফেলে এসেছে ওরা। এখন পেজেট ক্রীকের কাছাকাছি পাহাড়শ্রেণীর কাঁধ অতিক্রম করছে; তবে সত্যিকারে যখন সূর্য চোখে পড়ল, তখন অটার ক্রীকের লাগোয়া উপত্যকায় নেমে এসেছে ওরা। এগোতে আয়াস লাগছে, কিন্তু লীড দেওয়া এবং ট্রেইল ভেঙে এগোনোর কাজটা জিম আর আইজি পালাক্রমে করায় কিছুটা হলেও সহজ হয়ে গেছে। দুপুরে টেন মাইল ক্রীকে ক্যাম্প করল ওরা।

'কী অবস্থা তোমার?' বেনের উদ্দেশে জানতে চাইল জিম।

'বেশ তো,' মৃদু স্বরে জবাব দিল আইরিশ যুবক।

ফ্যাকাসে এবং চুপসানো হয়ে গেছে বেনের মুখ। মুখে না-বললেও জিম জানে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ সইতে হয়েছে তাকে। মাইলস সিটি পর্যন্ত যদি টিকে থাকতে পারে, নেহাত সৌভাগ্যবান বলতে হবে বেনকে; তবে কেবিনে পড়ে থাকলেও সঠিক যত্ন আর চিকিৎসার অভাবে হয়তো এমনিতে মারা যেত। কিংবা ব্লেভিন বাহিনী খুঁজে পেলে খুন হয়ে যেত বা ফাঁসিতে ঝুলত। সব মিলিয়ে, চেষ্টা করা ছাড়া উপায় ছিল না ওদের। এখনও নেই।

মগে কফি ঢেলে বেনকে দিল ওরা, হাঁটু গেড়ে পাশে বসল জিম, বেনকে খেতে সাহায্য করল। কফিটা আগুন গরম, চামড়ায় পড়লে মুহূর্তে ফোস্কা পড়ে যাবে। কিছুটা হলেও প্রাণশক্তি ফিরে পেল বেন।

চামড়ার নাল পরানো ঘোড়ার ব্যাপারটা কুরে কুরে খাচ্ছে জিমকে, কী এক কারণে অস্বস্তি বোধ করছে। ওই ঘোড়ায় চড়ছে ক্যারেন, এর মানে কী? বেনই কি সেই রহস্যময় খুনী, নইলে ঘোড়াটা ওর কাছে এল কী করে?

অন্তত যাচাই করার সুযোগ রয়েছে ওর হাতে, আনমনে ভাবল জিম। ইচ্ছে করে প্রসঙ্গটা তুলল। 'কপালটাই মন্দ জর্জ গ্রের,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'এমন দুর্ভাগা আর হয় না!'

কথাটা যখন বলল জিম, সরাসরি ওর দিকে তাকিয়ে ছিল বেন; জিম ভেবেছিল হয়তো কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে তার মধ্যে। কিন্তু সামান্যও কাঁপল না বেনের চাহনি।

'জর্জ গ্রে? সে আবার কে?'

'কাউবয়,' জানাল জিম। 'তরুণ এক কাউবয়। ভাল ছিল ছেলেটা।' মগ তুলে কফিতে চুমুক দিল ও। 'বেমক্কা গুলি খেয়ে মরেছে ও। অদ্ভুত ব্যাপার কী জানো? ওর লাশ দেখে মনে হলো পরিচিত কারও হাতে মরেছে, এমন কেউ যার কাছ থেকে ঘুণাক্ষরেও বিপদ আশা করেনি সে। একেবারে কাছ থেকে ওর পিঠে গুলি করেছে খুনী।'

'জঘন্য! এভাবে কারও মৃত্যু হওয়া উচিত নয়।' নড়েচড়ে আরামদায়ক একটা অবস্থানে যেতে চাইল বেন, কিন্তু তীব্র যন্ত্রণায় কুঁচকে গেল মুখ।

'শর্টি গোরও মারা গেছে। মরতে মরতে আমাদের কাছে চলে গিয়েছিল ও। দুটো ঘটনা হুবহু একইভাবে ঘটেছে।'

'শর্টি গোর? ও তো মহা ত্যাঁদোড় লোক। যদ্দূর জানতাম জুবাল ফ্রিকের সঙ্গে খাতির ছিল ওর, থাকতও ফ্রিকের দলের সঙ্গে।'

'হ্যাঁ।'

সিদ্ধান্তে পৌঁছল জিম—জর্জ গ্রে বা শর্টি গোরের মৃত্যুর ব্যাপারে বেনের যদি কোন ধারণা থেকেও থাকে, সেটা এমনভাবে

চেপে গেছে যে ধরতেই পারেনি জিম; কিংবা আদৌ কিছু জানে না। ব্যাপারটা উদ্বিগ্ন করে তুলছে ওকে, কারণ একটা বিষয়ে নিশ্চিত ও—খুনী বেন ফিলিপসের পরিচিত, এবং লোকটার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে বেনের, নইলে ওর কেবিনের ধারে-কাছে খুনীর ঘোড়ার ছাপ দেখা যেত না। সম্ভবত বেনের ঘোড়ায় চেপে খুন দুটো করেছে লোকটা।

খুনী যেই হোক, সবার জন্য সমান বিপজ্জনক।

লোকটা কে হতে পারে? শর্টি গোর, জর্জ গ্রে এবং বেন ফিলিপস, এদের প্রত্যেককে চেনে এমন কে আছে? তিনজনের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক আছে লোকটার। একটু অস্বাভাবিক নয় ব্যাপারটা? জর্জ গ্রে স্রেফ মামুলি একজন কাউহ্যান্ড, শর্টি গোর বখাটে ও বেপরোয়া যুবক, আর ফিলিপস উচ্চাকাঙ্ক্ষী আইরিশ হোমস্টীডার। ভিন্ন ধাতের তিনজন মানুষের সঙ্গে সহজে মিশতে পারার মত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সবার মধ্যে থাকে না।

'ইদানীং তোমাদের বাড়িতে কি অনেক লোক এসেছিল?' জানতে চাইল জিম। 'অতিথির কথা বলছি।'

চোখ বুজল বেন। 'না...একেবারে হাতে গোনা কয়েকজন হবে।'

ফের ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বেনের মুখ। কৌতূহল চেপে রেখে বেনকে বিশ্রাম দিতে মনস্থ করল জিম। আর কোন প্রশ্ন করল না।

আবার যাত্রা করল ওরা, এবার জিম রয়েছে সামনে। অটার ক্রীকের ধারে ট্রেইল বেশ সহজ, বেশ কিছু গরু চলাচল করেছে, এক রাইডারও গেছে ইদানীং, যদিও লোকটার ট্র্যাক ঠিকভাবে ঠাহর করতে পারল না জিম।

'ওরা কি আমাদের পিছু নেবে?' জানতে চাইল ক্যারেন। 'ব্লেভিনের কথা বলছি।'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের যদি ধরে ফেলে তোমাকেও কি খুন করবে?'

'চেষ্টার ত্রুটি করবে না।'

আইজি এবং জিম, দু'জনেই চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। শুধু পিছনে নয়, বরং দু'পাশে আর ট্রেইলে সামনের দিকটাও জরিপ করছে মাঝে মধ্যে। রহস্যময় ওই খুনীর ব্যাপারে চিন্তিত ওরা, উদ্বিগ্নও, যেহেতু তার উপস্থিতি কোন কিছুতে খাপ খাওয়াতে পারছে না।

'আমাদের অচেনা কেউ হবে লোকটা,' এক ফাঁকে আইজিকে নিজের অনুমান জানাল জিম। 'এমন কেউ যাকে হয়তো সন্দেহ করছি না।'

'শুধু আমরা নই, কেউই সন্দেহ করেনি তাকে,' বলল আইজি। 'খুনের ঘটনা দুটো বিশ্লেষণ করলে তাই দাঁড়ায়।'

বাতাস বেশ ঠাণ্ডা, শীতও পড়ছে; তবে আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে তুষার, ঘন সবুজ রঙ পেয়েছে পাইনের সারি। যাত্রার ধকল যথেষ্ট ভোগাচ্ছে বেন ফিলিপসকে, কিন্তু এ-ব্যাপারে কারও কিছু করার নেই। সমতল ট্রেইল দেখে হালকা চালে ছুটল ওরা, তেমন কোন ঢাল বা উত্থান-পতন নেই এখানে।

চলার ফাঁকে সামনের ট্রেইল নিয়ে ভাবল জিম। এতক্ষণে নিশ্চই পিছু ধাওয়া করেছে ব্রেভিন বাহিনী। প্রথম দিকে বেশ সহজে এগোতে পারবে, কিন্তু সূর্যের উষ্ণতায় ক্রমে উষ্ণ হয়ে উঠবে পরিবেশ, তাতে কিছুটা হলেও উপকার হবে জিমদের।

গরম পড়ছে বটে, তবে বরফ গলে যাওয়ার মত নয়, বরং ফেলে যাওয়া ট্র্যাক কিছুটা হলেও অস্পষ্ট করে তুলবে গলে যাওয়া তুষার, সহজে ঠাহর করতে পারবে না প্রতিপক্ষ। ওদেরকে খুঁজে বের করার কাজটা কঠিন হয়ে যাবে তাতে।

সন্ধের আগেভাগে থ্রী মাইল ক্রীকের ধারে ক্যাম্প করল ওরা। তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় বরফ গলা বন্ধ হয়ে যাবে শিগগিরই, তাই স্যাডল ত্যাগ করেই দ্রুত পায়ে পিছনের ট্রেইলে ফিরতি পথ ধরল

জিম, যতদূর সম্ভব ট্র্যাক মুছে দেওয়ার ইচ্ছে, নইলে তুষার জমে গিয়ে স্পষ্ট ছাঁচের আকৃতি পেয়ে যাবে প্রতিটি ছাপ।

বাতাসের বেগ বেড়ে গেছে, ঠাণ্ডা পড়ছে বেশ।

থ্রী মাইল ক্রীকের দক্ষিণে ছোট্ট একটা রীজ রয়েছে, অটার ক্রীকের সঙ্গে থ্রী মাইলের সংযোগস্থলের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে নিচু রীজটা। পশ্চিমে একটু দূরে কিং মাউন্টেন। রীজে উঠে ঘোড়ার লাগাম টানল জিম, এমন এক জায়গায় থেমেছে যেখানে আকাশের বিপরীতে ওর ঘোড়ার অবয়ব ফুটে না-ওঠে। রীজের চূড়া ছাড়িয়ে এল যখন, সরাসরি ওর চোখে পড়ল শেষ বিকালের আলো। স্থির দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল ও, ঠাণ্ডা বাতাস কামড় বসাচ্ছে মুখের চামড়ায়। কোটের কলার কান পর্যন্ত তুলে দিয়েছে। ক্রীকের উজান ও ভাটি ধরে দু'দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল।

কিছুটা পিছনে অটার ক্রীকের সমান্তরালে এগোনো ট্রেইল থেকে সরে এসেছে ওরা, ক্রীক পেরিয়ে পুব পাড়ে চলে এসেছে। আকাশের বিপরীতে বিগ হর্ন পর্বতশ্রেণীর স্পষ্ট কাঠামো ছাড়িয়ে আগুয়ান কয়েকজন রাইডারের অবয়ব চোখে পড়ল ওর। এক সারিতে এগিয়ে আসছে। গুনল ও। নয়জন। ক্রীকের পাড়ে নেমে এল তারা, থ্রী মাইলের মুখে পৌঁছল, তারপর আরও নেমে গেল। এরপর দৃষ্টির আড়ালে পড়ে গেল রাইডাররা। কাউকে দেখতে না-পেলেও জিম নিশ্চিত এরা রোগান ব্রেভিনের ডালকুত্তা।

ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরতি পথ ধরল ও। বলতে গেলে কোন শব্দই করেনি ঘোড়াটা। একটু নীচে গাল্‌শ থেকে বেরিয়ে এল এক রাইডার, বড়জোর পঞ্চাশ গজ দূরে। লাগাম টেনে ধরল জিম। নিশ্চিত যে ওকে দেখতে পায়নি নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী। ভাল করে তাকাতে দেখল আরোহী নয়, আরোহিণী। ঘোড়াটা একটা মিউল।

উদ্ভট একটা ওভারঅল মেয়েটার পরনে, গরুর দেশে যা

কদাচিৎ চোখে পড়ে, সঙ্গে বিবর্ণ শিপস্কিন কোট আর জীর্ণ হ্যাট। প্রথম দেখায় মেয়েটাকে ক্যালামিটি জেন বলে ভুল হলো জিমের, বিশ্রী চেহারার এক মহিলা। ফ্রেইটিং করার সময় এমন উদ্ভট পোশাক পরে জেন। তবে এই মেয়েটা ক্যালামিটির চেয়ে আকার-আকৃতিতে ঢের বড়সড়। এতদূর থেকে স্রেফ চুল দেখে বোঝা যাচ্ছে সে পুরুষ নাকি মহিলা। আগুনরঙা চুল চওড়া দুই বেণীতে বিন্যস্ত।

সহসা ওর দিকে ফিরে তাকাল মেয়েটা, সরাসরি, যেন অবচেতন মন জিমের উপস্থিতি সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছে ওকে।

'হাউডি, ম্যা'ম!' সম্ভাষণ জানাল জিম।

জবাব দিল না মেয়েটা, বরং একই দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, মুখে পাথুরে নির্লিপ্ততা। চোখের চাহনিতে সামান্য কাঁপন উঠল জিমের পিছনে দৃষ্টি চালিয়ে দেখে নিল ও একাকী কি-না।

'চার-পাঁচজনের একটা দলকে দেখেছ?' জানতে চাইল মেয়েটি।

'হ্যাঁ, ম্যা'ম। এই তো ওদিকে দেখলাম ওদের। একটু আগে। ক্রীকের ওপাড়ে।'

সামান্য অধৈর্যের চাহনি ফুটল মেয়েটার চোখে। 'উঁহুঁ, ওদের কথা জানতে চাইনি। আমি অন্য দলের কথা বলছি...ওদের সঙ্গে কমবয়সী একটা মেয়ে আছে।'

কমবয়সী একটা মেয়ে-কথাটা বলার সুর পছন্দ হলো না জিমের, কেন যেন সন্দিহান হয়ে উঠল, তাই সত্য চেপে গেল। বরং তবে এমনও নয় যে কাউকে কিছু বলার ইচ্ছে আছে ওগলে যাবে।

উত্তর না-পেয়ে কথা চালিয়ে গেল মেয়েটা। 'সামনে পেরোনোর উপায় কী বলো তো? কূক মাউন্টেনের কথা বলছি।'

'অটার ক্রীক ধরে ইস্ট ফর্কে যেতে হবে। পুব পাশের পাহাড়ের ক্রীকটা। ওটার ঠিক পাশ দিয়ে চলে গেছে ট্রেইল। পাশের তৃতীয় পাহাড়ের পুব প্রান্ত পেরিয়ে গেলে পাম্বকিন ক্রীক পেয়ে যাবে।'

কিছু না-বলে ঝাড়া একটা মিনিট জিমের দিকে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা, তারপর পাহাড়ী ঢাল ধরে এগিয়ে গেল নিজের পথে। দৃষ্টি নামিয়ে ঘোড়াটার ট্র্যাক দেখল জিম, পরিষ্কার চোখে পড়ছে। খাটো, ছোট ছোট নালের ছাপ।

অদ্ভুত কী যেন আছে মেয়েটার মধ্যে, একইসঙ্গে সন্দিহান ও কৌতূহলী হয়ে উঠেছে জিম। এই এলাকায় চার বছর কাজ করেছে, কিন্তু এমন কাউকে দেখেনি, শোনেওনি। হঠাৎ ভোজবাজির মত উদয় হয়েছে, যেন ইন্ডিয়ান; চলাফেরা বা কথাবার্তার ভঙ্গিটাও অস্বাভাবিক।

মিনিট কয়েক তাকিয়ে থাকল জিম, পাহাড়ী ঢাল ধরে নেমে যাচ্ছে মেয়েটা। শেষে নিজের পথে এগোল ও, অটার ক্রীকে নেমে এসে রোগান ব্লেভিনের ক্রুদের চলে যাওয়া পথ ধরল। সংক্ষিপ্ত পথে এগোচ্ছে ও, কারণ যত দ্রুত সম্ভব ক্যাম্পে পৌঁছতে চাইছে, যেহেতু একই দিকে গেছে ব্লেভিন বাহিনী এবং হয়তো ওদের ক্যাম্পে উপস্থিত হয়ে যাবে খুনের দল। বলা যায় না, কাছ দিয়ে পেরিয়ে যাওয়ার সময় ধোঁয়ার গন্ধও পেয়ে যেতে পারে। তবে জিমের ধারণা অতটা কাছে যেতে পারবে না শয়তানগুলো। কিন্তু ঝুঁকি নিতে নারাজ ও।

ট্রেইলে এসে দেখল রহস্যময়ী মেয়েটাও একই পথ ধরে গেছে, ট্রেইলে মিউলের ছাপ স্পষ্ট চোখে পড়ছে। ট্রেইল থেকে সরে এসে সরাসরি থ্রী মাইল ক্রীকে ওদের ক্যাম্পে চলে এল জিম। সন্ধ্যার আঁধার নামতে শুরু করেছে তখন।

ভাইয়ের শিয়রে বসে আছে ক্যারেন, ক্লান্ত দেখাচ্ছে মুখ। সারাদিনের যাত্রার ধকল ফুটে উঠেছে চেহারায়। নিথর পড়ে আছে বেন। হয় অজ্ঞান, নয়তো ঘুমাচ্ছে। জিম যখন ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডল-ব্রিডল খুলছে, ওর পাশে এসে দাঁড়াল আইজি। ঘুমের অভাবে ভারী হয়ে গেছে নিগ্রোর চোখ।

'বেশ খারাপ ওর অবস্থা,' জানাল সে। 'বুঝতে পারছি না

টিকবে কি-না।'

ঘোড়ার পিঠে হাত রাখা অবস্থায় ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল জিম, সদ্য প্রসূত বাচ্চার মত অসহায় মনে হচ্ছে নিজেকে। বেন ফিলিপস ওর একজন পছন্দের মানুষ। এমন নয় যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করেছে বা একসঙ্গে কাটিয়েছে দু'জন; কিন্তু দু'জনের মধ্যে নামগন্ধহীন অদৃশ্য একটা যোগাযোগ ছিল—পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও আকর্ষণ বোধ করত ওরা। বেন ফিলিপস এমন এক মানুষ বিপদের সময় নির্ভরযোগ্য বন্ধু হিসাবে যাকে পাশে পাওয়া যায়—অথচ উপকার চাইতে হয় না, নিজ থেকে এসে দাঁড়ায়, এবং কখনও তাগাদা বা তাড়নাও দিতে হয় না, নিজের তাগিদে কর্তব্য করে যায় সে।

আগুনের কাছে এসে বসল ওরা। গরম কফির মগ জিমের হাতে ধরিয়ে দিল আইজি। চুমুক দিয়ে মুখ পুড়িয়ে ফেলল জিম। গলা জ্বালিয়ে নেমে গেল গরম পানীয়। তবে একটু পর কিছু সেদ্ধ মাংস আর আরও দুই কাপ কফি গেলার পর কিছুটা চাঙা বোধ করল।

ব্রেভিন বাহিনীকে দেখতে পাওয়ার ঘটনা বলল অন্যদের।

'ওরা যে আমাদের সামনে চলে গেছে বুঝতে বেশি দেরি হবে না,' শেষে বলল ও। 'বুঝে গেলে ফিরে আসবে না, বরং গাঁট হয়ে বসে আমাদের অপেক্ষায় থাকবে।'

'দেশটা অনেক বড়,' আইজির নির্লিপ্ত মন্তব্য।

আসলে ততটা বড় নয়। কুক মাউন্টেনকে ঘিরে যদি দীর্ঘ একটা চক্কর কাটতে পারে, হয়তো এড়ানো যাবে ব্রেভিন বাহিনীকে। তবে জিমের জানামতে মাত্র দুটো ট্রেইল রয়েছে ওদিকে, তারই একটা ধরে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছে অদ্ভুত মেয়েটাকে। সচরাচর ব্যবহার্য ট্রেইল ওটা। একই ট্রেইল ধরে ব্রেভিন বাহিনীর যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। পথে কোথাও ওদের জন্য অপেক্ষায় থাকবে তারা।

সংক্ষিপ্ত আরেকটা ট্রেইল, অনেক বেশি দুর্গম আর বন্ধুর, পর্বতশ্রেণীর পশ্চিম অংশ হয়ে ব্রিজগ্রুম ক্রীকের কাছে চলে গেছে। ওটা ধরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জিম।

'কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও, আইজি,' বলল ও। 'মাঝরাতে জাগিয়ে দেব তোমাকে।'

কম্বলের মধ্যে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল নিগ্রো। একটু পর আগুনের কাছে এল ক্যারেন। কথায় কথায় ট্রেইলে দেখা অদ্ভুত মেয়েটার কথা ওকে জানাল জিম।

'আরে, চিনি তো ওকে!' উত্তেজিত স্বরে বলল ক্যারেন। 'ও-ই তো সীম ফেলে দিয়েছিল!' জিমের চোখে প্রশ্ন ফুটে উঠতে দেখে ঘটনাটা ব্যাখ্যা করল। 'তুমি আমাকে রেখে যাওয়ার পরের দিনের ঘটনা। ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে দরজার কাছে এলাম, দেখি আঙিনায় এসে দাঁড়িয়েছে ওই মেয়েটা, হাতে কাপড় দিয়ে ঢাকা একটা পাত্র। দরজার বাইরে পা রেখেছি ওকে হ্যালো বলার জন্য, পলকের জন্য আমাকে দেখে পাত্রটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মেয়েটা। তারপর ঘুরেই ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। পিছন থেকে অনেকবার ডাকলাম ওকে, কিন্তু থামল না বা ফিরেও তাকাল না। পাত্রটা খুলে দেখলাম, রান্না করা সীম ছিল ওটায়।'

হেসে উঠল জিম।

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল ক্যারেন, চাহনি তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে। 'এত মজার কী আছে?'

'মজার ব্যাপার তো একটা আছেই। সম্ভবত তোমার ভাইকে পছন্দ করত ও। খাবার এনেও ফেলে দেওয়ার মানে এখন বুঝতে পারছি।'

'বলতে চাইছ আমাকে বেনের মেয়েমানুষ ভেবেছে ও?'

'এ-ছাড়া আর কী হতে পারে?'

*

ঘুমানোর সুযোগ যখন পেল জিম, একেবারে মড়ার মত ঘুমাল,

ওর দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে ঘুম ভাঙাল আইজি কাস্টার। ধড়ফড় করে উঠে বসল জিম। মনে পড়ল এই প্রথম এমন গভীর ঘুম দিয়েছে। সাধারণত ঘুম পাতলা হয় ওর, জাগেও ভোরের আগেই।

'সবকিছু ঠিক আছে তো?' জানতে চাইল ও।

শ্রাগ করল আইজি। 'বেন জেগে গেছে। আগের চেয়ে ভালই মনে হচ্ছে ওর অবস্থা। কথাবার্তা বলছে। প্রন্তো, কোনরকমে যদি একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে পারি, নিশ্চই বেঁচে যাবে বেন। সত্যি একটা সম্ভাবনা আছে ওর।'

'তাই করব আমরা।'

'রাতে কেউ এসেছিল। দু'তিনবার ঘোড়াগুলোকে উত্ত্যক্ত করেছে।'

পায়ে বুট চাপাল জিম, তারপর কোট তুলে নিতে হাত বাড়াল। রাইফেল ও পিস্তল পরখ করল। বেশ কিছু কার্তুজ ভরে রাখল পকেটে।

'বিপদ হবে ধরে নেওয়াই মঙ্গল হবে, ক্যারেন,' মেয়েটি আসতে বলল জিম। 'যেভাবে এগোচ্ছি, এভাবে যেতে থাকলে মাইলস সিটিতে পৌঁছতে আরও তিনদিন লাগবে। এই তিনদিনে আমাদের খুন করার জন্য সব ধরনের চেষ্টা চালাবে ওরা। কারণ একটাই: কোনভাবেই নিজের অপরাধ প্রকাশ পেতে দেবে না ব্লেভিন। আমাদের শহরে পৌঁছানো মানে সব ঘটনা ফাঁস হওয়া। সেক্ষেত্রে, এখান থেকে চেয়ানি পর্যন্ত আর কোন বন্ধু খুঁজে পাবে না রোগান ব্লেভিন।'

পর্যাপ্ত খাবার নেই বলে ঘোড়াগুলো কাহিল হয়ে পড়েছে। সামান্য কিছু কর্ন নিয়ে যাত্রা করেছিল, শেষ হয়ে গেছে সব। এ-অবস্থায় মাইলস সিটি পর্যন্ত না-খেয়ে যদি টিকতে পারে ঘোড়াগুলো, ভাগ্যবান বলতে হবে ওদের।

মাঝ দুপুরে ব্রিজগ্রুম ক্রীকের গোড়ায় উঁচু পাসের উপর উঠে

এল ওরা, বিশ্রাম নেওয়ার জন্য থামল।

হিমেল বাতাস বইছে, তবে ঠাণ্ডা হলেও স্বস্তিকর। ঢাল ধরে উঠে আসায় হাঁপাচ্ছে ঘোড়াগুলো, বড়বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। জিমের পাশে চলে এল ক্যারেন, ওপাশে এবড়োখেবড়ো আধ-বনজ প্রান্তরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকল। অসংখ্য ক্রীক চিরে চলে গেছে জায়গাটাকে।

'এত সুন্দর জায়গা! সবকিছুর পরও বলব অপূর্ব এক দেশ,' মুগ্ধ স্বরে বলল ক্যারেন। 'আজীবন এখানে থেকে যেতে পারলে ধন্য হতাম!'

'একটা কথার প্রচলন রয়েছে—পশ্চিম নাকি ঘোড়া আর মেয়েদের জন্য নরকের চেয়েও খারাপ।'

'অন্যদের কাছে নরক মনে হতে পারে, কিন্তু একটুও খারাপ লাগছে না আমার। কী জানো, বুনো প্রকৃতি খুব ভাল লাগে আমার। বেনের আকর্ষণটা আমার চেয়ে বেশি। দেখেছ না, অবস্থা ভাল হচ্ছে ওর? ও এখন ঘোড়ার পিঠে চাপতে চাইছে, বলছে তা হলে অনেক দ্রুত এগোতে পারব আমরা।'

ঢালের উপর পাইনের শাখা থেকে খসে পড়ল জমে থাকা তুষার। 'সাবধান!' চিৎকার করল জিম, এক ঝটকায় কোমর চেপে ধরে ক্যারেনকে তুলে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এল পাথর আর ঝোপের আড়ালে।

প্রচণ্ড শব্দে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। একটু আগেও যেখানে ছিল ওরা, সেখানে গুলি করেছে কেউ। ঢালের উপর থেকে রোগান ব্লেভিনের কণ্ঠ ভেসে এল এবার: 'ধরো ওদের! সবক'টাকে চাই আমার! কেউ যেন বেঁচে না-থাকে!'

স্যাডল ত্যাগ করার সময় ক্যারেনকে নামিয়ে দিল জিম, মাটিতে পা রেখেই ছুটতে শুরু করল, হাতে রাইফেল। ঘুরে ঝুঁকে পড়ল, হাত বাড়াল স্লেযের ট্রেস-চেইন ধরার জন্য।

স্লেযে শুয়ে আছে বেন ফিলিপস, মুখটা রক্তশূন্য, কিন্তু

ধিকিধিকি জ্বলছে চোখজোড়া। 'একটা রাইফেল দাও আমাকে,' রাগে কর্কশ শোনাল ওর কণ্ঠ। 'এত সহজে মরতে রাজি নই আমি। আগে কয়েকটা কুকুর খুন করব!'

আইজিকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। একটা ঘোড়া গুলি খেয়েছে, মারা যাচ্ছে ওটা।

ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে ওরা।

পনেরো

ট্রেইলের উপর শুয়ে আছে বেন, মৃতপ্রায় ঘোড়াটার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে স্লেযটা। ট্রেস-চেইনটা খুলে ঝোপের ভিতর ঢুকিয়ে ফেলল জিম।

পশ্চিমে ট্রেইলের ধারে উঁচু শৃঙ্গ পাইনের সারি ছাড়িয়ে অন্তত তিনশো ফুট উচ্চতায় উঠে গেছে, পুবে পাহাড়ী ঢাল ক্রমে ক্রীকের তলায় গিয়ে মিশেছে; ছড়ানো-ছিটানো বোল্ডার, ঝোপ আর উপড়ে আসা গাছ পড়ে আছে এদিক-ওদিক। অতীতের কোন ভূমিধসের ফল। আপাতত এখানেই আশ্রয় নিয়েছে ওরা।

'ক্যারেন, বেনকে ওখানে নিয়ে যাও,' গাঢ় ছায়াময় একটা গর্ত দেখিয়ে নির্দেশ দিল জিম, পড়ে থাকা গাছ এবং বোল্ডার মিলে মোটামুটি আড়াল তৈরি করেছে জায়গাটায়। 'সব কম্বল আর খাবার নিতে ভুলো না।'

ঢাল ধরে এগোল জিম, পাথুরে ফাটল হয়ে ক্রমশ উপরে উঠছে। এমন একটা জায়গায় পৌঁছল যেখান থেকে ঢালের

উপরের দিকটা চোখে পড়ে। অপেক্ষায় থাকল ও। সিক্সশূটারে খুব দক্ষ না-হলেও অল্প রেঞ্জে জিনিসটা কার্যকরী বলে আপাতত পিস্তলের উপর ভরসা করছে, যদিও রাইফেলে যে-কোন পরিস্থিতিতে নিজের সমকক্ষ কাউকে আজও দেখেনি জিম। তবে পিস্তল দিয়ে লড়ার ঘটনা ওর জন্য এই প্রথমও নয়, বহু বছর আগে ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়েছিল।

পরিস্থিতি বোঝার জন্য বিশ্লেষক হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। খেল খতম হয়ে গেছে ওদের। এ-যাত্রা পরিত্রাণ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সবই বুঝতে পারছে জিম, কিন্তু রোখ চেপে গেছে মনে, পরাজয় মেনে নিতে পারছে না; একগুঁয়ে স্বভাব অশান্ত করে তুলেছে মন। চেষ্টার ত্রুটি রাখতে চাইছে না ও। যা হয় হোক, প্রাণ থাকতে পাল্টা লড়ে যাবে। হাল ছেড়ে দেওয়া আর নিজের পাখা আছে ধরে নিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে ঝাঁপ দেওয়া একই কথা।

হঠাৎ ঢালের বেশ কিছুটা উঁচুতে এক রাইডারকে দেখতে পেল জিম। পথ করে নীচে নেমে আসছে সে, ঘোড়ার পিঠে থাকায় আয়াস লাগছে। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিতে যতটা সময় লাগে, ঠিক ততটা সময় দৃষ্টিসীমায় থাকল সে। কাউকে দেখতে পাবে, এই প্রত্যাশায় ছিল জিম; তাই অনায়াস দক্ষতায় ওর হাতে উঠে এল রাইফেলটা, লোকটার বুকে সাইট স্থির করার পরপরই ট্রিগার টেনে দিল।

আনুমানিক চারশো গজ দূরে ছিল সে, কঠিন টার্গেট। কিন্তু লোকটাকে ঝাঁকি খেতে দেখতে পেল জিম, যেন স্যাডলে ঘুরে গেছে দেহ, তারপর পড়ে গেল। ঘোড়ার খুরের কাছে পড়েছে মাথাটা, এক পা আটকে গেল স্টিরাপে।

পরপরই চারদিক থেকে গর্জে উঠল বহু অস্ত্র, যেন সবাইকে গুলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভালই হলো জিমের, নিজের চারপাশে শত্রুদের অবস্থান জেনে গেছে। তবে অনুভূতিটা ওর

জন্য সুখকর নয়, কারণ আবিষ্কার করেছে চারপাশে ওদের ঘিরে রয়েছে প্রতিপক্ষ।

নুড়িপাথরের সঙ্গে বুটের সংঘর্ষের শব্দে ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল ও। ট্রিগার টিপতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। আইজি। গালে বুলেটের লম্বা একটা ক্ষত, রক্তক্ষরণে লালচে হয়ে উঠেছে; একই পাশের কাঁধে শার্টে রক্ত লেগে আছে।

'জখমটা খারাপ?'

'মাইলস সিটিতে হেঁটে যাওয়ার তুলনায় অতটা খারাপ নয়। সুযোগ পেয়ে পালিয়ে গেছে আমার ঘোড়াটা।'

ঢালের উপরে মাঝে মধ্যে নড়াচড়ার শব্দ হচ্ছে। নিশ্চই ওদের পলায়ন ঠেকাতে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে প্রতিপক্ষ, সন্তর্পণে নেমে আসছে। এটাই পালানোর মোক্ষম সময়। এখানে যদি আটকে রাখতে পারে ওদের, স্রেফ ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে মারা পড়বে সবাই।

ওদের পিছনে তেরছা দেয়াল খাড়াভাবে ত্রিশ-চল্লিশ ফুট নীচে নেমে গেছে। হাতের বামে ঢালু ট্রেইল পাহাড়ের বাঁক ঘুরে ব্রিজগ্রুম ক্রীকের গোড়ায় গিয়ে থেমেছে। সামনে স্ল্যাবের মত ভারী বিশাল বোল্ডারসারি, দেয়াল আর বোল্ডারের মাঝখানে জায়গাটার দৈর্ঘ্য আনুমানিক দশ ফুট, লগ এবং আবর্জনায় ভরা। একেবারে শেষ প্রান্তে চলে গেছে বেন আর ক্যারেন, অগভীর একটা গর্ত রয়েছে ওখানে।

ফিলিপসদের কাছে চলে গেল ওরা—আইজি আর জিম। দেখল মাটির উপর পড়ে আছে বেন, কিন্তু আশপাশে ক্যারেনের পাত্তাও নেই।

'তুমি ঠিক আছ তো?' বেনের উদ্দেশে জানতে চাইল জিম।

'ঠিক আছি কি-না?' স্মিত হাসল সে। 'ঠিক থাকি কীভাবে? এখান থেকে বেরোনোর কোন রাস্তা আছে কি-না, খুঁজতে গেছে ক্যারেন।' পিছনে খোলা একটা জায়গা দেখাল সে, ঢালের দিকে।

দ্রুত পায়ে খোলা জায়গায় চলে এল জিম, নীচের দিকে তাকাতে পাহাড়ী একটা ফাটল দেখতে পেল। কোন একসময় হয়তো ঝর্না বা পানি প্রবাহিত হত এটা দিয়ে। এখন অবশ্য শুকিয়ে গেছে।

গভীর এক ক্যানিয়নে পড়েছে ফাটলটা। ক্যানিয়ন বলাও ঠিক হবে না, কারণ চওড়ায় বড়জোর ছয়-সাত ফুট হবে। উপর থেকে অশুভ এবং কুৎসিত দেখাচ্ছে। কিনারা বরাবর সঙ্কীর্ণ ট্রেইল রয়েছে, হরিণ বা এল্কের পথচলায় তৈরি হয়েছে বোধহয়; খোদ হরিণও কোনরকমে চলতে পারবে। গাছপালা আর দেয়াল ঘিরে বেড়ে ওঠা ঝোপের আচ্ছাদন উপর থেকে আংশিক আড়াল করে ফেলেছে গিরিসঙ্কটকে।

ক্যারেনের খোঁজে নামতে শুরু করবে, তখনই সঙ্কীর্ণ ট্রেইল ধরে উপরে উঠে এল মেয়েটি। 'বেরিয়ে যাওয়ার একটা পথ আছে,' উৎফুল্ল স্বরে জানাল ক্যারেন। 'ছোট্ট নদী...অবশ্য নদী না-বলে ক্রীক বলাই ভাল। নাক বরাবর দক্ষিণে চলে গেছে ওটা।'

'আইজি, ক্যারেনের সাহায্য নিয়ে বেনকে একটা ঘোড়ায় তোলো। রাইড করতে পারবে না ও, কিন্তু এখানে পড়ে থাকলেও লাভ হবে না—না-পারবে হাঁটতে, না-পারবে হামাগুড়ি দিতে; তারচেয়ে বরং স্যাডলে যদি টিকে থাকতে পারে...হয়তো সম্ভব হতেও পারে। ওকে স্যাডলে তুলে ক্রীক ধরে এগোবে, কিন্তু চোখ-কান খোলা রেখো।'

'তুমি কী করবে?' জানতে চাইল ক্যারেন।

'কিছুক্ষণ এখানে থাকব আমি। ভাঁওতা দেব ওদের, যাতে মনে করে এখানে মাটি কামড়ে পড়ে থেকে পাল্টা লড়াই করছি সবাই।'

আইজিরা চলে যাওয়ার পর একেবারে নীরব হয়ে গেল জায়গাটা। অস্বস্তিকর নীরবতা। শব্দ বলতে আছে শুধু পাইনের

শাখার মর্মরধ্বনি। মাতাল বাতাস বইছে, কখনও কখনও এতটা জোরে বইছে যে তুষার গলে যাচ্ছে। একটু আগে ঢালের উপর একটা পাইনের শঙ্কু পড়ার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল জিম, তারপর একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেছে পরিবেশ।

অপেক্ষা করতে করতে যখন অন্যদের নিয়ে উদ্বিগ্ন বোধ করছে জিম, তখনই নুড়িপাথরের উপর দিয়ে কারও চলার শব্দ শুনতে পেল। পরের মিনিটে ওর পিছনে পাথুরে দেয়ালের উপর মাথা তুলল এক লোক, তার কাঁধের কিছু অংশও চোখে পড়ছে। গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসেছে জিম, লোকটার কাছ থেকে বিশ গজ দূরে, রাইফেলের নলে নিশানা করল শত্রুকে। তপ্ত সীসা কপাল ফুটো করার আগে ভয়াবহ বিপদ স্বচক্ষে দেখতে পেল লোকটা, কিন্তু কিছুই করার নেই তার। মাত্র আধ-সেকেন্ড সময় পেয়েছে।

পাথরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা, পড়ার আগেই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। ধীর গতিতে গড়িয়ে পড়ল শরীরটা, ঢালের তলায় চিৎ হয়ে পড়ল, এখনও শক্ত মুঠিতে ধরা রয়েছে একটা রাইফেল। এগিয়ে গিয়ে লোকটার রাইফেল নিয়ে নিল জিম, তারপর গানবেল্ট আর পিস্তল খুলে নিল। এক কাঁধ আর বগলের নীচে বাড়তি গানবেল্ট ঝুলিয়েছিল সে, সেটাও দখল করল। ভবিষ্যতে কী আছে জানে না ও, কিন্তু সব কার্তুজই কাজে লাগতে পারে।

'জনি?' মিনিট কয়েক পর চড়া স্বরে ডাকল একটা কণ্ঠ।

'ওকে যখন এতই দরকার তোমার,' জবাব দিল জিম। 'পারলে এসে নিয়ে যাও।'

তীব্র খিস্তি করল কেউ। একটু পর রোগান ব্লেভিনের কণ্ঠ শোনা গেল: 'জিম, তুমি আসলে আস্ত বেকুব! অযথা লড়াই করছ। এতে আসলে কি কোন উপকার হবে তোমার? বড়জোর একদিন টিকতে পারবে। গোয়ার্তুমি না-করে বরং এখানে চলে

আসো, পঞ্চাশ ডলার আর একটা ঘোড়া দেব তোমাকে। যেখানে খুশি চলে যেতে পারবে। কাজের মত একটা কাজ হবে সেটা।'

'অযথা সময় নষ্ট কোরো না, রোগান,' উৎফুল্ল স্বরে বলল জিম। 'ঠিকই বলেছ, আমাকে হয়তো ধরতে পারবে, খুনও করবে, কিন্তু সেজন্য মূল্য দিতে হবে তোমাদের। চরম খেসারত যাতে দিতে হয়, সেই চেষ্টা করব আমি। ফাঁকা বুলি কপচাচ্ছি না, দেখেছ তো তোমার দু'জন শেষ। আর যেন ক'জন বাকি, সাতজন?'

অবস্থান পরিবর্তন করে সন্তর্পণে গুহার দিকে পিছিয়ে এল জিম। রোগান ব্লেভিনকে দুশ্চিন্তার খোরাক উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট। ভাবুক ব্যাটা যত খুশি, দুশ্চিন্তায় মাথা খারাপ হয়ে যাক!

'ক্রে র‍্যান্ডের খবর জানো নাকি?' আলাপী সুরে জানতে চাইল জিম। 'হয়েছে কী, সেদিন শর্টি গোরকে দেখলাম। গুলি খেয়ে মরে গেল বেচারা। কোত্থেকে নাকি রাসলারদের বিশাল এক দল উপস্থিত হয়েছিল, উজাড় করে ফেলেছে ওদের, কাউকে জ্যান্ত রাখেনি, সবকিছু পুড়িয়ে দিয়ে তবে ক্ষান্ত হয়েছে অচেনা রাসলাররা।'

'উচিত কাজ করেছে!' এবার অনেক কাছে শোনা গেল ব্লেভিনের কণ্ঠ।

'তারমানে প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিষ্ঠুর হতে পারে এমন আউটফিট চাও তুমি? শোনো, রোগান, ক্রে র‍্যান্ডকে আনাড়ি বলা যাবে না, বরং অনেকের চেয়ে ঢের সেয়ানা ছিল সে। ওর আউটফিটকে যখন নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে, সেই একই দল যদি তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, কী হবে ভেবে দেখেছ? কাজটা শুরু করেনি, তারই-বা কী নিশ্চয়তা আছে? আমার তো মনে হয় তোমার রেঞ্জ খালি করে ফেলেছে ওরা। বাজি ধরবে? একেবারে রেঞ্জ উজাড় করে ফেলবে, গিয়ে দেখবে যে-কয়টা গরু আছে তা বেচে এক প্যাকেট সিগারও কিনতে পারবে না।'

'এত চাপাবাজি কবে শিখলে?'

'সত্যি কি-না নিজেই যাচাই করে দেখো। র‍্যাঞ্চে কাউকে রেখে আসোনি তুমি। গিয়ে দেখবে সবকিছু খালি করে ফেলেছে ওরা!'

একটা গুলি ছুটে এসে জিমের কাছাকাছি লগের গুঁড়িতে বিঁধল। পাল্টা গুলি করল জিম, তারপর বলল: 'নিজের মনকে জিজ্ঞেস করে দেখো। শুনছ? আমার কথা শেষ···মনে রেখো, তোমার মুখের উপর হাসব আমি, ফাঁসি ঠেকানোর জন্য কোন ল-ইয়ার ভাড়া করার সামর্থ্যও থাকবে না তোমার! সেদিন কিন্তু বেশি দূরে নেই।'

মাথা নিচু করে গুহার ভিতরে ঢুকে পড়ল জিম, দৌড়ে পিছনে চলে এল, তারপর গভীর সঙ্কীর্ণ ফাটল ধরে পড়িমরি করে ছুট লাগাল।

আইজিরা নির্বিঘ্নে যেতে পেরেছে। পাক্কা দুই মাইল দৌড়ানোর পর ওদের ধরতে সক্ষম হলো জিম।

ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা বেন ফিলিপসের মুখ বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে, কীভাবে টিকে আছে খোদা মালুম। শত্রুপক্ষের জন্য অসহায় একটা শিকার। প্রায় অসচেতন, কেউ ওকে গুলি করলে জানতেই পারবে না। অপ্রকৃতিস্থের মত জিমের উদ্দেশে হাসল সে, বলল: 'জানতাম বহাল তবিয়তে ফিরে আসতে পারবে তুমি, জিম। কী হয়েছে?'

আগে আগে এগোচ্ছে ক্যারেন, পলকের জন্য মেয়েটিকে একবার দেখল জিম, তারপর নিচু স্বরে বলল: 'দু'জনকে নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না।'

মাত্র তিনটা ঘোড়া আছে এখন, অন্তত একজনকে পায়ে হাঁটতে হবে। এ-মুহূর্তে দুর্ভাগ্যকে বরণ করে নিয়েছে জিম। এমন নয় যে খুব ভাল লাগছে ওর। কাউহ্যান্ড মাত্র হাঁটতে অপছন্দ করে। এমনকী রাস্তা পেরোনোর সময়ও ঘোড়ার পিঠে থাকে

কাউবয়রা। তবে এও ঠিক যে জীবনে বহুবারই লাগাতার অনেক পথ হাঁটতে হয়েছে ওকে।

সন্তোষজনক গতিতে এগোচ্ছে ওরা। পরিবেশ বা ট্রেইল সহজ হয়ে এসেছে এদিকে, সচরাচর ব্যবহার্য ট্রেইল এড়িয়ে যাওয়ার পরও ভালই এগোচ্ছে বলতে হবে।

সন্ধ্যা নামার বেশ কিছুক্ষণ পর পাহাড়ী এলাকায় অগভীর একটা খাদে ক্যাম্প করল ওরা। পুরোপুরি অন্ধকার নামার পর হাতের ডানে এগোল জিম, বহুদিন আগে দু'একবার এই পথে যাত্রা করেছিল। বন্ধুর এলাকা, এর খুব অল্পই চেনে। তবে সামনের এলাকা মোটামুটি চেনা, জানে যে-খাদে ক্যাম্প করেছে এই অন্ধকারে সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না ওটা।

সবাই কম-বেশি ক্লান্ত। বোল্ডার ঘেরা ছোট্ট একটা গর্তে আগুন জ্বালাল ওরা, খাবার তৈরি করে খেল। কফি ছাড়া অন্যান্য সাপ্লাইয়ের ঘাটতি পড়ে গেছে। যোগানই কম ছিল। খাওয়ার পাট চুকে যেতে আগুন নিভিয়ে দিল জিম, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের নীচে চলে এল। আইজিও সমান ক্লান্ত এবং বিশ্রামের দাবিদার, তাই কেউই ঝামেলায় গেল না; ঘোড়াগুলোকে পাহারার দায়িত্বে রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। আশা করছে বিপদ এলে জানান দেবে অবলা প্রাণীগুলো।

তারপরও সে-রাতে দু'বার ঘুম ভেঙে গেল জিমের, উঠে পায়চারি করল, চারপাশে চক্কর মারল, ঘোড়ার সঙ্গে মৃদু স্বরে কথা বলার সময় কান খাড়া করে রাতের শব্দ শুনল। তবে অস্বাভাবিক কিছুই শুনতে পেল না।

পাউডার ক্রীকের ওপাশে ব্ল্যাক হিলসের জমকাল অবয়ব ছাড়িয়ে সূর্য উঠল যখন, তখন চারপাশের এলাকা জরিপ করতে উঁচু একটা রীজের উপর উঠে এসেছে জিম।

প্রথম দৃষ্টিতে দেখতে পেল ব্রেভিন বাহিনীকে। বীভার ক্রীকের উত্তরে, কয়েক মাইল দূরে রয়েছে লোকগুলো। ট্রেইলের উপর

পড়ে থাকা আলগা তুষারের ঝড় তুলে ছুটে আসছে। হঠাৎ ডানে মোড় নিয়ে এই ট্রেইলে চলে এসেছিল জিমরা, জায়গাটা এড়িয়ে নিশ্চই সামনে চলে গিয়েছিল শত্রুরা, বেহুদা ঘুরে বেড়িয়েছে, ট্র্যাকের খোঁজে তল্লাশি চালিয়েছে এমন জায়গায় আদৌ যেখানে যায়নি ওরা।

পাহাড় থেকে নেমে এসে জিম দেখতে পেল সবকিছু গুছিয়ে যাত্রার জন্য তৈরি হয়ে গেছে অন্যরা।

স্যাডলব্যাগে হাত ঢুকিয়ে দিল বেন ফিলিপস। 'কখনও মোকাসিন পরেছ, জিম? ছুটলেও তেমন ছাপ পড়ে না।' ব্যাগ থেকে একজোড়া বের করে বাড়িয়ে দিল সে।

পরল জিম। দারুণ ফিট করেছে। অস্বস্তি তো লাগছেই না, বরং স্বস্তিকর একটা অনুভূতি হচ্ছে। শুধু বেনই নয়, অন্যদের কাছেও মোকাসিন দেখেছে জিম, ক্যাম্পের ধারে-কাছে চলাফেরা করার জন্য সঙ্গে মোকাসিন রাখে কেউ কেউ, যদিও জিনিসটার ব্যবহার সাদাদের মধ্যে নিতান্ত কম। নিজের কেবিনের কাছাকাছি কাজ করার সময় কয়েকবারই বেনকে মোকাসিন পরতে দেখেছে জিম।

হাঁটছে ও, পাশে রাইড করছে ক্যারেন। ওজন কমানোর জন্য মেয়েটির কাছে রাইফেলটা রেখেছে জিম।

নিচু পাহাড়ের পাশে অগভীর একটা জায়গায় দুপুরে ক্যাম্প করল ওরা, ধারে-কাছে কোন গাছ বা পানির উৎস নেই। তবে সঙ্গে আনা একমাত্র ক্যান্টিনের পানি ব্যবহার করেছে। ক্রীকের তলায় নামমাত্র পানি বইছে, ঘোড়া তিনটাকে সেখানে নিয়ে গেল আইজি, সামান্য পানিতে তেষ্টা মিটানোর সুযোগ দিল। ক্রীকটা ক্যাম্প থেকে একশো গজ দূরে। এই ফাঁকে কফি তৈরি করল ওরা।

কেউ কথা বলছে না। রাজ্যের ক্লান্তি অনুভব করছে জিম, অন্যদের দশা ওর চেয়ে কোন অংশে ভাল নয়। কখন যেন ঘুমিয়ে

পড়েছে বেন, কিংবা অজ্ঞান হয়ে গেছে, সঠিক বলতে পারবে না জিম। ভাইয়ের পাশে বসে কফি পান করছে ক্যারেন।

'এভাবে সফল হওয়া যাবে না,' বলল জিম। 'আর ছুটতে ইচ্ছে করছে না।' কফির মগে ছোট্ট চুমুক দিল ও। 'আইজি, বেন আর ক্যারেনকে নিয়ে মাইলস সিটিতে চলে যাবে তুমি।'

বজ্রাহতের মত ওর দিকে তাকিয়ে থাকল অন্যরা, এতটা ক্লান্ত যে কোন প্রশ্নও করতে পারছে না।

'একটা ঘোড়া যোগাড় করব,' বলে গেল জিম। 'হাঁটতে বা দৌড়াতে পারব না আর। ওদের কাছ থেকে ঘোড়া কেড়ে নিয়ে ওদেরকেই হাঁটতে বাধ্য করব।'

'সেই চেষ্টা করতে গেলে স্রেফ খুন হয়ে যাবে,' প্রতিবাদ করল ক্যারেন। 'না, জিম, ওই কাজটা করবে না তুমি। আমাদের কারণে এত দুর্ভোগ সইতে হচ্ছে তোমাদের। শেষে কি নিজের জীবনটাও বিলিয়ে দেবে?'

ক্যারেনের আপত্তিতে পাত্তা দিল না জিম। পরোয়াও করে না। পায়ে হাঁটতে হাঁটতে রোখ চেপে গেছে মনে। এই ছোটাছুটি আর ভাল লাগছে না। প্রতি মুহূর্তে ওর জেদ বেড়ে যাচ্ছে। সত্যিকার বিপদ মোকাবিলা করার জন্য মনে মনে তৈরি হয়ে গেছে। অপেক্ষা করারও ইচ্ছে নেই। যথেষ্ট ধাওয়া খেয়েছে, এবার ঘুরে দাঁড়ানোর পালা। প্রতিপক্ষ যদি লড়তেই চায়, বেশ, জবর লড়াই হবে।

একটা ঘোড়ার বিনিময়ে যদি পুরো দলের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়, তাতেও রাজি জিম।

আকাশ ঘোলাটে হয়ে গেছে, দেখে মনে হচ্ছে আরও তুষার পড়বে। মাইলস সিটি এখনও অনেক দূরের পথ।

'তোমরা এগিয়ে যাবে,' সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল জিম। 'আমি পাল্টা লড়াই করব।'

নীরবে ওকে দেখছে আইজি। থাকতে চাইছে সে, কিন্তু এও

জানে যে মাইলস সিটির দিকে এগোনো ছাড়া উপায় নেই; একইসঙ্গে বেনের শুশ্রূষাও করতে হবে। কাজটা করার জন্য শুধু সে-ই রয়েছে।

একটা কাঠি তুলে নিয়ে মাটিতে পথের নিশানা এঁকে দেখাল জিম। 'নাক বরাবর উত্তরে গেলেই পৌঁছে যাবে শহরে। আশা করি কোন ভুল হবে না। পুবে পাম্পকিন ক্রীক, মাঝে মধ্যে ওটার বড়সড় বাঁক পাবে, তবে আগে-পরে পুবেই এগিয়েছে ক্রীকটা। ওটাকে অনুসরণ করতে গিয়ে সময় নষ্ট কোরো না। উত্তরে এগোবে শুধু, তা হলে যখনই হোক পাম্বকিন বা টাং ক্রীক পড়বে পথে। তবে দুই ক্রীকের সংযোগস্থলে একটা ক্রসিং পড়বে, ওটা দিয়ে ক্রীক পেরিয়ে এগোলে নিশ্চিন্তে মাইলস সিটিতে পৌঁছে যাবে।'

ঘোড়া আনতে চলে গেল আইজি। রাইফেল পরখ করল জিম। কাছে দাঁড়িয়ে আছে ক্যারেন, বড়বড় মায়াবী চোখে তাকিয়ে আছে, এমন এক চাহনিতে যেন বুঝে গেছে আর কখনও জিমের সঙ্গে দেখা হবে না।

কে বলতে পারে, হয়তো সত্যি দেখা হবে না!

হঠাৎ যেন উৎসাহে ভাটা পড়ে গেল। শরীরের প্রতিটি পেশিতে ক্লান্তি, পায়ে অবসাদ আর মনে অনীহা বোধ করল জিম। মনের একটা অংশ অপেক্ষা করার প্রলোভন দেখাচ্ছে, কিন্তু একইসঙ্গে উপলব্ধি করছে যত দ্রুত সম্ভব মাইলস সিটির উদ্দেশে যাত্রা করা উচিত আইজিদের, সামান্য সময়ের হেরফেরে হয়তো চরম সর্বনাশ ঘটে যাবে। ব্লেভিন বাহিনীর ঘোড়াগুলো যদি দখল করতে পারে, নিদেনপক্ষে যদি ওদের কয়েক ঘণ্টাও আটকে রাখতে পারে, মূল্যবান এই সময় কাজে লাগিয়ে শহরে পৌঁছে যেতে সক্ষম হবে বেনরা; নইলে হয়তো চলার পথে সারাক্ষণই ব্লেভিন বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ে যেতে হবে। লড়াই করে পথ করে নেওয়া প্রায় অসম্ভব হবে।

'এখনও সম্ভাবনা আছে বেনের,' মৃদু স্বরে ক্যারেনকে বলল জিম। 'আইজিকে নিয়ে যদি শহরে পৌঁছতে পারো, তা হলে হয়তো বেঁচে যাবে ও। সবকিছু তোমাদের দু'জনের উপর নির্ভর করছে। এখানে ওদের অপেক্ষায় থাকব আমি, যতটা সম্ভব দেরি করিয়ে দেব ওদের। এই ফাঁকে যতটা সম্ভব এগিয়ে যাবে তোমরা।'

দাঁড়িয়ে থাকল ক্যারেন, মুখে বিষণ্ণ হাসি। শেষে বলল: 'জিম, আমার কাছে তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মাপের মানুষ।'

এভাবে কারও প্রশংসা করে কেউ, বিশেষ করে পুরুষদের? নিজের অজান্তে রক্তিম হয়ে গেল জিমের মুখ, মুখ-কান গরম হয়ে গেছে, টের পেল ও। বিব্রত হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে, শব্দের ভাণ্ডার যেন হঠাৎ খালি হয়ে গেছে। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। নিজেকে সঙ মনে হচ্ছে ওর।

'তুমি বরং তৈরি হয়ে নাও,' নিজেকে সামলে নিয়ে বলল ও। 'বেনকে স্যাডলে তুলে দাও।'

'এই বিপদ থেকে যদি উদ্ধার পাই, জিম, মন্টানায় থেকে যাব আমি।'

'ইংরেজ কোন মহিলার জন্য থাকার উপযুক্ত জায়গা নয় এটা।'

'একটু ভুল বলেছ। জাতে আমি আইরিশ। সারা দুনিয়ায় আইরিশদের খুঁজে পাবে তুমি। পুরুষ এবং মহিলা। ভারতে যুদ্ধ করেছে আমার পরিবার, ফরাসী বা স্পেনিশ সেনাবাহিনীর হয়েও লড়েছে আমার আত্মীয়রা। কাস্টারে আমার এক চাচাত ভাই মারা গেছে। তুমিই বলেছ জায়গাটা এখান থেকে বেশি দূরে নয়।'

'কিন্তু তোমার জন্য কিছুই নেই এখানে। এটা বুনো এক জায়গা। জীবন এখানে কঠিন, প্রতিটি মুহূর্তে সংগ্রাম করতে হয়।'

'আমার জন্য কিছুই নেই? উঁহু, আছে।'

জীর্ণ হ্যাটের ব্রিম নামিয়ে দিল জিম, দৃষ্টি হাতের

উইনচেস্টারে চলে গেছে। 'মাইলস সিটিতে গিয়ে এখানকার ঘটনা বলবে সবাইকে,' মৃদু স্বরে বাতলে দিল ও। 'শর্টি বা জর্জ গ্রের খুনের কথা বাদ দিয়ো না। আর...'

'কী?'

'কখনও কারও দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ো না। কারও দিকেই নয়। কথাটা মনে থাকবে?'

ঘোড়া নিয়ে এল আইজি। বেনকে স্যাডলে চড়তে ক্যারেনের সঙ্গে হাত লাগাল জিম। একেবারে চুপসে গেছে সে, মাইলস সিটি পর্যন্ত যদি টিকে থাকতে পারে সেটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার হবে।

'গুডলাক, জিম,' নিচু স্বরে বলল বেন। 'খোদা তোমার সহায় হোন।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে যাত্রা করতে গিয়েও আচমকা রাশ টানল ক্যারেন, নিচু হয়ে আলতো চুমো খেল জিমের গালে।

যাত্রা করতে একটু বেশিই দেরি করল আইজি। 'চেষ্টার ত্রুটি করব না আমি, প্রস্তো,' মৃদু স্বরে বলল সে। 'হাত দুটো সবসময় ব্যস্ত রেখো, বয়। হুট করে যেন তোমাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় না-পায় ওরা।'

ধীর গতিতে এগোল আইজি।

পিছনে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল জিম, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মনে অদ্ভুত অনুভূতি, টের পাচ্ছে শেষবারের মত দেখছে ক্যারেন ফিলিপসকে। আগে স্বীকার না-করলেও এখন বুঝতে পারছে নিজের অজান্তে ভালবেসে ফেলেছে মেয়েটিকে।

তবে এই উপলব্ধিতে কোন উপকার হচ্ছে না ওর।

ষোলো

আগে-পরে যখনই হোক, নিজের মুখোমুখি সবাইকে হতে হয়। অগ্রাহ্য করে বেশিদিন থাকা যায় না, তাতে সন্তুষ্টিও হয় না; কিন্তু একটা সময় আসে যখন নিজেই নিজের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হয়, নিকট অতীত নয় বরং সমস্ত জীবনের কৃতকর্ম নিয়ে। বেশিরভাগ সময়ে সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না।

জরুরি বিষয় হচ্ছে নিজেকে জানার বা আবিষ্কার করার সময় কখনোই ফুরিয়ে যায় না। এমন বহু মানুষ দেখেছে জিম যারা বছরের পর বছর ছিল ব্যর্থ, শুধু হতাশার অসংখ্য ক্ষত আর অপূর্ণ স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলত, কিন্তু চল্লিশ পেরিয়ে এরাই হুট করে সফল হয়েছে। লোকের পক্ষে সবচেয়ে জঘন্য কাজ হচ্ছে নিজের স্বপ্নের মৃত্যু হতে দেওয়া।

উঠতি বয়সে জিম প্রায়ই ভাবত নিজের জন্য একটা র‍্যাঞ্চ করবে কোন একদিন, ভাবতে ভাল লাগত কীভাবে চালাবে র‍্যাঞ্চটা। এ-ধরনের আইডিয়া সময়ের পরিক্রমায় বিস্মৃতির অতলে চাপা পড়ে থাকে না, বরং ধারণাটা বাস্তবে কার্যকর করার প্রেরণাও দেয়। এখানে-সেখানে অন্যের হয়ে কাজ করার ফাঁকে আইডিয়াটা আরও পাকাপোক্ত হয়, অন্যের ভুল-ত্রুটি দেখে শেখা হয়ে যায়; শেষে, নিজের জন্য কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা তৈরি করার সময় আলাদাভাবে ভাবতে হয় না, প্রায় অনায়াসে করে ফেলা সম্ভব হয়।

রেঞ্জের অবস্থা জানা লাগে, ঘাস বা ছোট ছোট গুল্ম চিনতে হয়, জমির উপর ওগুলোর প্রভাব জানতে হয়। কাউহ্যান্ড হিসাবে কাজ করার সময় এর সবই শেখা হয়ে যায়। প্রতিটি ধারণাই একেকটা বীজ, এবং আক্ষরিক অর্থে ফলে সবগুলো। স্রেফ উপযুক্ত সময়ে আর পরিবেশে কাজে লাগালেই হলো।

জিমের সমস্যা একটাই: অন্যের হয়ে বহুদিন কাজ করায় নিজেকে গড়ে নেওয়ার স্বপ্ন ফিকে হয়ে গেছে। আর দশজন কাউহ্যান্ডের সাথে তেমন কোন পার্থক্য নেই ওর। টানা কাজ করে যায়, সপ্তাহান্তে শহরে গিয়ে খানিকটা ফুর্তি করে, সবাই টাফ মনে করে এমন কারও সঙ্গে মারপিট করে, তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে র‍্যাঞ্চে ফিরে পরদিন থেকে আবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এভাবেই ক্রমে ফিকে ও গুরুত্বহীন হয়ে গেছে স্বপ্নটা।

কিন্তু স্বপ্নের মৃত্যু হয় না কখনও। কাজের ক্ষেত্রে কোন বয়স নেই। শুধু শুরু করলেই হলো। কার কাছ থেকে যেন শুনেছিল: শূন্যতা পরিহার করে প্রকৃতি। তবে সারা জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে জিম মনে করে কথাটা বরং এরকম: নিষ্ফলা যে-কোন কিছু অপছন্দ করে প্রকৃতি।

ওর নিজের ক্ষেত্রে কী বলা যায়? হয়তো মৃত্যুই পাওনা ওর, যেহেতু সারা জীবন ধরে স্রেফ দিনমজুরের মত খেটে গেছে, বাড়তি রোজগার করা হয়নি। দিনের কামাই দিনেই শেষ হয়ে গেছে। সততা বা শ্রমে ঘাটতি ছিল না ওর, রোদ-ঝড়-বৃষ্টি গ্রাহ্য করেনি, নিজের কাজ করে গেছে। ধূলির আস্তর জমিয়েছে গায়ে, আধ-বেলা খেয়ে দিন কাটিয়েছে।

এতকিছুর মধ্যে একটা জিনিস অকৃত্রিম রয়ে গিয়েছিল—ওর স্বপ্নের মৃত্যু হয়নি। এই ক'দিন আগেও স্মৃতির ভিড়ে চাপা পড়ে ছিল ওটা, আশার আলো দেখতে পাচ্ছিল না। অদ্ভুত হলেও কীভাবে যেন স্বপ্নটাকে জাগিয়ে তুলেছে ক্যারেন ফিলিপস। শিক্ষিতা, বনেদী ঘরের মার্জিত রুচির মেয়ে। বেশ একটু কঠিন

ধাতের মানুষ, এই কাঠিন্য নিয়ে হয়তো পশ্চিমে মানিয়ে যায় ওকে, কিন্তু ক্যারেনকে…?

আকাশ-পাতাল ভাবলেও বর্তমান পরিস্থিতি বা বিপদের সম্ভাবনা বিস্মৃত হয়নি জিম। জানে এতক্ষণে হয়তো ওদের আসল ট্রেইল খুঁজে পেয়েছে ব্রেভিন বাহিনী, দ্রুত এগিয়ে আসছে। টানা ছোটাছুটির পরও বেশ দ্রুত এখানে পৌঁছে যেতে পারবে, কারণ ওদের সঙ্গে আহত কোন লোক নেই।

যেখানে প্রতিরোধ গড়বে বলে ঠিক করেছে জিম, জায়গাটা জুতসই নয়; আশ্রয় হিসাবে কার্যকরী বটে, কিন্তু নিরাপদ নয়। উইলো ঝাড়ের মাঝখানে এক চিলতে জায়গা। পাশ দিয়ে দশজন রাইডার চলে গেলেও ওর উপস্থিতি টের পাবে না, যদি না গুলি করে জিম…। তবে সেজন্য নিশ্চিন্ত থাকার উপায় নেই, ভরসাও করতে পারছে না ও; বরং ওর অবচেতন মনের ধারণা ওদের ফেলে যাওয়া ট্র্যাক পড়তে সক্ষম হবে শত্রুরা, তারপর ঝর্নার কাছে চলে আসবে, হয়তো রাতটা এখানেই কাটিয়ে দিতে পারে। অন্তত বিশ্রামের জন্য থামতে পারে। দুপুরে যেখানে থেমেছিল জিমরা, ওটার তুলনায় এ-জায়গাটা ক্যাম্প করার জন্য আদর্শ। আগুন লুকিয়ে রাখতে হবে বলে জুতসই হবে না জেনেও সেখানে থেমেছিল জিম।

এমন নয় যে শত্রুরা এখানে না-থামলে আশা শেষ হয়ে যাবে ওর, কারণ সেক্ষেত্রে হাঁটতে পারবে জিম; বরং মাইলস সিটি কেন, এরচেয়ে দ্বিগুণ দূরত্বেও হেঁটে যেতে পারবে।

তবে অনুমান আর পরিস্থিতি বিবেচনা করে জিমের মনে হয়েছে এখানে থামবে প্রতিপক্ষ, কারণ প্রতিটি ঘোড়াই নিশ্চই ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে। ওদের পিছু ধাওয়া করার আগে থেকে ছুটতে হচ্ছে। সেজন্যই ওঁৎ পেতে আছে জিম। একটা ঘোড়া ওর চাই-ই চাই।

প্রায় সারাটা জীবন লড়াইয়ের মধ্যে কেটেছে ওর—কখনও

কখনও নিজের মস্তিষ্ক ব্যবহার করেছে। ঈর্ষণীয় ওর সাফল্য, কারণ শতকরা নব্বই ভাগ লড়াইয়ে জয়ী হয়েছে। লাগাতার ঘুসি হাঁকাতে জানে, মারপিটের সময় এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলেও ওর সাফল্যের মূলে হচ্ছে জেদ আর একগুঁয়ে স্বভাব—সহজে হার মেনে নিতে চায় না। একবার হেরেছে তো সুযোগ পেলে আবার দাঁড়িয়ে যায় তার বিরুদ্ধে। তবে এমন জেদ ধরার ঘটনা দু'একবারই ঘটেছে, এবং প্রতিবার আগেরবার জয়ীর বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছে।

এবার আর পুনরাবৃত্তি হবে না। এটা গোলাগুলির ব্যাপার। এরা বেধড়ক পেটাতে চাইছে না ওকে, বরং ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে চায়...সবাই না-হলেও অন্তত কয়েকজন...ওকে খুন না-করে উপায় নেই তাদের।

ধূলিময় কুঁচকে যাওয়া কাপড় পরনে অপেক্ষায় থাকল জিম। খাবার, বিশ্রাম এবং পরিষ্কার হয়ে নেওয়া দরকার, কিন্তু কোনটাই পাওয়ার উপায় নেই। অপেক্ষার প্রহর যত বাড়ছে, প্রত্যাশার পরিমাণ ক্রমে শূন্যের কোঠায় নেমে আসছে।

সূর্য এখন উত্তাপ ছড়াচ্ছে। জমে থাকা তুষারের পাতলা স্তরের ফাঁকে ভেজা মাটি উঁকি দিচ্ছে। তুষারের এই গলন সাময়িক। বিকাল হতে বেশি দেরি নেই, তবে পশ্চিমাকাশ উজ্জ্বল রয়েছে এখনও। নীরব শান্ত প্রকৃতির মাঝে অপেক্ষার ফাঁকে গত কয়েকদিনের শারীরিক ধকল পেয়ে বসল ওকে।

জিম টের পেল চোখের পাতা ভারী ভারী ঠেকছে, খোলা রাখতে পারছে না; দেহের সমস্ত পেশি শিথিল হয়ে গেছে। সূর্যের উষ্ণতায় আরাম বোধ করছে, হালকা ঝিরঝিরে বাতাস ঠাণ্ডা হলেও অসহ্য লাগছে না। উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল ও, দৃষ্টিসীমায় কিছু নেই। বসে উইলোর গুঁড়ির সঙ্গে শরীর এলিয়ে দিল।

কতক্ষণ হলো ছোটার মধ্যে আছে ওরা? শেষ কবে পুরো রাত

নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে? বিপদ কেটে গেলে, যদি বেঁচে থাকে, টানা এক সপ্তাহ ঘুমাবে, ভাবল জিম। কিন্তু এখন জেগে থাকতে হবে, যে-কোন মুহূর্তে হয়তো উদয় হবে ব্রেভিন বাহিনী।

ফের উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি চালাল জিম। কিছু নেই...এমন কিছু নেই যা দেখে কারও উপস্থিতি বোঝা যাবে। শিগ্গিরই অন্ধকার নেমে আসবে। বসে পড়ে আধপোড়া সিগারের খোঁজে পকেট হাতড়াল ও, পেল না। কাঁধের উপর কোট জুত মত চাপিয়ে বসে থাকল। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

এমনও হতে পারে, ওদের ট্র্যাক অনুসরণ করেনি শত্রুপক্ষ, ভুয়া ট্রেইল ধরে যদি এগিয়ে গিয়ে থাকে? সামনে কোথাও যদি অ্যামবুশ পেতে থাকে? এমন কিছু হওয়া অসম্ভব নয় বটে, তবে হওয়ার সম্ভাবনাও কম। অন্তত তাই মনে করছে জিম।

অজান্তে চোখ বুজে আসছে...কী হবে কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকলে? নিজেকে প্রবোধ দিল জিম, মাত্রই তো কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর আবার সজাগ হয়ে যাবে।

সত্যি সত্যি চোখ বুজল ও, এবং নিজের অজান্তে গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল।

ছুটন্ত অনেক লোকের বুটের শব্দে ঘুম ভাঙল ওর। এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। কোত্থেকে একটা ল্যাসো ছুটে এসে পেঁচিয়ে ফেলল ওকে, দেখতে পেল না জিম, দড়ির টানে ঘুরে গেল ওর দেহ। গলায় পেঁচাল দ্বিতীয় দড়ি।

'ওভাবেই আটকে রাখো হারামজাদাকে,' ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল রোগান ব্রেভিন, স্যাডলব্যাগ থেকে একজোড়া লৌহ-দস্তানা বের করল। ধীর পায়ে জিমের দিকে এগিয়ে এল সে। মুখে তির্যক তাচ্ছিল্যের হাসি।

অন্যরা ঘিরে থাকল, যার যার স্যাডলে বসে আছে, প্রত্যেকের মুখ নির্বিকার। এদের কারও কারও সঙ্গে কাজ করেছে জিম। একটা ল্যাসোর প্রান্ত শোভা পাচ্ছে ফ্রাঙ্ক ইসাবেলের হাতে।

কয়েক বছর আগে এক নাচের পার্টিতে টাফ এই পাঞ্চারকে বেধড়ক পিটিয়েছিল জিম। ওকে পছন্দ করার কোন কারণ নেই ইসাবেলের।

'ভেবেছি এখানে আমাদের অপেক্ষায় থাকবে তুমি, বেনবো, কারণ তুমি একটা জাত বেকুব। এবার সুদাসলে পাওনা বুঝে পাবে। বহুদিন ধরে একটা পিটুনি পাওনা তোমার। তোমার পালা শেষে বাকিদের ধরব আমরা, সবকিছু খতম করব।'

দড়ি দুটো টানটান অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে জিমকে, কোনদিকে নড়তে পারছে না। গায়ে শিপস্কিন কোটের উপর চেপে বসেছে দড়ির ফাঁস। এমন ফাটা কপাল যে শুধু আটকা পড়েনি, বরং দুই হাত সহ আটকা পড়েছে এবং সামান্য বেতাল করলে ঘাড়ে ল্যাসোর টানে শ্বাসরোধ হয়ে যাবে।

বিশালদেহী মানুষ রোগান ব্লেভিন। ছোটখাট একটা দৈত্য বলা চলে। এগিয়ে এল যখন, সারা জীবনে কোন মানুষের মুখে এত কুৎসিত অভিব্যক্তি আর দেখেনি জিম। দস্তানা পরা মুঠি কাঁধের কাছে নিয়ে গেল সে, তারপর সরোষে হাঁকাল জিমের মুখে।

আইজি কাস্টারের প্রশিক্ষণ কাজে দিল। এমনকী সচেতন কোন ভাবনা ছাড়াই মাথাটাকে একপাশে সরিয়ে ফেলল জিম, কানে বাতাস লাগিয়ে চলে গেল ঘুসিটা।

ভারসাম্য হারিয়ে ওর উপর এসে পড়ল ব্লেভিন, তারপর এক ঝটকায় সিধে হলো যেন পাছায় হুল ফুটিয়ে দিয়েছে কেউ। উন্মত্ত জানোয়ারের মত, সীমাহীন আক্রোশে সমানে দু'হাত চালিয়ে গেল। কোথায় লাগছে তার বাছ-বিচার করছে না। মাথায় লাগল একটা ঘুসি, জিমের পুরো পৃথিবী দুলে উঠল। আবার আঘাত করল সে। ইচ্ছে করে স্থির দাঁড়িয়ে থাকল জিম, জেদ চেপে গেছে—শত মার খাবে, কিন্তু পড়বে না। ফের ওকে আঘাত করল আর-বি মালিক, একের পর এক। নিজের অজান্তে হাঁটু ভেঙে

পড়ে গেল জিম। টের পেল ওর পাঁজরে লাথি হাঁকাচ্ছে ব্লেভিন, বারবার। ভারী কোটটা না-থাকলে হয়তো পাঁজরের সব হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেত।

কতক্ষণ মার খেয়েছে, বলতে পারবে না জিম। প্রথম দিকে প্রতিটি আঘাত তীব্র যন্ত্রণা ছড়িয়ে দিয়েছে শরীরে, কিন্তু একসময় ভোঁতা হয়ে এল সমস্ত অনুভূতি; ব্যথা সহ্যের অতীত হয়ে গেছে, এবং একেবারে শেষে প্রায় অসাড় হয়ে গেল পুরো দেহ। একের পর এক আঘাত আসছে, কিন্তু কিছুই টের পাচ্ছে না জিম। তবে মুহূর্তের জন্যও সচেতনতা হারায়নি।

দুই বাহুর ক্লান্তি শেষপর্যন্ত থামতে বাধ্য করল ব্লেভিনকে, দুই কদম পিছিয়ে গেল সে, শরীরের পাশে ঝুলন্ত হাত দুটো মৃদু মৃদু কাঁপছে।

'বেশ, এবার দড়ি সরিয়ে ফেলো!' নির্দেশ দিয়ে জিমের পাঁজরে আরও একটা লাথি হাঁকাল রোগান ব্লেভিন।

'বেনবো?' চেঁচিয়ে ওকে ডাকল আর-বি মালিক। কিন্তু উত্তর পেল না।

উত্তর দেবে কী করে, ঠোঁট থেঁতলে গেছে জিমের, মারের চোটে দুই চোয়াল ফুলে গেছে।

ঘুরে দাঁড়িয়েছে ব্লেভিন। 'নরকে যাক হারামজাদা!' সরোষে বিষোদ্গার করল সে। 'চলো কেটে পড়ি। ওকে নিয়ে চিন্তা না-করলেও চলবে। তবে ওর এমন কোন গুরুত্ব ছিল না। ফিলিপসদের চাই আমি।'

ভারী দেহ স্যাডলে চাপাল সে, স্যাডলটা ককিয়ে উঠল। 'ফ্রাঙ্ক, যদ্দুর জানি ওকে দু'চোখে দেখতে পারো না তুমি। একটা সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে। কাজ শেষ করে ফেলো! একটা বুলেট অপচয় করলে দুঃখ হবে না আমার।'

ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ অস্পষ্টভাবে কানে আসছে জিমের, ক্রমে দূরে চলে যাচ্ছে। মনের সমস্ত জোর খাটিয়ে

চোখ দুটো মেলল ও, তাকাল।

বড়জোর পনেরো ফুট দূরে স্যাডলে বসে আছে ফ্রাঙ্ক ইসাবেল, হাতে উদ্যত কোল্ট। জিম বুঝতে পারল মারের তিক্ত স্মৃতি মনে করছে লোকটা, যে-ঘটনার পর পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হয় ওরা। শেষপর্যন্ত শোধবোধের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন বিধাতা, অসহায় অবস্থায় ওকে পেয়ে গেছে ইসাবেল, স্রেফ ট্রিগার টেনে দিলেই ঘৃণার পাত্রটি বিদায় নেবে দুনিয়া থেকে।

'একটা ব্যাপারে তারিফ করতেই হয়,' মৃদু স্বরে বলল ইসাবেল। 'সত্যি সাহস আছে তোমার।'

পিস্তল তুলে জিমের মাথায় সাইট স্থির করল সে, ওভাবেই থাকল কয়েক মুহূর্ত। নড়াচড়ার করার শক্তি নেই জিমের দেহে, তবে থাকলেও যে কোথাও সরে গিয়ে পিস্তলের গুলি এড়াতে পারত, এমন নয়।

পিস্তলের মাযলটা যেন ক্রমে বড় হচ্ছে। ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্করতর মনে হচ্ছে। হঠাৎ পিস্তলের নিশানা ইঞ্চি ছয়েক উঁচু করল ইসাবেল, তারপর গুলি করল। কমলা আগুনের ভেল্কি দেখাল মাযল, তপ্ত সীসা এসে বিঁধল জিমের মাথার পাশের মাটিতে। পিস্তল তুলে আবারও নিপুণ নিশানা করল ইসাবেল, জিমের দুই ভুরুর ঠিক মাঝখানে, তারপর আবারও ইচ্ছে করে নিশানা সরিয়ে গুলি করল। কঙ্কাশনের ধাক্কায় মৃদু কেঁপে উঠল জিমের দেহ, কিন্তু চোখ মেলে দেখল আগের মতই স্যাডলে ঠায় বসে আছে ফ্রাঙ্ক ইসাবেল, শীতল ধূসর চোখজোড়া বিদ্ধ করছে জিমকে। নিদারুণ আলসেমির সঙ্গে ফুঁ দিয়ে পিস্তলের মাযল থেকে ধোঁয়া তাড়িয়ে দিল সে, তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে পিছু নিল অন্যদের।

ফ্রাঙ্ক ইসাবেলের ঘোড়ার খুরের শব্দ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে। নড়তে পারছে না জিম। মেঘভরা ঘোলাটে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল, পশ্চিম আকাশও ঢেকে ফেলেছে ভারী মেঘের দল।

এভাবে অনেকক্ষণ কেটে যাওয়ার পর শেষপর্যন্ত প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পেল জিম, বাঁচার তীব্র আকাঙ্ক্ষা শক্তি যোগাল ওকে, মরিয়া চেষ্টায় পাশ ফিরল, উপুড় হয়ে পড়ে থাকল কিছুক্ষণ।

সারা শরীরে রাজ্যের ব্যথা অনুভব করছে—হাড়, মাংস, পেশি...কোনটাই বাকি নেই, সর্বাঙ্গে যন্ত্রণা। হাত দুটো কীভাবে যেন বুকের নীচে নিয়ে আসতে সক্ষম হলো, কষ্টেসৃষ্টে দেহটা টেনে তুলল, এবং শেষে হাঁটুয় ভর দিয়ে উঠে বসল। একটা চোখ পুরোপুরি বুজে গেছে, অন্যটা এক চিলতে ফাঁক হয়ে আছে দুই পাপড়ির মাঝে; কাঁপা রক্তাক্ত হাত তুলে চোখের সামনে মেলে ধরল জিম, মুখ মুছল। প্রবল আতঙ্কে হিম হয়ে গেল ওর দেহ। স্রেফ হাতড়েও বুঝতে পারছে মুখটা আস্ত নেই, অন্তত কয়েক জায়গায় ছড়ে গেছে, রক্ত জমাট বেঁধে শুকিয়ে গেছে; সব মিলিয়ে অদ্ভুত একটা মুখোশ তৈরি হয়ে গেছে যেন।

উইলোর গুঁড়ি চেপে ধরে নিজেকে টেনে তুলল ও, সিধে হলো। মাত্র কয়েক মুহূর্ত, হাঁটুয় জোর না-পেয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল। মাটির সঙ্গে চিবুকের সংঘর্ষে চোখের সামনে হাজারটা তারা দেখতে পেল, সারা মাথায় তীব্র যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ। মিনিট কয়েক ঠায় পড়ে থেকে বিশ্রাম নিল ও, ব্যথার তীব্রতা কমে আসতে আবার চেষ্টা করল। মাটি খামচে ধরে একটু একটু করে হামাগুড়ি দিয়ে উইলোর সারি থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল জিম।

শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে এতে। পড়ে থেকে বিশ্রাম নিল ও, দূরে গোলাগুলির আবছা শব্দ শুনতে পেল। তাৎপর্যটা বুঝতে একটু সময় লাগল—আইজিদের উপর হামলা করেছে ব্রেভিন বাহিনী। এ-যাত্রা বোধহয় আর রক্ষা হলো না!

ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে মাটির ঠাণ্ডা হাড় পর্যন্ত ঢুকে যাচ্ছে, নিজের অজান্তেশিউরে উঠল জিম। হাত বাড়িয়ে এক মুঠো ঘাস চেপে ধরল, টেনে সামনে নিয়ে গেল শরীর।

মুখ থেকে এক ফোঁটা রক্ত পড়ল, টকটকে লাল একটা বৃত্ত তৈরি হলো ওর আস্তিনে। শূন্য দৃষ্টিতে রক্তের ফোঁটার দিকে তাকিয়ে থাকল জিম, শেষে ক্রল করে সামনে এগিয়ে চলল। ফের অসাড় হয়ে পড়ে থাকার আগ পর্যন্ত কয়েক ফুট এগোতে সক্ষম হলো বটে, কিন্তু দুর্বলতায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

রাতের কনকনে ঠাণ্ডা আর তীব্র তেষ্টায় জ্ঞান ফিরে পেল জিম। হাত বাড়িয়ে এক মুঠো আধা-গলন্ত তুষার তুলে নিয়ে মুখে পুরল। হাঁ করতে গিয়ে চোয়ালে যন্ত্রণা অনুভব করল, আধ-বুজে যাওয়া ক্ষতের মুখ খুলে গেছে কয়েক জায়গায়, তবে কিছু তুষারকণা মুখে পুরতে সক্ষম হলো। মুখের উষ্ণতায় গলে গেল তুষার, ঠাণ্ডা মিষ্টি পানির সতেজতা গলায় স্পষ্ট অনুভব করল জিম।

সারা শরীরের যন্ত্রণা উপেক্ষা করে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উঠে বসল ও, সামনে ঝুঁকে চার হাত-পায়ে কিছুদূর এগোল। একটা পাথরের কাছে পৌঁছে আঁকড়ে ধরল পাথরটা, নিজেকে টেনে তুলল, পায়ের কাঁপন বন্ধ হওয়া পর্যন্ত পাথরটা ধরে থাকল।

এবার টলমল পায়ে এগোল ও। যেভাবে হোক মাইলস সিটিতে পৌঁছতে হবে। তারপর রোগান ব্রেভিনকে খুঁজে বের করতে হবে। কাজটা যত কঠিনই হোক, করতে হবে।

তীব্র এই জেদ আর একগুঁয়েমির কারণে রক্ষা পেয়ে গেল জিম। দুর্বিষহ রাতটা চলার মধ্যে কাটিয়ে দিল–টলমল পায়ে এগোল, পড়ে গেল, আবার উঠে দাঁড়াল, এগোল ফের, তারপর আবারও পড়ে গেল। এভাবে চলতে থাকল। দু'বার ক্রীকের কিনারা থেকে তলার জমে থাকা বরফের উপর গড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু অপরিসীম মনের জোরে ঠিক উঠে আসতে সক্ষম হয়েছে।

পুবাকাশে ভোরের আলো ফুটছে যখন, তখনও বিধ্বস্ত দেহে মাতালের মত এগোচ্ছে জিম। বারবার পড়ছে, আবার উঠে হাঁটছে। দু'হাত রক্তে সয়লাব হয়ে গেছে, সারা শরীরে তীব্র

ব্যথার স্রোত, প্রতি পদক্ষেপে নিজের অজান্তে ককিয়ে উঠছে, কিন্তু তারপরও এগিয়ে চলেছে। সামনে কোথাও ব্রেভিন বাহিনীর তোপের মুখে পড়েছিল আইজিরা, যেভাবে হোক সেখানে পৌঁছতে হবে। গোলাগুলির যে-শব্দ শুনেছিল ও, নির্ঘাত আইজিদের উপর চড়াও হয়েছিল আর-বি ক্রুরা।

ঘৃণার অপর নাম নাকি ধ্বংস, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করছে জিম। ঘৃণা না-থাকলে এতদূর আসা দূরে থাক, উঠতেই পারত না।

প্রথম দিকে দূরত্বের হিসাব রেখেছে ফুট হিসাবে, কিন্তু পরবর্তীতে সেটা কদমে এসে দাঁড়িয়েছে। মাইল খানেক পরে ট্রেইলের কী অবস্থা চিন্তা না-করে বরং পরের পদক্ষেপটা কীভাবে ফেলবে, তাই নিয়ে ভাবতে শুরু করল জিম, এবং তাতেই স্বস্তি বোধ করছে, কাজও হচ্ছে।

একটা হাত প্রায় থেঁতলে গেছে, সম্ভবত বুট বা ঘোড়ার খুর দিয়ে চাপা দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটা কখন ঘটেছে স্মরণ করতে পারল না ও। চামড়া তো ছড়ে গেছেই, নীচের মাংসপেশিও থেঁতলে গেছে। বেশ ফুলে গেছে হাতটা। স্বস্তির বিষয় আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করতে পারছে। কিন্তু নাড়লেই এতটা তীব্র ব্যথা হচ্ছে যে হাতটা এখনই ব্যবহার করার ইচ্ছে নেই ওর।

পাঁজরের একটা বা দুটো হাড় বোধহয় ভেঙে গেছে—অন্তত চিড় যে ধরেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বুকের দু'পাশে চামড়া কেটে গেছে কয়েক জায়গায়, কালশিটে দাগ পড়ে গেছে। গত কয়েকদিনের লাগাতার ছোটাছুটি আর বেধড়ক পিটুনিতে প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে শরীরের শক্তি, স্রেফ মনের জোরে টিকে রয়েছে এতক্ষণ।

মনের জোর ছাড়াও আরও একটা চালিকাশক্তি রয়েছে–ঘৃণা।

সবার আগে রোগান ব্রেভিনকে খুন করতে চায় জিম। সারা জীবনে এই একটা মানুষকে খুন করার ইচ্ছে হয়েছে ওর, সেটা

পূরণ করতে গিয়ে যদি নিজে খুনও হয়ে যায়, একটুও আপত্তি নেই ওর।

কখনও কখনও পুরোপুরি অসচেতন হয়ে যাচ্ছে জিম, স্থান-কাল-পাত্র ভেদাভেদ জ্ঞান লোপ পেয়েছে। দিগন্ত হারিয়ে যাচ্ছে দৃষ্টিসীমা থেকে, আবার কিছুক্ষণ পর হয়তো দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার। হাঁটতে গিয়ে এতবার পড়ে গেছে, মনে সন্দেহ সারাদিনে বোধহয় এক মাইলও এগোতে পারেনি।

সন্ধ্যার দিকে ওর মনে হলো ডানদিকে কিছু একটা নড়াচড়া করছে। একটু পরে দেখতে পেল জিনিসটা।

একটা নেকড়ে। কয়োট নয়, বিশাল একটা ধূসর নেকড়ে। ওকে শিকার করার ধান্ধায় পাশাপাশি ছুটছে।

ছুরি আর অস্ত্র নিয়ে গেছে ব্লেভিন বাহিনী। গদার মত ব্যবহার করবে এমন কিছু খুঁজে পায়নি। নেকড়েটা আক্রমণ করলে কিছুই করার থাকবে না ওর।

নেকড়ে কখনও মানুষকে আক্রমণ করে না। ছোটবেলা থেকে এ-কথাটা শুনে এলেও বাস্তবে এর ব্যতিক্রম দেখতে পাচ্ছে জিম–নির্দিষ্ট একটা পর্যায় পর্যন্ত কথাটা সত্যি বটে। জিমের মনে হচ্ছে নেকড়ে আসলে সুবিধাবাদী এক প্রাণী। প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম অনুযায়ী দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার চলে, নেকড়েটা ওকে শিকার হিসাবে বেছে নিয়েছে, এতে আদৌ বিস্ময়ের কিছু নেই।

ওর বিধ্বস্ত দশা ঠিকই বুঝতে পেরেছে নেকড়েটা। জানে একটু ধৈর্য ধরতে হবে শুধু। শকুনের মতই ধৈর্য ধরতে জানে নেকড়েরা। জিমের কাছে প্রায়ই মনে হয় প্রাণিজগতের মধ্যে শুধু মানুষই তাড়াহুড়ো করে। বেশিরভাগ বুনো প্রাণী, যাদের সময়জ্ঞান নেই, নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করতে পারে। ওরা জানেও কীভাবে অপেক্ষা করতে হয়।

হয়তো আজ রাতেই ওকে পেয়ে যাবে ওটা। কিংবা কাল দিনের বেলায় বা রাতে। মোক্ষম সময় যখনই আসুক, মোটেও গ্রাহ্য করবে না নেকড়েটা।

একবার পড়ে যাওয়ার পর মিনিট কয়েক নিথর পড়ে থাকল জিম, চেতনা প্রায় হারিয়ে ফেলেছে। উঠে বসার চেষ্টা করতে ঠিক পাশেই দেখতে পেল নেকড়েটাকে, মাত্র পনেরো গজ দূরে বসে আছে, বিশাল জিহ্বা লকলক করছে, লোভী দৃষ্টিতে দেখছে ওকে।

সতেরো

নেকড়েটার ভাবগতিক দেখে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার দশা জিমের। নির্লিপ্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বসে আছে ওটা, অপেক্ষায় আছে কখন হাল ছেড়ে দেবে জিম; নিশ্চিত জানে অসহায় শিকার যখন আর এগোতে পারবে না, তখনই দখল পেয়ে যাবে। তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে অপেক্ষার প্রতিটি মুহূর্ত, দেখতে পাচ্ছে একটু একটু করে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে জিম।

এত সহজে হাল ছাড়তে রাজি নয় জিম, একটা নেকড়ের কাছে তো নয়ই; অগত্যা উঠে দাঁড়িয়ে যাত্রা করল। যাত্রা মানে হামাগুড়ি। মাঝে মধ্যে ইচ্ছে করে বেশি নড়াচড়া করল যাতে নেকড়েটার কাছে মনে হয় কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত আসতে অনেক দেরি হবে। কিন্তু বোকা বনল না ওটা।

এগিয়ে চলল জিম। কয়েকবার থেমে মুঠো ভরা তুষার তুলে নিল, ভয় দেখাল নেকড়েটাকে, কিন্তু গ্রাহ্য করল না ওটা।

সন্ধ্যার আঁধার নেমে এল একসময়, পাঁচ হাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। আকাশে একটা তারাও নেই। এগোতে ভয় পাচ্ছে জিম, অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে।

তখনই প্রথমবারের মত ভাগ্যদেবী সহায়তা করল ওকে। হাঁটতে হাঁটতে ছোট্ট এক ক্রীকের পাড়ে পৌঁছেছে, তলায় সমস্ত পানি জমে বরফ হয়ে গেছে, দু'ধারে উইলো আর চোকচেরির ঘন ঝোপ; কিছু কটনউডও রয়েছে। আশপাশে বিস্তর আবর্জনা পড়ে আছে। পকেট হাতড়ে দেয়াশলাই পেল জিম। পড়ে থাকা মরা এক গাছের বাকল সংগ্রহ করে ছড়ে যাওয়া আঙুলের চামড়ার উপর বসিয়ে দিল। ছোট ছোট কয়েকটা ডাল ভেঙে নিল ও, শুকনো মস খুঁজে পেয়েছে এক জায়গায়। দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে মিনিট খানেকের মধ্যে মাঝারি সাইজের আগুন ধরিয়ে ফেলল।

মরার জন্য ওকে রেখে গেছে ব্রেভিন বাহিনী। এতক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে ওরা, তাই আগুন নিয়ে চিন্তা না-করলেও চলবে; তা ছাড়া, একটু উষ্ণতা না-হলে আর চলছে না ওর, শরীরটা গরম করতে এবং মনের জোর ফিরে পেতে আগুনের দরকার হয়ে পড়েছে এখন।

পকেট হাতড়ে খাওয়ার মত কিছু পাওয়া গেল না। দুই ঘর তুলে বেল্ট বাঁধল জিম, আগুনের উষ্ণতা ঘুম এনে দিয়েছে চোখে, চোখ মেলে রাখতে রীতিমত যুদ্ধ করতে হচ্ছে ওকে।

সহসা একটা ঘোড়ার হাঁটার শব্দ শুনতে পেল জিম।

প্রায় মাঝরাত। ঘুমে ঢুলছে ও, হঠাৎ হঠাৎ ধড়ফড় করে জেগে উঠছে, আগুনে কাঠ যোগ করে আবারও ঢুলছে। আকাশে ভারী মেঘের আনাগোনা কমে গেছে, কয়েকটা তারা উঁকি দিচ্ছে এখন। নেকড়েটার কাছ থেকে অযথা পালিয়ে থাকার চেষ্টা করে লাভ নেই, হাত বাড়িয়ে মাঝারি আকৃতির একটা উইলোর কাণ্ড তুলে নিল জিম, গদা হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। জ্বালানি যোগাড়

করতে গিয়ে খুঁজে পেয়েছে ওটা।

ক্রমে এগিয়ে আসছে ঘোড়াটা, মাঝে মধ্যে ধীর হয়ে যাচ্ছে গতি; সম্ভবত দ্বিধা করছে, তারপর আবারও এগিয়ে আসছে।

উঠে দাঁড়াল ও। ঘোড়াটার পিঠে যদি সওয়ার থাকত, এমন দ্বিধার সঙ্গে এগোত না; যদি কোন সওয়ারী থেকেও থাকে, হয় সে মৃত নইলে অজ্ঞান বা অসহায় অবস্থায় আছে।

আলোর বৃত্তের ঠিক বাইরে থামল ঘোড়াটা। স্যাডল-ব্রিডল পরানো, কান খাড়া করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। আগুনের ঔজ্জ্বল্য থেকে দূরে সরে আসতে জিম দেখতে পেল ক্যারেনের ঘোড়া এটা। জাতে মরগান গোত্র। শঙ্করায়নের জন্য দারুণ শক্তিশালী এরকম কয়েকটা ঘোড়া পশ্চিমে নিয়ে এসেছিল সে।

হালকা নীল রঙের রোয়ান, বেন ফিলিপসের সেরা ঘোড়াগুলোর মধ্যে একটা। দারুণ তেজী। সবল পেশি কিলবিল করছে সারা দেহে। ব্লু বয় নামে ওটাকে ডাকে বেন।

'হ্যালো, বয়,' মৃদু স্বরে বলল জিম। 'ক্যারেন কোথায়?'

শঙ্কিত মনে এক কদম আগে বাড়ল ঘোড়াটা, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল। জ্বলজ্বল করছে ওটার চোখ, নাকের পাটা ফুলে গেছে। ধীর পায়ে ওটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল জিম। পুরানো অভ্যাসের টানে আগুনের কাছে চলে এসেছে ওটা, উষ্ণতা আর মানুষের সঙ্গ পেয়ে অভ্যস্ত।

ঘোড়াটা ওর জীবন-মৃত্যুর নিয়ামক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'ক্যারেন কোথায়, বয়?' ফের জানতে চাইল জিম, মৃদু স্বরে কথা বলতে থাকল, ঘোড়াটাকে আশ্বস্ত করার প্রয়াস। 'তোকে দেখে কী যে খুশি হয়েছি! ভাবছি একসঙ্গে যাব আমরা, গিয়ে দেখব আসলে কী ঘটেছে। শুধু তুই আর আমি। কী বলিস?'

একেবারে কাছে পৌঁছে গেছে জিম, মনে ভয় হয়তো ভড়কে গিয়ে দূরে সরে যাবে ঘোড়াটা। তবে দাঁড়িয়ে থাকল ওটা। জিম ওটার ঘাড়ে হাত রাখতে মাথা ঘুরিয়ে নাক ঘষল ওর হাতের

সঙ্গে। এই সুযোগে ওটার লাগাম তুলে নিল জিম।

ঘোড়াটা ছুটে চলে যেতে পারে, এই আশঙ্কায় বুক ধড়ফড় করছে ওর; কারণ একবার ওটা ছুটতে শুরু করলে ধরা দূরে থাক, এতটা কাছাকাছিও আর পৌঁছতে পারবে না। লাগাম ধরে রোয়ানটাকে আগুনের কাছে নিয়ে এল ও, পড়ে থাকা লগের সঙ্গে জুত করে বাঁধল, শেষে স্যাডলব্যাগ দুটো পরখ করল।

প্রথম ব্যাগে কিছু কার্তুজ, ব্রাশ, চিরুনি এবং অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস পেল। স্যাডল স্ক্যাবার্ডে রাইফেল নেই। দ্বিতীয়টায় পেল—নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না জিম—একটা স্যান্ডউইচ আর প্রমাণ সাইজের এক টুকরো মাংস। কয়েকদিনের বাসি, কিন্তু খেতে সুস্বাদুই লাগল। যতটা সম্ভব ধীরে ধীরে খেল ও।

পেটের জ্বালা মিটতে চারপাশে খানিকটা চক্কর দিল জিম, তুষার নেই এমন একটা জায়গা খুঁজে পেয়ে সেখানে নিয়ে এল ঘোড়াটাকে। গোগ্রাসে ঘাস চিবুতে শুরু করল ওটা, দেখে মায়াই হলো জিমের, বুঝল কয়েকদিন ধরে ঠিকমত দানাপানি জোটেনি ওটার ভাগ্যে।

ইচ্ছে করছে এখনই মাইলস সিটির উদ্দেশে যাত্রা করে, কিন্তু প্রয়োজন নিরস্ত করল ওকে। আগে রোয়ানটাকে ব্যাক-ট্র্যাক করা উচিত, ঘটনাস্থলে গিয়ে জানতে হবে আইজি আর ফিলিপসদের ভাগ্যে কী ঘটেছে। শরীরে রাজ্যের ক্লান্তি থাকলেও উদ্বেগের কারণে ঘুম হলো না, অধীর হয়ে পড়েছে কখন সকাল হবে, কখন যাত্রা করবে।

পরদিন মাঝ-সকালে অ্যাশ অ্যান্ড হেডো ক্রীকের ধারে বনানী ঘেরা ছোট্ট পাহাড়শ্রেণীর কোলে ওদের খুঁজে পেল জিম। একপাশে সঙ্কীর্ণ একটা উপত্যকা রয়েছে, যেখানে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে অ্যাশ অ্যান্ড হেডোর এক শাখা। ট্রেইল থেকে একটু দূরে নীরব নিঃসঙ্গ জায়গা, প্রতিরোধ করার জন্য মন্দ নয়;

কিন্তু মাটির উপর চিহ্ন দেখে জিমের ধারণা হলো আইজিদের চমকের ফায়দা লুটেছে রেভিন বাহিনী, প্রতিরোধ করার সুযোগই পায়নি কেউ।

মাটিতে মরা একটা ঘোড়া পড়ে আছে, আরও দূরে রয়েছে একজন মানুষের লাশ। ক্রুইকশ্যাঙ্ক নামে এক লোক, জিমের অনুমান—ধারে-কাছে তাকে কয়েকবার দেখেছে জিম। বুকে লেগেছে গুলিটা, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে সে।

আর কোন লাশ চোখে পড়ল না। আশান্বিত হয়ে উঠছে জিম। হয়তো কোনভাবে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বেনরা, পৃথিবীতে কত অসম্ভবই তো ঘটে। কিন্তু একটু পর ক্রীকের ধারে উপড়ানো ঝুরঝুরে মাটি দেখে দমে গেল। যন্ত্রপাতি ছাড়াই এখানে মাটি খুঁড়েছে কেউ, নীচে কিছু একটা লুকিয়ে রেখেছে।

ঘোড়া ছুটিয়ে জায়গাটায় চলে এল জিম। লাফিয়ে স্যাডল ছাড়ল, ঘোড়ার লাগাম বাঁধল একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে, নিশ্চিত থাকতে চায় যে ওটা পালিয়ে যাবে না; তারপর ক্রীকের কিনারে চলে এল। বুকের খাঁচার ভিতরে দমাদম লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড।

তিনটা লাশ পড়ে আছে একসঙ্গে, মাটি দিয়ে পুরোপুরি ঢাকতে পারেনি; তারমানে তাড়াহুড়ো করে কাজ সারা হয়েছে, এবং সম্ভবত রাতের অন্ধকার থাকায় খেয়াল করেনি যে লাশের কিছু অংশ বেরিয়ে আছে। আবার এমনও হতে পারে ওরা হয়তো ভেবেছে পরে ফিরে এসে ভালমত মাটি-চাপা দেবে।

অসহায়ভাবে মারা গেছে বেন ফিলিপস। বুকে আর মাথায় দুটো করে গুলি বিঁধেছে। আইজির পায়ে লেগেছে একটা। পা ধরে লাশটা টেনে মাটির নীচ থেকে বের করে আনল জিম, দেখল বুকে আরও দুটো গুলি বিঁধেছে। শার্ট কিছুটা উপরে তুলে দেওয়া, পাঁজরের পাশে পুরানো একটা ক্ষত রয়েছে, যেখান থেকে রক্তক্ষরণ হয়েছিল। তেমন মারাত্মক নয় বলে ওর কাছে চেপে গিয়েছিল নিগ্রো, কিন্তু জিম এখন দেখল পাঁজর বিদীর্ণ করে গেছে

গুলিটা, অন্য গুলির কারণে না-হলেও এতক্ষণে স্রেফ রক্তক্ষরণে মারা পড়ত সে। শার্টের ঝুল দিয়ে ক্ষতে পট্টি লাগিয়েছিল আইজি, বাড়তি একটা বেল্ট দিয়ে কষে বেঁধে রেখেছিল, তবে অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে প্রথম থেকে সংক্রমণ হয়ে গিয়েছিল।

ইচ্ছে করে ক্যারেনের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না জিম, কারণ মেয়েটির মৃত্যু হয়েছে, এটা নিজের কাছে স্বীকার করতে নারাজ ও।

তিনজনের মধ্যে ক্যারেনের লাশটাই দূরে রয়েছে। মেয়েটির দিকে দৃষ্টি দিতে জীবনের সবচেয়ে বড় বিস্ময়টির দেখা পেল জিম বেনবো। পায়ের আঙুলের পিছনে ভাঁজ দেখা যাচ্ছে!

জীবিত অবস্থায় সবার সঙ্গে গর্তে ফেলা হয় মেয়েটাকে, পরে যখন মাটি ফেলা হয়, নিজেকে খানিকটা সরিয়ে নিয়ে গেছে ক্যারেন, যাতে মাটি-চাপা না-পড়ে।

হাঁটু গেড়ে পাশে বসে পড়ল জিম, চিৎ করে দিল ক্যারেনকে; দেখল মুখ খুলে গেছে মেয়েটির, ভিতরে জিভের নড়াচড়া চোখে পড়ল।

সঙ্গে ক্যান্টিন বা কাপ, কোনটাই নেই। ভাঙা একটা রাইফেল তুলে নিল জিম, বাঁট দিয়ে জমাট বাঁধা তুষারের উপর আঘাত করল। ক্যারেনের স্যাডল ব্যাগে বাড়তি পরিষ্কার রুমাল পেয়েছিল, তারই একটা বের করে তাতে ছোট ছোট তুষারকণা তুলে নিল। মিনিট খানেক পর রুমাল মুচড়ে কয়েক ফোঁটা পানি ক্যারেনের মুখে ফেলল জিম।

গায়ের শিপস্কিন কোট খুলে ক্যারেনের গায়ের উপর মেলে দিল ও। কাঁধে লেগেছে গুলিটা, বুকের কাছে ক্যারেনের কাপড় রক্তে সয়লাব হয়ে গেছে। স্রেফ ঠাণ্ডার কারণে বেঁচে গেছে মেয়েটা, রক্তক্ষরণ নিজ থেকে বন্ধ হয়ে গেছে, শর্টি গোরের ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছিল। শরীরের আড়ষ্ট অবস্থান দেখে জিমের কাছে মনে হচ্ছে একটা পাও ভেঙে গেছে ক্যারেনের, আর তীব্র

ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার দশা হয়েছে।

দ্রুত হাতে কিছু ডালপালা যোগাড় করল ও, শুকনো পাতা যোগ করল সঙ্গে। দেয়াশলাই বের করে দেখল মাত্র একটা কাঠি অবশিষ্ট রয়েছে। ধরানোর চেষ্টা করল, কিন্তু কয়েকবার ঘষেও কাজ হলো না, ঘর্ষণের কারণে খসে পড়ল কাঠির স্যাঁতসেঁতে বারুদ।

দ্রুত হাতে ক্যারেনের ট্রাউজারের পকেট হাতড়াল। দেয়াশলাই নেই। আইজির পকেটেও পেল না। এদিকে বেনের শরীরের প্রায় সিংহভাগই মাটি-চাপা পড়ে গেছে, একেবারে কোমর পর্যন্ত। মাটি সরাতে গিয়ে সময় নষ্ট না-করে বরং দৌড়ে ক্রুইকশ্যাঙ্কের কাছে চলে এল জিম।

লোকটার শার্টের পকেটে পুরানো একটা পিতলের কার্তুজ শেল পেল। সঙ্গে কয়েকটা দেয়াশলাই, এক প্যাকেট তামাক আর কাগজও রয়েছে।

প্রথমে কাগজে আগুন ধরাল জিম, তারপর কাঠের স্তূপে। ভাল করে ধরার পর আগুনটাকে ক্যারেনের শরীরের সমান্তরালে বড় করল, বাতাস আগুনের শিখাকে উল্টোদিকে নিয়ে যাচ্ছে। এবার মৃত ঘোড়াটার কাছে চলে এল ও।

বেনের নিজস্ব ঘোড়া এটা। স্যাডলব্যাগে টুকিটাকি জিনিসপত্র রয়েছে, তবে স্লেয ছেড়ে ঘোড়ায় ওঠার সময় ও নিজেই বেশ কিছু জিনিস বাতিল করে দিয়েছিল। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে চা-পাতার ছোট্ট একটা প্যাকেটও রয়েছে।

গর্তের কিনারে পড়ে থাকা মাটি এবং আবর্জনার নীচে একটা কাপ আর জীর্ণ কফিপট খুঁজে পেল জিম। গত কয়েকদিন এটাই ব্যবহার করেছে ওরা। রোগান ব্রেভিনের বাহিনী নিশ্চই তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিল, তাই ঠিকমত গর্তে ফেলেনি জিনিসগুলো। ভেবেছে এখান থেকে যত দ্রুত কেটে পড়তে পারবে, তত নিরাপদ বোধ করবে। তাই গর্ত খুঁড়ে লাশের সঙ্গে ভিতরে ছুঁড়ে

ফেলেছে বিভিন্ন জিনিস–যত দ্রুত সম্ভব মাইলস সিটিতে চলে যেতে চেয়েছে, ওখানে নিজেদের চেহারা দেখানো হয়তো ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

বছরের এ-সময়ে এমন নির্জন ও দুর্গম জায়গায় কোন কিছু আবিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা নেহাত কম। ট্রেইল থেকে বেশ দূরে জায়গাটা, জিমের সন্দেহ গত কয়েক বছরে এখানে কেউ আসেওনি।

যতটা সতর্কতার সঙ্গে সম্ভব, ক্যারেনের ভাঙা পায়ে স্প্লিন্ট লাগাল জিম, ক্রুইকশ্যাঙ্কের ছুরি দিয়ে লাগাম কেটে ফালি ফালি করেছে, তারপর ভাঙা পা-র সঙ্গে বেঁধেছে স্প্লিন্টগুলো। ছুরিটা বেশ ছোট হলেও ধারাল, বোঝা যায় নিয়মিত যত্ন করত লোকটা, সেজন্য কৃতজ্ঞ বোধ করছে জিম।

বেঁকে যাওয়া কফিপটে যখন পানি ফুটতে শুরু করেছে, তখন চোখ মেলে তাকাল ক্যারেন ফিলিপস। মাটি আর রক্ত লেগে আছে ওর চুলে, কাপড় ছিঁড়ে গেছে কয়েক জায়গায়, মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

'চুপ করে শুয়ে থাকো, একদম নোড়ো না,' ক্যারেন মুখ খোলার আগেই নির্দেশ দিল জিম। 'একটা গুলি খেয়েছ তুমি, পা'ও ভেঙেছে।'

'জানি আমি,' ক্ষীণ স্বরে বলল ক্যারেন।

অন্যদের সম্পর্কে কিছুই বলল না মেয়েটি, তাই জিম ধরে নিল বেন বা আইজির পরিণতি সম্পর্কে জানে ক্যারেন; কিন্তু চরম হতাশা নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন এর পিছনে জিমের হাত রয়েছে, তারপরই ওর মনে পড়ল রোগান ব্রেভিনের উন্মত্ত আক্রোশের প্রমাণ বইছে ওর মুখটা।

'কী জানো,' তিক্ত হাসল জিম। 'কখনোই সুদর্শন ছিলাম না আমি। তাই আমার মুখ দেখে বিস্মিত বা হতাশ হবে না কেউ।'

চা পাতার পুরোটাই কফিপটে ঢেলে দিল ও, আগুন থেকে

নামিয়ে একপাশে রেখে দিল যাতে চায়ের নির্যাস পুরোপুরি বের হয়। তারপর কাপটা ধুয়ে আনল ক্রীক থেকে, আগুনের আঁচে গরম করল যাতে গরম হয়ে ওঠে, তা হলে পরিবেশনের পর গরম চায়ের উত্তাপ কমে যাবে না। শেষে কাপে চা ঢেলে বাড়িয়ে ধরল ক্যারেনের উদ্দেশে।

চা খেতে খেতে জিমের গল্প শুনল ক্যারেন–ওর কী হাল করেছে রোগান ব্রেভিন। এমনিতে মরার জন্য ওকে ফেলে এসেছিল আর-বি আউটফিট, পরে ক্যারেনের ঘোড়াটা খুঁজে পায়, আগুনের কারণে আকৃষ্ট হয়েছিল ওটা; শেষে ওদের খোঁজে এখানে এসেছে জিম।

'আমার ধারণা ব্রেভিন আর ওর ক্রুরা ঘুরপথে মাইলস সিটির ওপাশে চলে যাবে, তারপর উত্তর বা পুব দিক থেকে শহরে ঢুকবে। ওরা চায় না কেউ দেখুক যে এদিক থেকে শহরে গেছে, তাই ইচ্ছে করে ব্যাডল্যান্ডের দিকে যাবে। লাশ বা চিহ্ন ঠিকমত গুম করতে পারেনি তখন, কাজটা শেষ করার জন্য প্রথম সুযোগে চলে আসবে এখানে। কিন্তু তার আগে সবাইকে জানতে দেবে যে শহরেই আছে ওরা।

'মাইলস সিটির বেশিরভাগ মানুষ নিরীহ গোছের। এদের কেউ কেউ, যেমন নেড স্টিল, শান্তিবাহিনীর কাজের প্রতি সমর্থন দেবে, যতক্ষণ না তাদের কার্যকলাপ ঠিকঠাক থাকে। কিন্তু যা ঘটেছে, এমন কিছু কেউই আশা করে না বা পছন্দও করে না। আমার ধারণা এই ঘটনা জানতে পারলে ব্রেভিনের উপর খেপে যাবে সবাই, অন্তত আগের মত পাত্তা দেবে না। হয়তো দেখা যাবে সবাই মিলে দেশ-ছাড়া করেছে ওকে...তবে অন্যরা না-করলেও আমি নিজেই দেশ-ছাড়া করব তাকে।'

'উঁহুঁ, জিম, ওই কাজটা করতে যেয়ো না। তুমি ছাড়া আর কিছুই নেই আমার এখন।'

'কিন্তু কাজটা আমার করতেই হবে।'

'না, জিম, প্লীজ। তোমার যদি কিছু হয়ে যায়...'

কী বলছে বোধহয় নিজেও বুঝতে পারছে না ক্যারেন। 'ইংল্যান্ডে এক ভাই আছে তোমার, আছে দারুণ সুন্দর একটা বাড়ি। আসলে তোমার সবকিছুই ওখানে রয়েছে।'

'কিছুই নেই ওখানে, বিশ্বাস করো! বেনের সঙ্গে থাকতে ভাল লাগত আমার। যখন ভারতে ছিল ও, বাড়িতে একটুও ভাল লাগত না। একইসঙ্গে হিংসা হত ওকে, কত আনন্দে না কেটেছে ওর দিন! এখানে যখন এসেছিল প্রথম, শুরু থেকে আমি আসতে চেয়েছিলাম।'

মরা একটা ডাল টেনে নিয়ে এল জিম, ছোট ছোট শাখা ভেঙে আগুনে যোগ করল। 'ত্রিশ মাইল রাইড করার সাহস আছে তোমার?'

'হ্যাঁ।'

কথাটা অবিশ্বাস করছে না জিম।

'আমাদের যদি আগেই দেখে ফেলে, শহরে ঢুকতে দেবে না ওরা,' বলল ও। 'যেভাবে হোক একটা পিস্তল যোগাড় করতে হবে।'

ঝট করে পাশ ফিরল ক্যারেন, কাপটা বাড়িয়ে ধরল জিমের উদ্দেশে। 'আর কারও লাশ নেই?'

জবাবের অপেক্ষায় না-থেকে খেই ধরল মেয়েটি। 'মাইল খানেক পিছনে ক্রীকের বাঁকের কাছে একটা লোককে মেরে ফেলেছিল আইজি। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিল লোকটা, পড়ে যাওয়ার সময় দেখেছি হাত থেকে রাইফেল ফেলে দিচ্ছে। হয়তো রাইফেলটা এখনও পায়নি কেউ।'

প্রায় দুপুর হয়ে গেছে এখন। রোয়ানের পিঠে ডাবল-রাইড করে কোনভাবেই সন্ধ্যার আগে মাইলস সিটিতে পৌঁছতে পারবে না ওরা। সবচেয়ে ভাল হবে যদি সন্ধ্যার পর শহরে ঢোকে, তা হলে কেউ দেখে ফেলার আগেই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে

পারবে ক্যারেনকে। এখন যেটা করা উচিত, **মাইল খানেক ফিরে** গিয়ে রাইফেলটা উদ্ধার করা উচিত।

যাত্রা করার আগে এক কাপ চা খেতে ওকে বাধ্য করল ক্যারেন। চলার পর জিমের মনে হলো তাতে বরং লাভই হয়েছে, বেশ চাঙা বোধ করছে। পুরুষদের জন্য পানীয় হিসাবে চা-কে কখনোই গুরুত্ব দেয়নি জিম, যদিও বেন ওকে বুঝিয়েছিল যে ঠাণ্ডা বা হতাশার সময় চায়ের কোন বিকল্প নেই। এটা আসলে সৈন্য এবং পর্বতারোহীদের আবিষ্কার, বলেছিল বেন।

শরীরের যা দশা, মাইল খানেক রাস্তাও দুরতিক্রম্য আর যোজন দূরত্বে মনে হচ্ছে ওর। গন্তব্যে পৌঁছে তাই নিদারুণ স্বস্তি বোধ করল। পায়ে হেঁটে এসেছে জিম, ক্যারেনের কাছে রোয়ানটাকে রেখে এসেছে। ঘোড়াটা ওদের তুরুপের তাস, জীবন-মৃত্যুর যোগসূত্র, এ-কয়েকদিনে যা ধকল গেছে, অন্তত কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম না-দিলে নির্ঘাত মারা পড়বে ওটা। তাই মাইলস সিটিতে যাত্রা ছাড়া অন্য কোন কাজে ওটাকে খাটানোর ইচ্ছে নেই ওর।

সহজে খুঁজে পেল রাইফেলটা। প্রথমে ট্র্যাক, তারপর ঘোড়াটা যেখানে রাইডারকে ছুঁড়ে ফেলেছিল, সে-জায়গা খুঁজে বের করল। লাশের চারপাশে চক্কর দিতে পেয়ে গেল কাঙ্ক্ষিত জিনিস, অর্ধেকটা তুষারের নীচে চাপা পড়ে গেলেও সবকিছু ঠিকঠাক আছে।

ঘোড়াটা কোথায় গেল? ভাবছে জিম। চারপাশে তাকাল, খোঁজও করল, কিন্তু ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল না।

প্রসন্ন মনে ফিরতি পথ ধরল জিম। স্বস্তি বোধ করছে। লাশের পকেটে ছয় রাউন্ড কার্তুজ পেয়েছে, রাইফেলে ছিল ছয় রাউন্ড। বারোটা গুলি করতে পারলে অনেক হিসাব-নিকাশ উল্টে দিতে পারবে। বিশেষ করে টার্গেটকে যদি রাস্তায় পায়...

ভুল লোককে ল্যাং মেরেছে রোগান ব্লেভিন। ভাড়াটে খুনী

আর মারদাঙ্গা কাউহ্যান্ডদের নিয়ে তিনজন লোক এবং একজন লেডিকে খুন করার চেষ্টা করেছে। সব মিলিয়ে নয়জন ছিল ওরা, চারজন খতম হয়ে গেছে। চারজনের বিনিময়ে ওদের দু'জনকে খুন করেছে।

কিন্তু এই দু'জন ছিল নিপাট ভদ্রলোক এবং ভালমানুষ। আইজি কাস্টার ছিল জিমের পার্টনার। হয়তো সারা জীবনেও আইজির মত আন্তরিক নিঃস্বার্থ আরেকজন বন্ধু খুঁজে পাবে না জিম।

এখন জিমের একমাত্র চাওয়া: যেভাবে হোক ক্যারেন ফিলিপসকে একজন ডাক্তারের হাতে সোপর্দ করা। পরের ইচ্ছেটা রাইফেলের ব্যারেলের উপর দিয়ে রোগান ব্রেভিনের দিকে তাকানো—মাত্র একবার।

ওই একবারই যথেষ্ট।

আঠারো

মাইলস সিটিকে শুধু কাউটাউন বললে ভুল হবে, কারণ শহরের কাছে রয়েছে ফোর্ট কিয়োগ, যেখানে সৈন্য ও চাকুরিজীবী মিলিয়ে হাজার জন লোক বাস করে। শহরের পরিস্থিতি খারাপ হলে সচরাচর সৈন্যদের ডাক পড়ে। যে-কোন সমাজে সৈন্যদের কথার দাম আছে, মাইলস সিটিও তার ব্যতিক্রম নয়। জিম সেই ভরসায় রয়েছে, প্রয়োজনে সৈন্যদের সাহায্য নেবে।

সন্ধ্যার পর যদি শহরে ঢুকতে পারে, ইন্টার-ওসেন হোটেলে নিয়ে যাবে ক্যারেনকে। হোটেলটা ম্যাককুইন হাউজ নামেও পরিচিত। সমস্যা একটাই, হোটেলের অবস্থান শহরের ঠিক মাঝামাঝি। ভাগ্য ভাল হলে হয়তো রোগান ব্রেভিনের ক্রুদের চোখে ধরা পড়ার আগেই হোটেলে পৌঁছে যেতে পারবে।

রাতেই যাত্রা করল ওরা। মাইল দশেক এগোনোর পর ক্যাম্প করল। মৃত ঘোড়ার পিঠে পাওয়া কম্বল নিয়ে এসেছিল জিম, ওর শিপস্কিন কোটটা তো আছেই। ঠাণ্ডায় তেমন সমস্যা হলো না।

সকালে আরও কিছুদূর এগোল ওরা, থেমে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার যাত্রা করল। যতটা সম্ভব নিচু জমি ধরে এগোচ্ছে। পড়ন্ত বিকালে মাইলস সিটির কয়েক মাইলের মধ্যে পৌঁছে গেল।

টাং রীভারের কাছাকাছি ছোট্ট এক ক্রীকের ধারে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করল ওরা। ক্যারেনের রক্তশূন্য মুখ শঙ্কিত করে তুলেছে জিমকে। স্রেফ ভাই হারানোর শোকই ওকে বিষণ্ণ করার জন্য যথেষ্ট।

'ক্যারেন, আর বেশি নয়। শিগগিরই পৌঁছে যাব। ম্যাককুইন হাউজে নিরাপদে থাকবে তুমি। ওখানে তোমার বন্ধুদের পাবে।'

ক্লান্তিতে কোটরে বসে গেছে ক্যারেনের চোখ, কিন্তু চোখাচোখি হতে সেখানে আগুন দেখতে পেল জিম। 'তুমি কী করবে? তোমার কী হবে?'

'বাকি কাজ সারব,' জবাব দিল জিম। 'শেরিফের সঙ্গে দেখা করে বেন আর আইজির ঘটনা খুলে বলব। লাশগুলো নেওয়ার জন্য বোধহয় একটা বাকবোর্ড পাঠাবে শেরিফ।'

'তারপর?'

ক্যারেনকে বোকা বানানো কঠিন, তা ছাড়া জিম মিথ্যে বলতেও তেমন অভ্যস্ত নয়। শ্রাগ করে বলল, 'তারপর যা করার শেরিফই করবে বোধহয়।'

দৃষ্টি সরিয়ে অন্য দিকে তাকাল ও।

ইংল্যান্ড থেকে বেশিদিন হয়নি এসেছে ক্যারেন, সেখানে

আইনের প্রতি অনুগত সবাই, শ্রদ্ধাশীল। এ-ধরনের ঘটনায় আইনই কর্তৃত্ব করে, যা সব জায়গায় হওয়া উচিত। ক্যারেন হয়তো ওর ব্যাখ্যাটা মেনে নেবে, আনমনে ভাবল জিম। তবে বাস্তবে ব্যাপারটা অনেক ভিন্ন। কারণ পশ্চিমে এখনও আইনের শাসন কায়েম হয়নি, কোথাও কোথাও আইন বলতে কিছু নেইও। নিজের দায়িত্ব নিজেকে নিতে হয়। তবে অন্য সবকিছু যাই হোক, রোগান ব্লেভিনের সঙ্গে শোধবোধ মিটিয়ে ফেলতে বদ্ধপরিকর ও। যে-কোন মূল্যে।

শহরের কাছাকাছি পৌঁছতে ট্রেনের হুইসেল শুনতে পেল ওরা। দূরাগত সুরটা শ্রুতিমধুর মনে হচ্ছে, এই শব্দটা সবসময় অতৃপ্ত বাসনা উস্কে দেয় জিমের মনে-যেখানে কখনও যায়নি, চোখ ভরে দেখেনি, সেইসব জায়গায় চলে যেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছেটা তীব্র।

হুইসেলটা শুনে দূর প্রকৃতির প্রতি অদম্য আকর্ষণ বোধ করল জিম, কিন্তু নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল। আগের কাজ আগে সারা উচিত। আগে পরিচিতদের মধ্যে ক্যারেনকে পৌঁছে দিতে হবে, তা হলে মেয়েটির নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, তারপর যা করা উচিত করতে পারবে ও; সবশেষে একটা বক্সকারে চেপে এখান থেকে চলে যেতে পারবে।

বেশ রাতে ম্যাককুইন হাউজের সামনে থামল ওরা। স্যাডল ছেড়ে নেমে ক্যারেনকে নামতে সাহায্য করল জিম।

ভিতরে প্রথমে ভার্না এলউইনকে দেখতে পেল জিম। মুশেলশেল ভ্রমণে আসা এক ইংরেজের স্ত্রী মহিলা, ক্যারেনের বান্ধবী ছিল একসময়। নিশ্চিন্তে মহিলার হাতে ক্যারেনকে ছেড়ে দিল জিম। কয়েক পা এগিয়ে দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়াল ক্যারেন, ওর দিকে ফিরল।

'জিম...কাল দেখা করতে এসো। কাল সকালে।'

'নিশ্চই। অবশ্যই আসব আমি।'

জিমের অবচেতন মনের ধারণা ক্যারেনের সঙ্গে এটাই ওর শেষ দেখা। ক্যারেন ফিলিপস ওর ধরাছোঁয়ার বাইরের এক মেয়ে, যে-পরিস্থিতিতে একসঙ্গে কয়েকটা দিন ছিল ওরা, এমন অবস্থায় অস্বাভাবিক বা উদ্ভট অনেক কথাই বলতে পারে ক্যারেন, কিংবা বিশ্বাসও করতে পারে। কিন্তু কয়েকটা দিন বিশ্রাম পেলে, আর যাই হোক অন্তত ওর সঙ্গে দেখা করতে চাইবে না। জিম বেনবো একজন ব্যর্থ মানুষ। সম্পত্তি দূরে থাক, নিজস্ব একটা ঘোড়াও নেই ওর।

একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চড়ল জিম, তারপর স্টেবলে চলে এল। হসল্যারের দায়িত্বে ঘোড়াটাকে রেখে রাইফেল হাতে বেরিয়ে এল, পোর্চে দাঁড়িয়ে রাস্তার দু'ধারে দৃষ্টি চালাল।

মাইলস সিটির মূল রাস্তা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। চওড়া রাস্তার দু'পাশে ফলসফ্রন্টের দালান, কিছু কিছু দালানের বাইরে মূল লগের কোনা বেরিয়ে আছে। আলোকিত রাস্তায় চলাফেরা করছে লোকজন।

হ্যাটের ব্রিম টেনে নামিয়ে দিল ও, রাস্তা ধরে এগোল। বগলের খাঁজে রেখেছে রাইফেলটা। সরাসরি জিপি কলিন্সের সেলুনে ঢুকে পড়ল।

দরজা ঠেলে ভিতরে দৃষ্টি রাখতে প্রথম যে-লোকটাকে দেখতে পেল সে হচ্ছে রোগান ব্লেভিন।

জিমকে দেখে একেবারে জায়গায় জমে গেল আর-বি মালিক, মুখ দেখে মনে হলো যেন গুলি খেয়েছে। তবে সামলে নিতে একটুও সময় নিল না সে, সেজন্য তাকে বাহবা দিতেই হবে। জিমের চেয়ে যে ঢের সেয়ানা হাতে-নাতে প্রমাণ করে দিল ব্লেভিন।

'শেরিফ!' বারে দাঁড়িয়ে থাকা এক লোককে জরুরি কণ্ঠে

ডাকল সে। 'জলদি এই লোকটাকে গ্রেফতার করো! কালা দোস্তকে নিয়ে ফিলিপসদের খুন করেছে ও। শুধু জোড়া খুনই নয়, বাধা দিতে গিয়ে আমার চারজন লোকও খুন হয়েছে ওদের হাতে!'

এমন কিছু ঘুণাক্ষরেও আশা করেনি জিম, একেবারে বেকুব বনে গেল। বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ও, মাথা কাজ করছে না। রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে যাচ্ছে, চেঁচিয়ে বলল: 'ডাহা মিথ্যে বলছ তুমি, নিজেও জানো যে ওই জঘন্য কাজ আমরা করিনি! বরং তুমিই...'

'ধরো ওকে, শেরিফ, নিরীহ কেউ খুন হয়ে যাওয়ার আগেই গ্রেফতার করো!'

বার ছেড়ে কয়েক পা এগিয়ে এল শেরিফ। 'রাইফেলটা দিয়ে দাও আমাকে, প্রন্তো। অযথা মাথা গরম কোরো না। জলদি দাও!'

'শেরিফ, ব্রেভিন মিছে কথা বলেছে! রাসলিঙের অজুহাতে ফিলিপসদের খুন করেছে ও, সঙ্গে ওর হ্যান্ডরাও ছিল। আমার পার্টনার আইজি কাস্টারকেও খুন করেছে ওরা, এমনকী...'

'রাইফেলটা আমার হাতে দেবে?' অধৈর্য সুরে জানতে চাইল শেরিফ। 'আগে দাও ওটা, তারপর এ-নিয়ে কথা বলব আমরা।'

কামরায় অনেক মানুষ রয়েছে যাদের বন্ধু মনে করে জিম, তবে দরজার কাছে দু'জন আর-বি কাউহ্যান্ড রয়েছে, দু'জনের হাত পিস্তলের কাছে চলে গেছে। গোলাগুলি হলে নিরীহ মানুষ মারা পড়বে। তীব্র জেদ চেপে রাখল জিম, শ্রাগ করে রাইফেলটা বাড়িয়ে ধরল শেরিফের উদ্দেশে।

*

জেল হাউসের বাঙ্কে যখন শুয়ে পড়ল জিম, সবকিছু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবার বা উদ্বিগ্ন হওয়ার সুযোগ পেল না, বরং শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল। সত্যি কথা হচ্ছে, আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মধ্যে হেঁটে জেল হাউসে পৌঁছেছে ও। সবকিছু

ওর নিয়ন্ত্রণের বাইরে, এবং পরিস্থিতি এমন যে নিজের অজান্তে হাল ছেড়ে দিয়েছে। আপাতত। ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, খালি পায়ে মাইলের পর মাইল দুর্গম পথ হেঁটেছে, ক্ষুৎপিপাসা গ্রাহ্য করেনি, ক্লান্ত শরীরে রাইড করার সময় মনে হয়েছে পথচলা যেন শেষ হবে না; বাঙ্কে যখন শুয়ে পড়েছে, বুট খোলার সময়ও পায়নি।

কে যেন কাঁধ ঝাঁকিয়ে জাগাচ্ছে ওকে, টের পেল জিম। কর্কশ একটা কণ্ঠ এল কানে: 'আজীবন ঘুমাবে নাকি? তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে একজন।'

বাঙ্কে উঠে বসল জিম, ঘুম জড়ানো চোখে পিটপিট করে তাকাল। দিন এখন, সম্ভবত দুপুর বা বিকাল হব হব করছে। বারের ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে চিনতে পারল। জো গ্যানন।

'জিম,' বলল সে। 'লোকে যাই বলুক, ওদের কথা একটুও বিশ্বাস করি না আমি। আমার মনে হয় না তোমার পক্ষে কাউকে খুন করা সম্ভব।'

গ্যাননকে ছাড়িয়ে গেল জিমের দৃষ্টি, দরজা-পথে বাইরের অফিসরুমে শেরিফকে দেখতে পেল। ডেস্কের ওপাশে দাঁড়ানো বিলি জোয়েল আর অন্য এক লোকের সঙ্গে কথা বলছে। পলকের জন্য এদিকে তাকাল তারা, যখন দেখল জিমও দেখছে তাদের, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

'শুনলাম তুমি নাকি বেন ফিলিপস আর ওর বোনকে খুন করেছ, একেবারে ঠাণ্ডা মাথায়?' জানতে চাইল জো গ্যানন।

'ডাহা মিথ্যে! নিজের দোষ আমার ঘাড়ে চাপাতে চাইছে ব্রেভিন।'

এমনিতে স্বল্পভাষী মানুষ গ্যানন। তার মুখে এবার গল্পটা শুনল জিম। শহরে এসে খবর চাউর করে দিয়েছে রোগান ব্রেভিন: বিলি জোয়েল কাজ থেকে ছাঁটাই করে দেওয়ার পর মাথা

খারাপ হয়ে গিয়েছিল জিমের। রাগে দিশেহারা হয়ে পড়ে ও, ঠাণ্ডা মাথায় অ্যাম্বুশ করে খুন করেছে ফিলিপসদের। ওকে সাহায্য করেছে আইজি কাস্টার।

আইজির ব্যাপারে প্রায় কেউই জানত না। এদিকে অযথা মারপিট করার বদনাম আছে জিমের, যদিও কাউহ্যান্ড হিসাবে অন্য যে-কারও চেয়ে ঢের পরিশ্রমী ও। বিপদে পড়লে যা হয়, অতীতের ঘটনা চলে এসেছে যেখানে জিমের ভূমিকা মোটেই সন্তোষজনক ছিল না, অথচ ভাল কাজগুলো দিব্যি ভুলে গেছে সবাই। সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে: এমন একজন মানুষ, এবং একমাত্র, ওর পাশে দাঁড়িয়েছে যার সঙ্গে সামান্য কারণে দু'বার মারপিট করেছে জিম।

ক্যারেন ফিলিপসের কথা কেউ বলছে না।

জিম এমন বেকুব নয় যে গোপন খবর ফাঁস করে দেবে। জানে যে ওর গ্রেফতারের খবর জানতে পারলে ছুটে আসবে মেয়েটা। দারুণ ক্লান্ত ছিল ক্যারেন, সম্ভবত এখনও ঘুমাচ্ছে, খবর দিয়ে ওকে জাগানোর কোন মানে হয় না। বরং শান্তিতে ঘুমাক মেয়েটা। গরাদের ভিতর আরও কয়েক ঘণ্টা কাটালে এমন কোন ক্ষতি হবে না ওর। তা ছাড়া, ঘুমের জায়গা হিসাবে জেল হাউস আদর্শ, খাবার নিয়েও চিন্তা করা লাগে না। রোগান ব্রেভিনেরও তাড়াহুড়ো আছে বলে মনে হয়নি, বুঝতে পারছে সত্যি সত্যি গ্যাঁড়াকলে ফেলে দিয়েছে জিমকে।

'সত্যিকার বিপদে পড়ে গেছ, জিম,' পরামর্শ দিল গ্যানন। 'তুমি বরং ভাল একজন উকিলের ব্যবস্থা করো।'

'টাকা পাব কোথেকে?'

'ইয়ে, আমরা কয়েকজন মিলে হয়তো...'

'এ-নিয়ে অযথা মাথা ঘামিয়ো না। যতটা ভাবছ ততটা দুশ্চিন্তা নেই আমার। জঘন্য কাজটা ব্রেভিনই করেছে, ওর উচিত সাজা...'

'তাতে কোন লাভ হবে না তোমার,' জিমকে বাধা দিল গ্যানন। 'উঁহুঁ, ওকে আটকাতে পারবে না।' ডানে-বামে চকিত দৃষ্টি চালাল সে। 'এখান থেকে বেরোতে চাও নাকি? বলে ফেলো তা হলে। ছেলেরা সাহায্য করার জন্য মুখিয়ে আছে।'

'বাদ দাও।'

'আমার আর কিছু করার আছে?'

'হ্যাঁ...একটা কাজ করতে পারো। পিট ফার্গোর দেখা পেলে বোলো ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি।'

জো গ্যানন চলে যেতে বাঙ্কে ফিরে এল জিম, ঘুমানোর চেষ্টা করল, কিন্তু ঘুম আসছে না। শেরিফ আর অন্যরা যেভাবে ওকে পিঠ দেখাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে সত্যি মহা বিপদে পড়ে গেছে। হঠাৎ তিক্ত উপলব্ধি হলো জিমের। আরে, সবকিছুই বিশ্বাস করেছে ওরা, রোগান ব্রেভিনের বলা প্রতিটি কথা হজম করেছে! বাইবেলের বাণীর মত বিশ্বাস করেছে ওর হাতে খুন হয়েছে ফিলিপসরা...

কিন্তু ক্যারেন বেঁচে আছে এখনও!

খবরটা তা হলে জানে না কেউ? নিশ্চই জানে না, নইলে ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলত না। আরও একটা ব্যাপার, ক্যারেনের বেঁচে থাকার খবর রোগান ব্রেভিনও জানে না।

জানতে পারলে কী করবে সে? প্রশ্নটার উত্তর খুবই সহজ। ক্যারেনের মুখ বন্ধ করে দেবে। যেভাবেই হোক খুন করে ফেলবে।

কিন্তু এতক্ষণেও কেন মুখ খোলেনি ক্যারেন, সবাইকে বলেনি কেন যে রোগান ব্রেভিনের সব কথাই ডাহা মিথ্যে?

গ্যাননের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপের কথাগুলো মনে করল জিম, বিশ্লেষণ করার পর উপলব্ধি করল জো গ্যানন ওকে বিশ্বাস করেছে বটে, কিন্তু একইসঙ্গে ওর ব্যাপারে উদ্বিগ্নও হয়ে পড়েছে—ধরে নিয়েছে এই অভিযোগ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে

পারবে না জিম, নইলে জেল ভেঙে পালাতে সাহায্য করার প্রস্তাব দিত না।

এই প্রথম, কিছুটা হলেও শঙ্কা বোধ করল জিম।

ক্যারেনের সঙ্গে যদি দেখা হত! ফাঁসিতে ঝুলার ইচ্ছে নেই জিমের, অন্তত মিথ্যে অভিযোগের দায়ে এবং রোগান ব্লেভিনকে অট্টহাসি দেওয়ার সুযোগ দিয়ে!

ওর সঙ্গে দেখা করতে সারাদিনে আর কেউই এল না।

জেলর লোকটা ওর পরিচিত। বহুবার ড্রিঙ্ক খাইয়েছে এই লোককে, গল্প করেছে। খাবার দিয়ে যায় সে, কিন্তু একটা কথাও বলে না। জিমের প্রতি বিতৃষ্ণা বা অসন্তোষ প্রকাশ করতে দ্বিধা করছে না। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে সারা শহরে একজন বন্ধুও নেই ওর।

পরের কয়েকদিন অনেক কথা কানে এল ওর। হাজারটা গল্প চালু হয়ে গেছে। কেউ কেউ অভিযোগ করছে প্রথম থেকে বিলি জোয়েলের গরু চুরি করত জিম, ব্লেভিনের গরুও সাবাড় করত মাঝে মধ্যে; সবসময়ই ঝামেলার ফিকির করত, অথচ কাজের বেলায় ছিল চূড়ান্ত ফাঁকিবাজি।

আরও একদিন দেখা করতে এল জো গ্যানন। জানাল উকিল ঠিক করার চেষ্টা করেছিল ওরা, কিন্তু কেউই জিমের পক্ষে লড়তে রাজি হয়নি।

'তুমি বরং ম্যাককুইন হাউজে যাও। ক্যারেন ফিলিপসের সঙ্গে দেখা করে ওকে আমার কথা বোলো।'

গ্যানন এমনভাবে তাকাল যেন পাগল হয়ে গেছে জিম। 'কী আবোলতাবোল বকছ! ক্যারেন ফিলিপস তো সেই কবে মারা গেছে!'

'উঁহু, মারা যায়নি ও, বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। সে-রাতে আমার সঙ্গে শহরে এসেছিল ও। ভার্না এলউইনের দায়িত্বে ম্যাককুইন হাউজে আমি নিজে রেখে এসেছি ওকে।'

সন্দিহান চোখে ওকে দেখল গ্যানন। তবে সন্দেহ ক্যারেন ফিলিপসকে নিয়ে নয়, বুঝতে পারছে জিম, বরং ওর মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে সন্দিহান সে।

'বেশ, যাব না-হয়,' অনিচ্ছার সুরে বলল গ্যানন, দেখে মনে হচ্ছে নিজেও নিশ্চিত নয় আদৌ কাজটা করবে কি-না। 'পিট ফার্গো শহরে নেই। কয়েকদিন আগে ডেপুটি ইউএস মার্শাল হিসাবে নিয়োগ পেয়েছে ও, ওয়াইওমিং সীমান্তের কাছে গরুচুরির কেসে তদন্তে গেছে।

'নতুন এক আউটফিটের উদয় হয়েছে। হঠাৎ কোত্থেকে এসে বিলি জোয়েলের বেশিরভাগ গরু নিয়ে কেটে পড়েছে ওরা, সঙ্গে ব্লেভিনের কিছু গরুও নিয়েছে। ব্যাডল্যান্ড একেবারে খালি করে ফেলেছে, দশ মাইল গেলেও একটা গরুর দেখা পাবে না।'

শেষ কথাটা একটু বাড়িয়ে বলা, তবে নিশ্চই যথেষ্ট গরু সরিয়ে নিয়ে গেছে রহস্যময় রাসলাররা, নইলে এ-নিয়ে এত কথা হত না।

পরদিন সকালে আবার জিমের সঙ্গে দেখা করতে এল জো গ্যানন। মুখ থমথমে দেখাচ্ছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জিমকে দেখল সে-যেন ওর মুখে দুর্বোধ্য কিছু একটা লেখা আছে।

হয়তো প্রমাণ খুঁজছে। জিমের মস্তিষ্ক বিকৃতির প্রমাণ।

'ম্যাককুইন হাউজে নেই ও। কেউ দেখেওনি।'

গরাদ খামচে ধরে দাঁড়িয়ে থাকল জিম। পায়ের নীচে মাটি সরে গেছে যেন, এমনই অনুভূতি হচ্ছে ওর। 'জো, নিকুচি করি তোমার! ওরা আমাকে গাড্ডায় ফেলে দিয়েছে! ক্যারেনকে যদি খুঁজে না-পাও তুমি, আর ও যদি আমাকে গ্যাড়াকল থেকে মুক্ত করতে আগ বাড়িয়ে না-আসে, কয়েকদিন পর ব্লেভিন নিজে আমার গলায় ফাঁস পরাবে।'

অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল গ্যানন, আচরণে বোঝা যাচ্ছে এখন আর জিমকে এতটুকু বিশ্বাস করছে না সে।

'কাজ আছে আমার,' বলল সে। 'এক ফ্রেইট আউটফিটের সঙ্গে চেয়ানি চলে যাচ্ছি।'

ঝুলে পড়ল জিমের কাঁধ। 'বেশ যাও, গুড লাক। ধন্যবাদ, জো। অনেক ধন্যবাদ। মনে হচ্ছে তুমি ছাড়া আর কোন বন্ধুই এখন নেই আমার।'

কিছুটা যেন নরম হলো গ্যানন। 'উঁহুঁ, শুধু আমি নই। জিপি কলিন্স আছে তোমার পক্ষে। ব্লেভিনের কথা এখনও বিশ্বাস করেনি ও। সত্যি কথা হচ্ছে, তর্ক করতে গিয়ে আরেকটু হলে ব্লেভিনের এক লোকের বিরুদ্ধে ড্র করে ফেলেছিল ও।'

দরজার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল গ্যানন, ক্ষণিকের জন্য থামল। 'একটা ব্যাপারে ঠিকই বলেছ তুমি,' মন্তব্য করল সে। 'সে-রাতে হোটেলে ছিল মিসেস এলউইন। কিন্তু রাতেই নিজের র‍্যাঞ্চে চলে গেছে মহিলা।'

কিছুটা হলেও ভরসা পেল জিম। তা হলে ওকে অগ্রাহ্য করেনি ক্যারেন ফিলিপস। মিসেস এলউইনের র‍্যাঞ্চে থাকায় এখানে কী ঘটছে জানার সুযোগ হয়নি ক্যারেনের, এ-ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেল জিম। ভার্না এলউইন চমৎকার মহিলা, তবে কিছুটা জাঁদরেল এবং কর্তৃত্বপরায়ণ; ক্যারেন নিশ্চই তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোথাও বেরোবে না বা তর্ক করবে না। ক্যারেনের বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে নির্ঘাত কাউকে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে দিচ্ছে না মিসেস এলউইন, এমনকী শহরের কোন খবরও জানাচ্ছে না। পূর্ণ বিশ্রাম দিচ্ছে ক্যারেনকে। এলউইনদের সম্পর্কে যা শুনেছে জিম—ভালমানুষ হলেও কিছুটা সেকেলে। লোকজনের যাতায়াত কম ওদের র‍্যাঞ্চে, এমনও হতে পারে শহরের খবর হয়তো জানেই না কেউ।

ভয় পাচ্ছে না বললে মিথ্যে বলা হবে। বাইরে ঘোরাফেরা করছে আসল অপরাধী রোগান ব্লেভিন, নিজস্ব প্রভাব খাটিয়ে আর একের পর এক মিথ্যে বলে ওর ফাঁসি নিশ্চিত করতে চাইছে।

চতুর্থ দিন সকালে ফোর্ট কিয়োগ থেকে আসা ডাক্তার ফিনার্টিকে নিয়ে ওর সেলে ঢুকল জেলর। ডাক্তারকে আগেও শহরে দেখেছে জিম, তবে কখনও পরিচয় হয়নি। স্থানীয় ডাক্তার বোধহয় শহরে নেই, তাই ফোর্টের ডাক্তারকে ওর শারীরিক পরীক্ষা চালানোর জন্য নিয়ে এসেছে।

নাকি স্বেচ্ছায় এসেছে ডাক্তার? সঠিক বলা মুশকিল।

জিমের মুখের ক্ষতগুলো খুঁটিয়ে দেখল সে। কয়েক স্তরে কালশিটে দাগ পড়েছে, এখনও ফুলে আছে। 'কয়েকটা দাগ আজীবন থেকে যাবে,' জানাল ডাক্তার।

'লোকজনের কথা শুনে মনে হচ্ছে ওগুলো আমার মুখে বেশিদিন স্থায়ী হবে না।'

'কাজটা তো তুমি করেছ, তাই না? পাপ বাপকেও ছাড়ে না।'

'মাথা খারাপ!'

ডাক্তারের নির্দেশে শার্ট খুলল জিম।

একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকল ডাক্তার, প্রায় সবই জেনে নিল জিমের কাছ থেকে—কীভাবে কী ঘটেছে। নীরবে শুনে গেল সে, কোন মন্তব্য করল না; মাঝে মধ্যে জিমের পাঁজরে টোকা দিচ্ছে। শেষে বিক্ষত হাতে কিছু ঔষধ লাগাল।

'লাশগুলো আনা হয়েছে?' জানতে চাইল জিম। 'নেকড়ের খাবার হওয়ার জন্য ওর ভাইকে ওভাবে ফেলে রাখা হয়েছে জানতে পারলে নিশ্চই খুব মন খারাপ করবে ক্যারেন।'

'নেকড়ে ওদের ছোঁয়নি, বেনবো,' বলল ডাক্তার ফিনার্টি। 'লাশগুলো আনার পর আমি নিজে পরীক্ষা করেছি।'

'তোমাকে ওখানে নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারলে ভাল হত,' বলল জিম। 'কোন সুযোগই পায়নি বেন, শূটিং গ্যালারির টার্গেটের মত অসহায়ভাবে মারা গেছে। মরার আগে স্লেয়ে কষ্টকর রাইড করতে হয়েছে ওকে, পরে অবশ্য ঘোড়ায় চড়েছে, তবে কীভাবে যে স্যাডলে টিকে ছিল সেটা কেবল খোদা জানে।

অথচ তাজ্জব ব্যাপার, এত কিছুর পরও অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল ওর। খুন না-হলে এখন নিশ্চই সুস্থ হয়ে যেত ও।'

কিছু বলল না ডাক্তার, ঠোঁটে একটা সিগার ঝুলিয়ে ডাক্তারী ব্যাগ বন্ধ করল। তারপর বলল, 'স্লেযের কথা কেবল তোমার কাছে শুনলাম। বেন ফিলিপস তা হলে আহত ছিল?'

'নিজস্ব শান্তি বাহিনী নিয়ে ওর উপর চড়াও হয়েছিল রোগান ব্লেভিন। ওর কাছে বেন ছিল নেহাত তুচ্ছ একজন নেস্টর, আর যে-কোন নেস্টরকে রাসলার মনে করে সে। বেনের অতীত সম্পর্কে কিছুই জানে না ব্লেভিন, পরোয়াও করে না।

'বেনের কাছেই শুনেছি নিরস্ত্র অবস্থায় ওকে নিজে গুলি করেছে ব্লেভিন, পালিয়ে আসতে না-পারলে নির্ঘাত ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিত ওকে। গোপন এক জায়গায় লুকিয়ে পড়ে ওরা। আহত বেনকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিল ক্যারেন, এদিকে ওদের কেবিন পুড়িয়ে দিয়েছে ব্লেভিনের ক্রুরা। পরে আমি ওদের সাহায্য করেছি। বেনের পক্ষে রাইড করা সম্ভব ছিল না বলে একটা স্লেয তৈরি করেছিলাম।'

'স্লেযটার কী হলো?'

কুক মাউন্টেনের পাসে অ্যাম্বুশের ঘটনা জানাল জিম, জানাল কেন স্লেযটা বাতিল করে দিয়েছিল।

'তুমি কি জানো যে জর্জ গ্রের খুনের দায়ও তোমার ঘাড়ে চাপছে?'

এতে কোন অস্বাভাবিকতা দেখতে পাচ্ছে না জিম, বরং এটাই যেন স্বাভাবিক। সব অভিযোগ বা বদনামই তো রয়েছে ওর বিরুদ্ধে। ওকে ঝুলিয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যাবে।

'গ্রের মৃত্যুর জন্যও কি ব্লেভিন দায়ী?' জানতে চাইল ডাক্তার। ধূসর চোখে ইস্পাতদৃঢ় চাহনি, খুঁটিয়ে দেখছে জিমকে, সিগার কামড়ে ধরে জবাবের অপেক্ষায় থাকল।

'আসলে আমি নিজেও সঠিক জানি না,' চামড়ার নাল লাগানো

ঘোড়ার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল জিম। বেন ফিলিপসের কেবিনের ধারে একই ঘোড়ার ট্র্যাক আবিষ্কার করার কথাও বাদ দিল না। 'একবার মনে হয়েছিল ঘোড়াটার মালিক বোধহয় উদ্ভট ওই মহিলা, কিন্তু দেখা হওয়ার পর ওর ঘোড়ার ছাপ দেখেছি—চামড়ার নাল লাগানো ছিল না, যদিও ঘোড়াটার পা বেশ ছোট ছোট ছিল।'

'উদ্ভট মহিলাটা আবার কে?'

বিশালদেহী ওই মহিলার সঙ্গে দেখা হওয়ার ঘটনা খুলে বলতে হলো, ক্যারেনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর বীনের পাত্র ফেলে দেওয়ার ঘটনাও বাদ দিল না।

'মহিলা দেখতে কেমন ছিল?'

'গায়েগতরে বেশ বড়, যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। চেহারায় বোকাটে ভাব। পুরুষদের মোটা সুতি কাপড় পরনে ছিল, এবং মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না, নিজের চেয়ে কয়েক সাইজের বড় কাপড় পরেছিল। স্বীকার করছি আশপাশে ঘুরঘুর করে কিছুটা হলেও দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল আমাকে।'

'বেনবো, প্রথম কবে এই এলাকায় এসেছ তুমি?'

'যদ্দূর মনে পড়ছে চুয়াত্তরের দিকে, তবে সেবার বেশিদিন ছিলাম না। উনআশিতে এসেছিলাম আবার, তারপর আরও কয়েকবার এসেছি। প্রতিবারই আশপাশের কোন না কোন বাথানে কাজ করেছি।'

'ক্লাইড ওরাম যখন ছিল, তখন নিশ্চই আসোনি?'

'দূর! যা শুনেছি, ওরাম যখন এখানে ছিল, তখন মাইলস সিটিরও জন্ম হয়নি।'

পকেট থেকে একটা সিগার বের করে জিমকে অফার করল ডাক্তার। 'ক্লাইডদের কয়েকজন কিন্তু এদিকেই থাকত। পশ্চিমে ভার্জিনিয়া সিটির কাছাকাছি এলাকায় কিছুদিন ছিলাম আমি। ওরামদের চিনতাম।'

'তাই?'

'কমবয়সী এক বোন ছিল ক্লাইডের, বয়সে ওর চেয়ে ঢের ছোট। মজার ব্যাপার হচ্ছে ভাইয়ের মতই বুনো স্বভাবের ছিল ও, এমনও শোনা যায় লুট বা ডাকাতি করতেও দ্বিধা করত না মেয়েটা। আমার ধারণা মেয়েটা মানসিক ভাবে পুরোপুরি সুস্থ নয়।'

'আমি যা শুনেছি, ক্লাইড নিজেও স্বাভাবিক মানুষ ছিল না।'

'কী বলতে চাইছি, বুঝতে পারছ, বেনবো? ওই উদ্ভট মহিলা যদি রোডি ওরাম হয়ে থাকে, জর্জ গ্রেকে খুন করার যথেষ্ট কারণ ছিল ওর। ক্লাইডকে পাকড়াও করেছিল যে পাসি, তার সদস্য ছিল জর্জ। কোর্টে ক্লাইডের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যও দিয়েছিল জর্জ।'

'শর্টি গোরের ব্যাপারটা তা হলে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?'

শ্রাগ করল ডাক্তার। 'তা জানি না, কিন্তু একটা কারণ থাকতেই পারে।'

'ডক, তুমি কি এলডউইনদের একটা খবর দিতে পারবে? যে যাই বলুক, কিন্তু এটা সত্যি যে ক্যারেন ফিলিপস এখনও বেঁচে আছে। তোমাকে যে ঘটনা বললাম, ক্যারেনকে বোধহয় বেনের মেয়েমানুষ মনে করেছিল রোডি ওরাম। আর আমার ধারণা বেনের সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক ছিল।'

'তাতে কী?'

'ক্যারেনকে খুন করার চেষ্টা করতে পারে রোডি ওরাম। সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হচ্ছে, যারা ওর হাতে খুন হয়েছে কেউই ওকে সন্দেহ করেনি।'

ডাক্তার ফেনার্টি চলে যাওয়ার পর লম্বা হয়ে বাঙ্কে শুয়ে পড়ল জিম, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সিলিঙের দিকে। হয়তো ওর সাহায্যে আসবে এমন কিছু বলেনি ডাক্তার, তারপরও খানিকটা স্বস্তি বোধ করছে জিম। উৎসাহ পাচ্ছে। এখন দরকার এখান থেকে বের হওয়া।

সিগার নিভিয়ে জানালার সিলে তুলে রাখল জিম, পরে খাবে।

হাতের অবস্থার বেশ উন্নতি হয়েছে। ডাক্তার নির্দেশ দিয়ে গেছে দিনে অন্তত দু'বার গরম পানি আর এপসন লবণ দিয়ে ধুতে হবে ক্ষতটা। জেলরকেও বলে গেছে, নিজের কানে শুনেছে জিম।

উনিশ

ডাক্তার ফিনার্টি চলে যাওয়ার এক ঘণ্টা পর এক কাপ কফি নিয়ে এল জেলর লোকটা, গরাদের ফাঁক দিয়ে ঠেলে দিল জিমের উদ্দেশে।

'ডাক্তারের ধারণা ভালমত ফেঁসে গেছ তুমি,' মন্তব্য করল সে।

শ্রাগ করল জিম, কিছু বলল না।

অন্ধকার হওয়ার পর জানালার কাছে চলে গেল ও, জানালার সিল থেকে সিগারটা তুলে নিল। বুক ভরে ধূমপান করল কিছুক্ষণ, তারপর দেয়ালের সঙ্গে ঠেসে নিভিয়ে ফেলল ওটা। শেষে বাঙ্কে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়ল।

মাঝরাতে হঠাৎ জেগে গেল জিম, আচমকা হৈচৈ শুনে ঘুম ভেঙে গেছে। পাশের সেলের দরজা খুলে গেল, ঠেলে এক লোককে ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। দরজা আটকে বাইরে চলে গেল জেলর।

মিনিট কয়েকের নীরবতা। জিম পাশ ফিরতে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করল বাঙ্কটা।

'কে ওখানে?' জানতে চাইল পাশের সেলের বন্দি।

'আমি। বেনবো। তোমাকে কী কারণে ধরে আনল?'

'রাসলিং। তল্লাটের সমস্ত গরু সাবাড় করে দিয়েছিলাম, ভাবছিলাম পার পেয়ে যাব, আর তখনই পিট ফার্গো হাজির হয়ে গেল। তবে চুরির মাল উদ্ধার করতে পারেনি। অনেক আগেই কাউন্টির বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি। ট্রায়াল শেষে যখন জেল থেকে বেরোব, দারুণ একটা পুরস্কার পাব।'

কণ্ঠটা জিমের চেনা, বাগাড়ম্বরের ধরনটাও পরিচিত। লোকটা ভ্যান ফেনট্রেস। সে যে রাসলিঙের সঙ্গে জড়িত, আগেই অনুমান করা উচিত ছিল। পুরো কাউন্টিতে এত বড় রাসলিঙের ঘটনা আর ঘটেনি, এবং এ-ধরনের দাঁও মারার স্বপ্নই দেখত ফেনট্রেস।

'পার পাবে?' জানতে চাইল জিম।

হেসে উঠল সে। 'না-পাওয়ার কী আছে? আসলে কিছুই জানো না তুমি, প্রন্তো, বোকার স্বর্গে বাস করছ! টাকা পেলে যে-কোন জজকে কিনে ফেলা সম্ভব, এই কাউন্টিতে এমন ঘটনা বহুবার ঘটেছে। বিশ্বাস করো, একটুও মিছে বলিনি। আমার কেসটা যদি ট্রায়াল পর্যন্ত গড়ায়, নির্ঘাত ছাড়া পেয়ে যাব। ডাকসাইটে এক লইয়ার ভাড়া করব, সে প্রমাণ করে ছাড়বে যে পুরো ব্যাপারটা আসলে একটা ভুল।'

'এখনও দেখছি গলাবাজি বন্ধ হয়নি তোমার।'

'কিন্তু তোমার চেয়ে ঢের ভাল অবস্থায় আছি আমি,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল ফেনট্রেস। 'অন্তত এক দিক দিয়ে, কিছু একটা করেছি বলে এখানে আমাকে এনেছে ওরা।'

তর্ক করা অর্থহীন মনে হলো জিমের কাছে। অস্বীকার করার উপায় নেই ঠিকই বলেছে সে। কিছু না-করেই গরাদের ভিতর আটকা পড়েছে ও।

দেয়ালের দিকে ফিরে ঘুমানোর চেষ্টা করল জিম। প্রায় ঘণ্টা খানেক পেরিয়ে গেল, কিন্তু দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না। আকাশ-পাতাল ভাবছে শুধু।

'সুযোগ পেলেই পালাব,' হঠাৎ বলল ফেনট্রেস। 'আমার সঙ্গে যাবে নাকি?'

'না।'

'তা হলে গোল্লায় যাও তুমি!'

ফেনট্রেসের সঙ্গে কথাবার্তা এখানেই শেষ হয়ে গেল।

*

জিমের হাতের অবস্থা বেশ ভাল এখন, আরও কয়েকটা দিন লাগবে পুরো স্বাভাবিক হতে; কিন্তু ওর পরিকল্পনা সার্থক করতে হলে হাতের অবস্থা পুরোপুরি স্বাভাবিক হওয়া দরকার।

গরাদে আটকা পড়ার ষষ্ঠদিন দুপুরে অফিসরুমের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল পিট ফার্গো। হাতে চাবির গোছা, এগিয়ে এসে জিমের গরাদের তালা খুলল। 'বেরিয়ে এসো, জিম,' বলল সে। 'এখানে থাকার মত কোন অপরাধ করোনি তুমি।'

'আমি কি মুক্ত?'

'না, প্রাথমিক শুনানির জন্য নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে।'

'রোগান ব্লেভিন থাকবে ওখানে?'

'থাকলেই ভাল করবে সে।'

কোর্টহাউসে প্রবেশ করল ওরা। পুরো কামরা লোকে লোকারণ্য। ভিড় পেরিয়ে এগোনোর সময় লোকজনের ফিসফাস কানে এল জিমের। পরিচিত দুটো মুখ দেখতে পেল। জো গ্যানন আর জিপি কলিন্স। কামরার একেবারে পিছন দিকে কয়েকজন সৈন্য রয়েছে, প্রত্যেকে সশস্ত্র।

দলবল নিয়ে উপস্থিত হয়েছে রোগান ব্লেভিন। ফ্রাঙ্ক ইসাবেল রয়েছে ওদের সঙ্গে। জিম যখন সামনে পৌঁছল, ইসাবেলের দিকে কুৎসিত চাহনি হানল ব্লেভিন, কিন্তু গানম্যানের চোখের পাতা এতটুকু কাঁপল না।

যা প্রত্যাশিত ছিল, তাই ঘটল—জিমের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল রোগান ব্লেভিন—কীভাবে বিলি জোয়েল এবং তার গরু সাবাড়

করেছে জিম, কাজ হারিয়ে মাথা খারাপ হয়ে যায়, তারই পরিণতিতে খুন করে ফিলিপসদের, এবং সবশেষে আইজি কাস্টারকে নিয়ে ব্লেভিনের দলের উপর চড়াও হয়। এই লড়াইয়ের এক পর্যায়ে মারা পড়ে কাস্টার।

'ফিলিপসরা দু'জনই মারা গেছে?' জানতে চাইল জজ।

'হ্যাঁ, দু'জনই। মেয়েটার লাশ আমি নিজের চোখে দেখেছি। অবশ্য বুঝতে পারিনি কী কারণে বা কীভাবে কাজটা করেছে আসামী।'

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল ক্যারেন ফিলিপস, ক্রাচে ভর দিয়ে চলাফেরা করছে। বেশ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে মুখ, কিন্তু শেষ যখন দেখেছে জিম, তারচেয়ে ঢের ভাল ওর অবস্থা। হেঁটে সরাসরি জিমের সামনে এসে দাঁড়াল ক্যারেন, হাত বাড়িয়ে দিল।

'আমি সত্যি খুব দুঃখিত, জিম,' বলল মেয়েটি। 'জানোই তো অসুস্থ ছিলাম, তা ছাড়া একেবারে শেষ মুহূর্তে খবর পেয়েছি।'

দুঃখ বা হতাশা, কোনটাই নেই জিমের। বরং এখন নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ মনে হচ্ছে। 'বাদ দাও তো,' মৃদু স্বরে বলল ও।

কামরায় শোরগোল উঠেছে। ফিসফাস করছে লোকজন। প্রায় সবাই তাকিয়ে আছে রোগান ব্লেভিনের দিকে। কয়েকবার মুখ খুলেছে আর-বি মালিক, অথচ একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি, প্রতিবার কিছু না-বলে আপনা-আপনি মুখ বন্ধ করে ফেলেছে; একবার উঠে পড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু পিছনে সৈন্যরা উঠে দাঁড়িয়েছে এখন, পিছনের দেয়ালের কাছে সরে গেছে। অবস্থা বেগতিক দেখে অগত্যা নিজের জায়গায় জড়সড় ভঙ্গিতে বসে থাকল বিশালদেহী র‍্যাঞ্চার।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াল ক্যারেন। সহজ এবং স্পষ্ট ভাষায় বলল ওর গল্প। তারপর পার্সের ভিতর থেকে এক তা

কাগজ বের করল। 'ইয়োর অনার, মৃত্যুর আগে আমার ভাই লিখে গেছে এটা। মি. বেনবো যদি কোনভাবে ওর মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত থাকত, নিশ্চিতভাবেই বলা যায় এ-কাজটা ও করত না।'

কাগজটা পরীক্ষা করল জজ। 'স্বাক্ষরটা আমার পরিচিত,' বলল বিজ্ঞ বিচারক। 'ঠিকই আছে। এটা বেন ফিলিপসের।'

এবার ডাক্তার ফিনার্টি সাক্ষ্য দিল। জানাল লাশগুলো পরীক্ষা করার সময় রোগান ব্লেভিনের গল্পে সন্দেহ চলে আসে তার। লাশের অবস্থার সঙ্গে ব্লেভিনের গল্প মিলছিল না, যেহেতু বেন এবং আইজি, দু'জনের শরীরে পুরানো ক্ষত ছিল, যার কোন ব্যাখ্যা ব্লেভিনের গল্পে পাওয়া যায় না।

'রোগান ব্লেভিনের সঙ্গে সেদিন কারা ছিল, মনে আছে তোমার, মি. বেনবো?' জিমের উদ্দেশে জানতে চাইল জজ।

'হ্যাঁ, ইয়োর অনার।'

'এখন তা হলে একে একে ওদের চিনিয়ে দাও আমাদের।'

বিশালদেহী র‍্যাঞ্চারকে ঘিরে থাকা পাঞ্চারদের একে একে চিনিয়ে দিল জিম, তারপর ফ্রাঙ্ক ইসাবেলের দিকে তাকাল। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গানম্যান, মুখে কোন ভাবান্তর নেই, চাহনি বরাবরের মত ইস্পাতসম ঘোলাটে আর নির্বিকার।

'ইয়োর অনার,' বলল জিম। 'এই লোককে ওদের সঙ্গে কখনোই দেখিনি আমি—সেদিন রোগান ব্লেভিনের সঙ্গে ছিল না ও। তবে এমনিতে ওকে চিনি আমি, যদ্দূর জানি এ-ধরনের জঘন্য কাজে ওর জড়িত থাকার কথা নয়। কোথাও নিশ্চই একটা ভুল হয়েছে।'

কুৎসিত হয়ে গেছে রোগান ব্লেভিনের মুখ, চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। 'খোদার কসম...'

'চুপ থাকো!' ধমকে উঠল পিট ফার্গো, তারপর শেরিফের উদ্দেশে বলল: 'এদের সবাইকে গরাদে ঢোকাও। ইসাবেলকে রেখে যেয়ো, ওর সঙ্গে কথা বলব আমি।'

কামরার পিছন দিকে অপেক্ষায় থাকল ক্যারেন। এদিকে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে জিম, পিট ফার্গো এবং ফ্রাঙ্ক ইসাবেল।

'ফ্রাঙ্ক, আমরা দু'জনেই জানি যে সেদিন ব্রেভিনের সঙ্গে ছিলে তুমি,' বলল ফার্গো। 'কিন্তু কী কারণে তোমার জন্য মিথ্যে বলেছে বেনবো, তা জানি না; বলেছে যখন, উপযুক্ত কারণে নিশ্চই। যাকৃগে, টেক্সাসে চেনাজানা কেউ আছে তোমার?'

'আত্মীয়-স্বজন আছে।'

'দ্রুত ছুটতে পারে এমন ঘোড়া আছে সঙ্গে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে তোমার কোন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে চলে যাও...আর ভবিষ্যতে মন্টানায় এসো না কখনও।'

একসঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে এল ক্যারেন আর জিম। ওদের দেখে সাধারণ কাউহ্যান্ডদের উৎসুক দৃষ্টি দেখে কিছুটা বিব্রত বোধ করল জিম।

'জজকে যে-কাগজটা দেখিয়েছিলাম, ওটা আসলে বেনের উইল,' বলল ক্যারেন। 'সমস্ত গরু আর ঘোড়া তোমাকে দিয়ে গেছে ও।'

'আমাকে কেন?'

'কেন তোমাকে দেবে না? চরম বিপদে, অন্যরা যখন কেউ এগিয়ে আসেনি, আমাদের সাহায্য করেছ তুমি। তুমি আর ওই নিগ্রো লোকটা।'

'খুব ভালমানুষ ছিল ও,' হাতের দিকে তাকিয়ে মুঠি করল জিম। 'মারপিটের অনেক কৌশল আমাকে শিখিয়েছে ও।'

'প্রায় তিনশো গরু আর পঞ্চাশটা ঘোড়া ছিল বেনের। গরুগুলো উন্নত জাতের। অনায়াসে একটা বাথান শুরু করা যাবে।'

কী বলবে বুঝতে পারছে না জিম। এমন একটা স্বপ্নই দেখে ও, কিন্তু সব স্বপ্ন সার্থক যেমন হয় না, তেমনি সবগুলোকে গুরুত্ব দিয়েও নেওয়া যায় না। কিংবা হয়তো গুরুত্ব দেওয়া উচিত...ক্যারেনের প্রস্তাবটা যে লোভনীয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দৃঢ়চেতা আন্তরিক এক কাউহ্যান্ডের জন্য যোগ্য প্রস্তাব।

'বেশ, সত্যি যদি মন থেকে বলে থাকো,' শেষে বলল জিম। 'সাধ্যমত চেষ্টা করব আমি। আশা করি এ-জন্য অনুতাপ করতে হবে না তোমার।'

'বেন বলছিল নিজের পায়ে খাড়া হতে না-পারলে আমাকে বিয়েই করবে না তুমি। শুরু হিসাবে ছোট্ট একটা র‍্যাঞ্চ নিশ্চই মন্দ নয়? আমাদের জন্য যে দুর্ভোগ সয়েছ, তার বিনিময়ে গরু বা ঘোড়াগুলো তেমন কিছু নয়, কিন্তু এটা ঠিক যে এসব তুমি পাওনা হয়েছ। কষ্টকর ওই যাত্রার কথা কখনোই ভুলব না আমি।'

'তর্ক করার সুযোগ নেই আমার,' বলল জিম। 'তর্কের ঊর্ধ্বে চলে গেছে ও।'

হোটেলের দোরগোড়ায় এসে থামল ওরা। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না জিম। একটি মেয়ের সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ওর জন্য নতুন, ভালবাসার মেয়েটিকে বলা হয়নি নিজের অনুভূতি, কিন্তু বলার প্রয়োজনও পড়েনি। ক্যারেনের ইতিবাচক সাড়া ওর জন্য চমকপ্রদ আবিষ্কার। ক্যারেনকে চুমো খেতে ইচ্ছে করছে, বুঝতে পারছে তাই করা উচিত, অথচ পারছে না; স্রেফ বেকুবের মত দাঁড়িয়ে আছে।

পায়ের আঙুলের উপর উঁচু হলো ক্যারেন, জিমের ঠোঁটে আলতো চুমো খেয়ে ভিতরে চলে গেল। ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল জিম, মনে শঙ্কা কেউ হয়তো হো-হো করে হেসে উঠবে।

কাছাকাছি জনাকয়েক কাউহ্যান্ড রয়েছে, ডায়মন্ড-আর বুলিবয়ও আছে তিনজন, কিন্তু যার যার কাজে ব্যস্ত সবাই, যদিও কাজ মানে আড্ডায় অলস সময় কাটানো। দ্রুত পায়ে জিপি

কলিন্সের সেলুনে প্রবেশ করল জিম, মাটির উপর পা প্রায় পড়ছেই না।

অস্বাভাবিক সময় হলেও বেশ কয়েকজন খদ্দের রয়েছে সেলুনে। একটা ড্রিঙ্ক কিনল জিম। চারপাশে চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ এক জগৎ আবিষ্কার করছে, কখনও ভাবেনি এতটা চমৎকার হতে পারে; এ-জগতের অংশ এক আইরিশ মেয়ে, শিগ্‌গিরই যাকে স্ত্রী হিসাবে পাবে ও।

দেয়ালে লাগানো আয়নায় নিজেকে দেখল জিম। কুৎসিত মুখ রোগান ব্লেভিনের উন্মত্ত লালসার চিহ্ন বহন করছে এখনও। ওর মধ্যে কী দেখেছে ক্যারেন, বুঝতে পারছে না জিম। মানুষ নিজেই তার ভাগ্যের কারিগর, নিজের হাতে জীবন গড়ে নেয়; এবং অতীতের মাপকাঠিতে ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় না। অতি মেধাবী বা দক্ষ, কোনটাই নয় জিম, কিন্তু নানান জাতের মানুষ দেখার অভিজ্ঞতা থেকে জানে জীবনযুদ্ধের দীর্ঘ সংগ্রামে মেধার চেয়ে বরং নিরলস প্রচেষ্টা আর অধ্যবসায় নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। চকচক করলে যেমন সোনা হয় না, তেমনি মেধা কেবলই ঝলমল করে, আলো ছড়ায় না। ব্যস, আর কিছু নয়।

ড্রিঙ্ক শেষ করে বাইরের ওঅকে এসে দাঁড়াল জিম, মন্টানার সতেজ বাতাস বুকে টেনে নিচ্ছে, দুনিয়াটাকে এখন অনেক আনন্দময় জায়গা মনে হচ্ছে ওর।

বেন ফিলিপসের বদান্যতার কোন তুলনা হয় না। মন্টানায় যা কিছু আছে, সবই জিমকে দিয়ে গেছে। সম্পত্তির বিবেচনায় এমন কিছু না-হলেও জিমের জন্য অনেক। আর্থিক মূল্যে হয়তো কয়েক বছরের সঞ্চয়। যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী জিম, র‍্যাঞ্চিং সম্পর্কে ওর জ্ঞান কাজে লাগিয়ে র‍্যাঞ্চটাকে দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারবে। পরিশ্রমে কখনোই অনীহা ছিল না ওর।

তবে আগের কাজ আগে করা উচিত। লিভারি স্টেবলে গিয়ে ক্যারেনের ঘোড়াটা দেখে আসবে। শহরে যখন এসেছিল

একেবারে বিধ্বস্ত ছিল ওটার অবস্থা, ঘোড়ার যত্নআত্তিতে হস্ল্যারের সুনাম থাকলেও একবার ওর নিজের গিয়ে দেখা উচিত।

স্টলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে মুখ বের করে ওকে দেখল ঘোড়াটা, চোখ চকচক করছে। মৃদু স্বরে ওটার সঙ্গে কথা বলল জিম। ওর ধারণা নিঃসঙ্গ বোধ করছে ঘোড়াটা, কারণ কোন ঘোড়া মানুষকে পছন্দ করতে শুরু করলে সেই মানুষটার কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করে, থাকতে চায়।

কৃতজ্ঞচিত্তে ঘোড়াটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকল জিম, ক্যারেন আর নিজের গল্প করল। বিগ হর্ন মাউন্টেনের ওপাশে র‍্যাঞ্চ গড়ার পরিকল্পনা খুলে বলল। শেষে, ঘোড়াটার পাছায় চাপড় মেরে স্টল থেকে বেরিয়ে এল।

এসেই পিস্তলের নলের মুখে পড়ল জিম।

পিস্তলের মালিক ভ্যান ফেনট্রেস। সবক'টা দাঁত বের করে হাসছে সে, পাশে দাঁড়িয়ে আছে রোগান ব্লেভিন।

এ-মুহূর্তে নিরস্ত্র জিম, তবে সশস্ত্র থাকলেও সেটা কাজে লাগত না। উদ্যত পিস্তলের বিরুদ্ধে লড়তে যাওয়া মানে কবরে দু'পা রাখা।

'তুমি তো আমার সঙ্গে জেল ভেঙে পালাতে চাওনি,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল ফেনট্রেস। 'আমার একজন সঙ্গী দরকার ছিল। তাই ব্লেভিনকে নিয়ে নিলাম। দেখলে তো, ঠিক বেরিয়ে এসেছি?'

'আমি নিজে খুন করব ওকে,' সগর্বে ঘোষণা করল র‍্যাঞ্চার। 'খালি হাতে।'

ধীরে ধীরে পিস্তলটা হোলস্টারে ফেরত পাঠাল ভ্যান ফেনট্রেস। 'যত ইচ্ছে খায়েশ মিটিয়ে নাও,' বলল সে। 'আমি বাপু সময় নষ্ট করতে রাজি নই, ঘোড়ায় স্যাডল পরিয়ে ফেলছি।'

বিশালদেহী মানুষ রোগান ব্লেভিন। যথেষ্ট ক্ষিপ্র এবং নীচ।

জো গ্যাননকে পিটিয়ে তক্তা বানিয়েছিল, অথচ গ্যাননের হাতে দু'বার বেদম মার খেয়েছে জিম। দরজা আর জিমের মাঝখানে দাঁড়াল সে, যেন ভয় পাচ্ছে লড়ার বদলে পালিয়ে যাবে জিম। এখান থেকে বেরোনোর একটাই রাস্তা, রোগান ব্লেভিনকে টপকে যেতে হবে।

কিছুই বলল না সে, বরং ছুটে এসে ঘুসি মারতে শুরু করল। জিমের প্রথম ঘুসিটা বিশালদেহী র‍্যাঞ্চারের পেটে ল্যান্ড করল। একেবারে মোক্ষম সময়ে আঘাত করেছে জিম, যেন কোন বোল্ডারের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে, আচমকা জায়গায় জমে গেল সে, অরক্ষিত হয়ে পড়ল মুখটা। বাম হাতে জবর ঘুসি চালাল জিম, ব্লেভিনের মুখে পড়ল।

আহত বাম হাতে ঘুসি চালিয়েছিল জিম, নিজেও আঘাত পেল, তীব্র যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল পুরো হাতে, একেবারে কাঁধ পর্যন্ত। কিন্তু আসল কাজ হয়ে গেছে তাতে। ধসে গেছে ব্লেভিনের মুখ, উন্মত্ত আক্রোশে অন্ধ হয়ে গেল আর-বি মালিক।

সামলে নিয়ে আবারও ছুটে এল ব্লেভিন, একের পর এক ঘুসি হাঁকাচ্ছে; দৈত্যাকার হাত দুটোকে এড়ানো কঠিন হয়ে পড়ল জিমের জন্য। কিন্তু আইজির শিখিয়ে দেওয়া কৌশল কাজে লাগল আবারও—মুষ্টিযোদ্ধাদের রীতিতে দুই হাত দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে চেপে ধরল জিম। ধাক্কা মেরে ওকে ফেলে দিল সে, কিন্তু আঁটুনি ছাড়ল না জিম, দু'জনেই দড়াম করে আছড়ে পড়ল মেঝেয়। সুযোগ বুঝে হাঁটু চালাল জিম, জুতমত হলো না আঘাতটা, তবে একটা লাভ হয়েছে—ওর উপর থেকে সরে গেল ভারী দেহের চাপ। ঝট করে পাশে সরে গেল জিম, এক লাফে সিধে হয়ে দাঁড়াল।

এবার দু'জনেই সমানে ঘুসি চালাতে শুরু করল। একপাশে স্যাডলে বসে আছে ভ্যান ফেনট্রেস, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল জিম, ওদের লড়াই দেখছে; বেশ কাছাকাছি রয়েছে সে, যে-কোন মুহূর্তে তার গায়ের উপর গিয়ে পড়তে পারে দুই লড়িয়ে,

কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করছে না।

দুটো জবর ঘুসির বিপরীতে বেশ কয়েকটা খেয়েছে জিম, তবে বেশিরভাগই জোরাল নয়। কাঁধে আর বুকে লেগেছে, এমন কোন ক্ষতি হয়নি ওর। দু'একটা একেবারে মাথা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছে ওকে।

মুখের চামড়া ইতোমধ্যে কেটে গেছে ওর। সত্যি জোর আছে লোকটার হাতে, তিক্ত মনে স্বীকার করল জিম। পেটে জোরাল আরও একটা ঘুসি এসে পড়ল।

দু'বার ওকে ফেলে দিল সে, কিন্তু প্রতিবারই লাথি খাওয়ার আগে উঠে পড়তে সক্ষম হলো জিম। উন্মত্ত আক্রোশ নিয়ে লড়ছে রোগান ব্লেভিন, অথচ জিম লড়ছে ঘৃণা আর প্রতিশোধস্পৃহা নিয়ে। কিছুক্ষণ কেউই এড়ানোর চেষ্টা করল না, স্রেফ যার যার বাহুর জোর খাটিয়ে একের পর এক ঘুসি হাঁকাল। রোলিং হিপ-লকের সাহায্যে জিমকে ফেলে দিল ব্লেভিন, কিন্তু পড়ার সময় প্রতিদ্বন্দ্বীর হাঁটুর উপর গিয়ে পড়ল জিম। ধাক্কার চোটে নিজের অজান্তে সামনে ঝুঁকে পড়ল ব্লেভিন, পড়ে থাকা অবস্থায় লোকটার ঝুঁকে থাকা মুখে ঘুসি বসিয়ে দিয়ে সরে গেল জিম, ব্লেভিনের আগেই ঝট করে উঠে দাঁড়াল। সিধে হয়েই ব্লেভিন দেখল চড়াও হয়েছে জিম, বিরাশি শিক্কার এক ঘুসিতে নাকটা থ্যাবড়া করে দিল, সঙ্গে সঙ্গে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল।

বুনো মোষের মত ছুটে এল বিশালদেহী র‍্যাঞ্চার, কিন্তু নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল জিম, দু'হাতে সমানে ঘুসি হাঁকাচ্ছে। ডান হাতের একটা জোরাল ঘুসি ল্যান্ড করল জিমের দেহে, আবারও চেষ্টা চালাল সে, কিন্তু তার আগেই ডান হাতে জবর আঘাত হেনেছে জিম, একই জায়গায় বাম হাতে আঘাত করল। তৃতীয়টাও অনুগামী হলো সেকেন্ড খানেক পর।

টলে উঠল দৈত্য। মুখ কুঁচকে গেছে, হাঁটুতে জোর পাচ্ছে না। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল জিম, নিজের জয়ের ব্যাপারে

এখন শতভাগ আত্মবিশ্বাসী।

লড়াইয়ের সময় সর্বক্ষণ আইজির দেওয়া নির্দেশ মনে করেছে ও: 'অপেক্ষা করো, আগে প্রতিদ্বন্দ্বী মিস্ করুক—তুমিই লক্ষ্যভ্রষ্ট করবে ওর আঘাত, তারপর তুমি আঘাত করবে। শত্রুর টার্গেট থাকবে মাথা বা চোয়াল, তাই আঘাতগুলো এড়ানো সহজ হবে তোমার জন্য; কিন্তু তুমি আঘাত করবে ওর প্রাণভোমরায়। যে যত কঠিনই হোক, বিশ্বাস করো, এভাবে লড়লে ঠিক শুইয়ে দিতে পারবে সবাইকে।'

একপাশে সরে যাওয়ার ভান করল জিম, চালাকিটা ধরতে পারল না ব্রেভিন। অবশ্য অতটা বিচারবুদ্ধি তার নেই এখন। এক লাফে সামনে চলে এল সে, এসেই পড়ল জিমের আপারকাটের মুখে। অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে উঠল ব্রেভিন, চোয়াল ঝুলে পড়ল। বিপুল বিক্রমে এবার চড়াও হলো জিম।

'মনে হচ্ছে সাহায্য দরকার তোমার,' মৃদু স্বরে ফোড়ন কাটল ফেনট্রেস, স্যাডল ছেড়ে এগিয়ে এল সে, হাতে সিক্সশূটার এমন ভাবে স্থির করল যাতে সহজে জিমের মাথায় নামিয়ে আনতে পারে। 'উঁহুঁ, স্বীকার করতে হচ্ছে, ওর সঙ্গে মোটেও সুবিধা করতে পারছ না তুমি, রোগান।'

ক্ষণিকের বিরতি পেয়ে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে বিক্ষত মুখ থেকে রক্ত মুছল রোগান ব্রেভিন। এই সুযোগে তার অরক্ষিত পেটে জবর ঘুসি বসিয়ে দিল জিম। দড়াম করে আছড়ে পড়ল আর-বি মালিক।

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়িয়ে ফেনট্রেসের মুখোমুখি হলো জিম। 'তুমি একটা আস্ত বেকুব,' বলল ও। 'আমাকে থামাতে হলে গুলি করতে হবে, আর তাতে পুরো শহর ছুটে আসবে এখানে। চলে যেতে চাইলে বরং জলদি কেটে পড়ো।'

সামান্য ইতস্তত করল ফেনট্রেস, শেষে খরখরে স্বরে হেসে উঠল। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। তোমার মত দুঃসাহসী লোকের পক্ষে

এমন বিচক্ষণতাই মানায়! দারুণ! বিপদ দেখলে সবসময়ই কি এমন চিকন বুদ্ধি গজায় তোমার মাথায়?'

'ভ্যান ফেনট্রেস, কোন একদিন হয়তো সেই সময় আসবে যখন তোমার গলায় ফাঁস পরাবে লোকজন, তখন এই মুহূর্তের জন্য অনুতাপ করবে তুমি। হয়তো খুব বেশি কিছু নেই আমার, কিন্তু জীবনটা শান্তিতে কাটিয়ে দিতে পারব। তাজা বাতাস বুকে টেনে নেব, ভালমন্দ খাবার খাব, মাঝে মধ্যে দু'এক পেগ ড্রিঙ্ক করব, দারুণ একজন মহিলাকে বিয়ে করার পর আমার বাচ্চাদের বড় করে তুলব।

'আর তোমার কী হবে? মাঝে মধ্যে হয়তো নোটের তাড়া নিয়ে ঘুরবে, কিন্তু এর বিনিময়ে গরাদের ভিতর কাটিয়ে দেবে বছরের পর বছর। আজীবন শঙ্কায় কাটাতে হবে যে পরের পদক্ষেপটা হয়তো চরম সর্বনাশ করে ছাড়বে।

'জেলে থাকার সময় সেদিন বলেছিলে শুধু রাসলিঙের অভিযোগ রয়েছে তোমার বিরুদ্ধে। কিন্তু পিট ফার্গোর কাছে শুনেছি পুবে কোথাও খুনের দায়ে খোঁজা হচ্ছে তোমাকে।

'তো, আজ এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর হয়তো ক'দিন পর অন্য কোন জায়গা থেকে পালাবে; পরবর্তীতে ভাগ্য ভাল হলে আরও কয়েক জায়গায় সফল হবে। কিন্তু এভাবে ক'দিন চলবে? পালিয়ে যাওয়ার মত জায়গাও ফুরিয়ে যাবে একসময়। তখনই আইনের হাতে বাঁধা পড়বে।'

'আইন?' সীমাহীন তাচ্ছিল্য ঝরে পড়ল ফেনট্রেসের কণ্ঠে। 'আজ পর্যন্ত এমন কোন অফিসার দেখিনি যার নাড়ি-নক্ষত্র আমি বুঝতে পারিনি। আছে নাকি তেমন কেউ? মনে হয় না, বেনবো, ওদের চেয়ে ঢের চালাক আমি।'

'হয়তো দু'একজনের চেয়ে চালাক তুমি...কিন্তু ওদের শতজনের চেয়েও চালাক? কিংবা হাজারজনকে টেক্কা দিতে পারবে? সংখ্যা এবং সময়, দুটোই রয়েছে ওদের হাতে। কিন্তু

তোমার হাত শূন্য।'

উঠে দাঁড়ানোর প্রয়াস পাচ্ছে রোগান ব্লেভিন। চট করে তার পিছনে চলে এল জিম, প্রয়োজনে আঘাত করতে পারবে র‍্যাঞ্চারের মাথায়।

'ওকে আটকে রাখব আমি,' বলল জিম। 'আপত্তি আছে তোমার?'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল ভ্যান ফেনট্রেস, তারপর সরু গলায় বলল: 'আস্ত বেকুব দেখছি! পিস্তল তো আমার হাতে।'

শক্তির অভাবে উঠে দাঁড়াতে ব্যর্থ হলো ব্লেভিন, ময়দার বস্তার মত ঢলে পড়ল একপাশে।

'ঠিকই বলেছ, পিস্তলটা তোমার হাতে,' বলল জিম। 'এবং আমি তোমার কাছে পৌঁছানোর আগে মাত্র একটা গুলি করতে পারবে। তোমার মত লোক সবসময় ভাবে অস্ত্রই সব শক্তির উৎস, অস্ত্র দিয়ে সবকিছু করা সম্ভব। কিন্তু আমি এমনও লোক দেখেছি যে নিরস্ত্র অবস্থায় চারটা গুলি খেয়েও পিস্তলঅলাকে খুন করেছে। বাজি ধরবে, ওই লোকটার মতই হবে তোমার অবস্থা?'

'না,' স্পষ্ট জানিয়ে দিল ফেনট্রেস। 'এমন বোকামি ভ্যান ফেনট্রেস করে না। স্বীকার করছি, এতক্ষণে যাত্রা না-করে অযথা সময় নষ্ট করেছি।' ক্ষণিকের জন্য থামল সে, তারপর বলল: 'আমার পিছনে আইনকে লেলিয়ে দেবে নাকি? আমি বেরিয়ে গেলেই চিৎকার শুরু করবে?'

'কী ঠেকা পড়েছে আমার? গন্তব্যহীন ট্রেইলের যাত্রী তুমি, ফেনট্রেস। কোন এক জায়গায় হুমড়ি খেয়ে পড়বে, এটাই স্বাভাবিক। হয়তো আজ, নয়তো কাল। যখন দরকার পড়বে, তখন তোমার কথা বলব সবাইকে। আগে বললে এমন কিছু যাবে-আসবে না, অন্তত তোমার নিয়তি বদলাবে না। যাও, ছুটতে থাকো, দেখো কোথাও যেতে পারো কি-না।'

লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে দরজার কাছে নিয়ে গেল সে, তারপর

স্যাডলে চাপল। ঘাড় ফিরিয়ে মিনিট খানেক জিমকে দেখল ফেনট্রেস, মৃদু স্বরে বলল: 'শয়তানকেও হার মানিয়েছ তুমি, বেনবো। তোমার মত মানুষ আর দেখিনি আমি।'

বেরিয়ে গেল ভ্যান ফেনট্রেস।

বাইরে এসে দাঁড়াল জিম, আউটলকে চলে যেতে দেখল। একটু পর ফিরে এসে দেখল উঠে বসার চেষ্টা করছে রোগান ব্লেভিন।

চাবুক খাওয়া কুকুরের মত মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল সে। কর্তৃত্ব, গলাবাজি বা কঠোর অভিব্যক্তি হারিয়ে ফেলেছে। 'আমার পাঁজর ভেঙে ফেলেছ তুমি!' গুঙিয়ে উঠল বিশালদেহী র‍্যাঞ্চার।

'তাই তো চেয়েছিলাম।'

শেরিফ আর জেলর হাজির হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। জেলে নিয়ে যাওয়া হলো ব্লেভিনকে।

'অন্যটাকে দেখোনি?' জানতে চাইল জেলর। 'সোনালি চুলো লোকটা?'

'চলে গেছে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখল সে, জিমের শরীরে তাজা রক্ত আর কালশিটে দাগ চোখে পড়েছে। 'মারামারি করেছ নাকি?'

'হ্যাঁ, ব্লেভিনের সঙ্গে। ভ্যান ফেনট্রেসের সঙ্গে অবশ্য শুধু বাতচিৎ করেছি।'

ক্লান্ত দেহে শূন্য রাস্তা ধরে ধীর পায়ে এগোল জিম, বোর্ডওঅকে শব্দ তুলছে ওর বুট; কিন্তু এই প্রথম নিজেকে একাকী মনে হচ্ছে না। এই মুহূর্তে ফেলে আসা জীবনটাকে নিঃসঙ্গ, একঘেয়ে মনে হচ্ছে। বরাবরই একা ছিল ও। এর কারণ ছিল, আদপে এমন কেউ ছিল না যার জন্য ব্যস্ত থাকবে। দুনিয়ায় প্রতিটি মানুষের অবলম্বন দরকার, সে যে-ধরনের মানুষই হোক, যে-অবলম্বনকে ঘিরে চলবে তার প্রাণচাঞ্চল্য, কার্যকলাপ, ব্যস্ততা; অন্যথায় সব পরিশ্রমই বিফলে যায়।

জানালায় আলোর আভাস। অন্ধকার জানালাগুলো লোকের নিঃসঙ্গতাকে ভারী করে তোলে। তবে জিমের ব্যাপারটা আলাদা। মনের মত একটি মেয়েকে পেয়েছে, রয়েছে একটা ঠিকানা; ভবিষ্যতে যাই ঘটুক, নিজেকে কখনও নিঃসঙ্গ মনে হবে না ওর।

হোটেলের দিকে যাচ্ছে জিম। কাছাকাছি পৌঁছেছে, এ-সময় আলো-আঁধারিতে গাঢ় একটা কাঠামো দেখতে পেল—অদ্ভুত কিন্তু বিশাল অবয়ব, হোটেলের জানালার দিকে তাকিয়ে আছে। অন্ধকারে মানিয়ে গেছে জিমের চোখ, তাই মিউলটাকেও মোটামুটি ঠাহর করতে পারল, কাছেই দাঁড়িয়ে আছে ওটা।

'হ্যালো, রোডি,' মৃদু স্বরে বলল জিম। 'আমি বেনবো। ট্রেইলে একবার দেখা হয়েছিল আমাদের।'

'মনে পড়ছে।'

'রোডি, যে-রুমের জানালার দিকে তাকিয়ে আছ, ওই কামরায় বেনের বোন ক্যারেন রয়েছে।'

মিনিট কয়েক নীরব থাকল মেয়েটি, তারপর বলল, 'বেন খুব ভালমানুষ ছিল। কী মনে হয় তোমার, আমাকে পছন্দ করত ও?'

'আলবৎ! এ-ব্যাপারে নিশ্চিত আমি। তুমি খুব ভাল মেয়ে, রোডি।'

সাইডওঅকে এসে দাঁড়াল মেয়েটি, জিমের মুখোমুখি হলো। লম্বায় ওর সমান, পুরুষালি পোশাকে যতটা স্বাস্থ্য তারচেয়েও ভারী দেখাচ্ছে।

'আমি এখন কী করব, মি. বেনবো?' চিন্তিত ও করুণ কণ্ঠে জানতে চাইল রোডি। 'ক্লাইড থাকলে উপকার হত! সবসময়ই আমাকে বলে দিত কী করতে হবে। কিন্তু বহু আগেই মরে গেছে ও। তারপর মি. ফিলিপসের কাছ থেকে বুদ্ধি-পরামর্শ পেতাম।' বন্ধুত্বপূর্ণ চাহনি ফুটল মেয়েটির চোখে। 'ওর প্রতি এমন কোন টান ছিল না আমার, কিন্তু আমার সঙ্গে ভাল আচরণ করত সে, যেন আমি সত্যি কোন লেডি। অন্যরা দূরে থাক, এই সম্মান

এমনকী ক্লাইডের কাছ থেকেও পাইনি। এখন আমি কী করব, মি. বেনবো? দুনিয়ায় কেউ নেই আমার।'

'রোডি, তোমার প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই। তবে তোমার জায়গায় থাকলে এই এলাকা ছেড়ে চলে যেতাম আমি, এমন কোন জায়গায় যেতাম যেখানে ক্লাইড ওরামের নামও শোনেনি কেউ। তারপর মহিলাদের সুন্দর এক সেট পোশাক কিনে একটা কাজ জুটিয়ে নিতাম।'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিল রোডি। 'বুঝেছি...কিন্তু ওখানে গিয়ে কী করব আমি?'

'রান্না করতে জানো?'

'হ্যাঁ, মি. বেনবো, এটা খুব ভাল জানি। ক্লাইড তো সবসময়ই বলত আমার রান্না ওর কাছে দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা। মি. ফিলিপসও পছন্দ করত, তাই মাঝে মধ্যে ওকে রেঁধে খাওয়াতাম। কিন্তু একবার...ওই মেয়েটাকে কেবিনের সামনে দেখে মাথা গরম হয়ে গেল, এমন ঘেন্না হলো! সঙ্গে প্রিয় মেয়ে থাকলে আমার মত কুৎসিত মেয়ের দিকে ভুলেও তাকাবে না কেউ; বরং রীতিমত অবহেলা করবে।'

'এখান থেকে চলে যাও, রোডি, ভাল কিছু কাপড় কিনে কুকের কাজ খুঁজে নিয়ো। নিজের সম্পর্কে কাউকে কিছু বোলো না। যদ্দিন ভাল রাঁধবে, তোমার সম্পর্কে জানতে চাইবে না কেউ।'

'ধন্যবাদ, মি. বেনবো,' কৃতজ্ঞ স্বরে বলল রোডি, ঘুরে ঘোড়ার দিকে এগোল।

'সঙ্গে টাকা-পয়সা আছে, রোডি?'

'না। বহুদিন ধরে নগদ কোন টাকা নেই আমার কাছে।'

পকেট হাতড়াল জিম। খুব বেশি নেই। কখনও ছিলও না। কাজ ছাড়ার সময় বিলি জোয়েলের কাছ থেকে পাওনা বুঝে পেয়েছিল, জিপি কলিন্সের পাওনা মেটানোর পর যা ছিল তাই

রয়ে গেছে, কারণ জেলে থাকলে টাকা খরচ করার সুযোগ হয় না।

'রোডি, এই ছিল আমার কাছে। আটাশ ডলার। এতেই বোধহয় চলে যাবে তোমার।'

টাকা নিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে থাকল মেয়েটি, বিহ্বল এবং হতবাক। শেষে বলল, 'মি. বেনবো, মেয়েটাকে খুন করার জন্য এখানে এসেছিলাম আমি। ভাবছিলাম জানালা দিয়ে গুলি করব।'

'জানি। আমি ওকে বিয়ে করব, রোডি। বেনও তাই চেয়েছে।'

আরও মুহূর্ত কয়েক নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল মেয়েটি, তারপর ক্লান্ত পায়ে চলে গেল মিউলের কাছে। স্যাডলে চাপার সময় খসখসে শব্দ হলো।

'রোডি, তুমি কি ঘোড়ার খুরে চামড়ার নাল পরিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'এই কাজটা আর কোরো না। সব ঝামেলা মিটে গেছে। এখান থেকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাল মেয়ে হয়ে যাবে। বহু মানুষ আছে যারা মেয়েদের চেহারা বা শারীরিক গড়ন বড় করে দেখে না, বরং তাদের গুণ বিবেচনা করে। ভাল রাঁধতে জানলে সবার মন জয় করা সম্ভব, বিশেষ করে মেয়েটা যদি নিজেকে পরিপাটি রাখে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলেই হলো। চুল সবসময় আঁচড়ে রেখো। দেখবে জীবনটা সুন্দর হয়ে গেছে তোমার।'

'তাই করব আমি, মি. বেনবো। সত্যি তাই করব।'

চলে গেল মেয়েটা। পিছন থেকে দেখে জিমের মনে হলো এখন যেন স্যাডলে পিঠ টানটান করে বসেছে রোডি। কিংবা ওর দেখার ভুলও হতে পারে, হয়তো এমন কিছু প্রত্যাশা করছে বলেই দেখেছে।

দাঁড়িয়ে থাকল জিম, ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে রোডি ওরামের মিউলের খুরের শব্দ। খুব বেশি পার্থক্য নেই ওদের মধ্যে,

আনমনে ভাবল জিম। স্বপ্নের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে জিম, আর রোডি সেই পথে যাত্রা মাত্র শুরু করল।

ঘুরে হোটেলের দিকে ফিরল ও, রাতটা এখানে কাটাতে মনস্থ করেছে।

কিছু কাজ বাকি রয়ে গেছে। পছন্দের জায়গায় বসতি করতে হলে প্রতিবেশীদের সঙ্গে একটা সন্ধিতে আসতে হবে, নইলে অন্য কোথাও বসতি করতে হবে। জায়গাটায় পর্যাপ্ত পানির যোগান থাকবে, উঁচু কোন উপত্যকা হলে দারুণ হয়, তা হলে শীতের জন্য খড় সংরক্ষণ করতে সুবিধা হবে, একইসঙ্গে গ্রীষ্মের শেষদিকে গরুও চরতে পারবে। সব গরু আর ঘোড়া রাউন্ড আপ করার জন্য একজন লোক লাগবে।

তবে সেসব পরে হলেও চলবে। এখন একজন র‍্যাঞ্চার ও, হোক না ছোট, যার কিছু স্টক রয়েছে। চৌহদ্দিতে কোন পাওনাদার নেই, আর্থিক লেনদেন নিয়ে কেউ অপবাদও দিতে পারবে না ওকে। র‍্যাঞ্চ গুছিয়ে নেওয়ার সময় দোকানিরা নিশ্চই বাকিতে মালপত্র দেবে। তবে, সবার আগে কিছু কাপড় দরকার, যাতে মানায় ওকে, ওজনদার সম্মানী লোক মনে হয়।

আইজি যেন কী বলত এটাকে?...একটা শুরু। একটা বিনিয়োগ।

***

সবিনয়ে নিবেদন

হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ এই লাইব্রেরিটি ৫ম মাসে পদার্পন করল। বইয়ের সংখ্যাও ২০০ অতিক্রম করেছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এই সাইটের জন্মলগ্ন থেকেই শুভানুধ্যায়ীর অভাব ছিল না। তাদের প্রবল উৎসাহ আমাকে প্রবলবাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি কঠিন আর্থিক অনটনের মধ্যদিয়ে সময়টা অতিক্রম করছি,কিন্তু পাঠকের উৎসাহ দেখলে আমি সব কষ্ট ভুলে যাই।

আমার মূল উদ্দেশ্য যত বেশি সংখ্যক বাংলা বই অনলাইনে নিয়ে আসা। মূর্চ্ছনা এই দিক থেকে অগ্রগামী,তাদের বইয়ের আমি বড় ভক্ত। তবে বিভিন্ন কারনে তারা অনেকদিন নিয়মিত বই দিচ্ছেন না,তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমার সাইটের অনেক পাঠক মূর্চ্ছনার খোঁজ রাখেন না,তাদের জন্যই মূর্চ্ছনার কথা বললাম। আমি মূলত মূর্চ্ছনার সাথে মিল রেখে বই আপলোডের চেষ্টা করি,তাদের যে বইগুলো আছে,সেইগুলো আমি দিতে চাই না।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয়। অনেকেই আমার সাইটের এ্যাডগুলো ব্রাউজ করেন,কিন্তু সঠিকভাবে না করার ফলে আমার খুব বেশি লাভ হয় না। আমি একটু গাইডেন্স দিই,কিভাবে ব্রাউজ করলে আমি উপকৃত হব।

যে লিংকটা ওপেন করবেন,সেটা ওপেন হলেই ক্লোজ করবেন না। বরং সেই সাইটের বিভিন্ন লিংকে যান,এবং এভাবে ২০-২৫ মিনিট অতিবাহিত করুন। পারলে আরও বেশি সময় সাইটটি খুলে রাখুন। তবে মাসে একবারের বেশি ব্রাউজ করার দরকার নেই। বাংলাদেশ থেকে যারা ব্রাউজ করেন,তারা ২ মাসে একবার ব্রাউজ করবেন। আর উপমহাদেশের বাইরে যারা আছেন,তারা মাসে ২ বারও করতে পারেন,সমস্যা নেই।

আপনাদের সাজেশন,অনুরোধ আমার একান্ত কাম্য। কোনও সংকোচ না করে আমাকে ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলতে পারেন,বইয়ের অনুরোধ জানাতে পারেন,আমি খুশি হব।

শেষে একটি কথা,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার। আমার একটি মোবাইল জাভা সফটওয়্যার ২ লক্ষ্যের বেশীবার ডাউনলোড হয়েছে,এখনও হয়ে চলেছে। আপনারা যারা জানেন না,তারা মোবাইল ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারি টা ট্রাই করতে পারেন। www.getjar.com এ গিয়ে সার্চ বক্সে Bangla লিখে সার্চ দিলে দেখবেন Bdictionary চলে এসেছে। আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় রইলাম।

বইয়ের আলোকে আলোকিত হোক আমাদের জীবন।

E-mail: ayan.00.84@gmail.com
Mobile: +8801734555541
+8801920393900